Rizon

ওয়েস্টার্ন

আশ্রয়

মাসুদ আনোয়ার

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী মায়মুর হোসেন

স্বপ্নের খামার+সীমান্তে বিরোধ+ শক্তপাল্লা ১১৬/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মরণডাক ৭৫/-

কাজী মায়মুর হোসেন/সায়েম সোলায়মান

শিকড়+সঙ্কট ৯৩/-

কাজী শাহনূর হোসেন/
গোলাম মাওলা নঈম/সায়েম সোলায়মান

লোভের ফাঁদে+সামনে বিপদ+ষড়যন্ত্রের জাল ১৪৪/-

কাজি মাহবুব হোসেন

ক্ষিপ্তঘাতক+ধোঁকাবাজ ৮২/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়+জ্বালা ১০৬/-

রওশন জামিল

বাথান ১+২ ৮২/-
সন্ধান+ছায়াশত্রু ৯০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

আশ্রয়

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পসলা। এরিখের তাঁবুর ক্যানভাসের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা মৃদু লয়ে ড্রাম বাজিয়েছে। আধ ঘুমের ঘোরে ওর কানে বেজেছে সে-শব্দ। ভেজা বাতাস লম্বা লম্বা পাইন গাছের শাখায় শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলেছে। তারপর একসময় থেমে গেছে বৃষ্টি।

এরিখ ওয়েনের ঘুম পাতলা হয়ে এল আস্তে আস্তে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল ও, পাশ ফিরে শুলো। তাঁবুর ভেতর একপাশে জ্বালানো আগুনের কুণ্ড, সারারাত ধরে জ্বলে এখন নিভে এসেছে প্রায়।

আবার ঘুমোনোর আশায় চোখ বুজল এরিখ। আচমকা ওর ভেতরে কোথাও একটা সূক্ষ্ম সতর্ক-ঘণ্টি বেজে উঠল। মাথা তুলল ও। বৃষ্টি হয়ে যাবার পর প্রকৃতি এখন শান্ত। কিন্তু সেটা যেন স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বোধ হলো ওর কাছে। আস্তে আস্তে গা থেকে প্রথমে তেরপল, তারপর কম্বল সরিয়ে উঠে বসল ও।

মগলোনে শীত এসে গেছে প্রায়, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। এরিখ আগুনের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। ওর পরনে শুধুই অন্তর্বাস। মজে-যাওয়া আগুনের কয়লায় ফুঁ দিতে গিয়ে হঠাৎ মাথা তুলে সোজা হলো ও, পরক্ষণেই পেছন দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু দূরে রাখা স্পেন্সারের কাছে চলে গেল ওর হাত। ওর সতর্ক কানে তাঁবুর বাইরে ঝোপের ভেতর অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ ধরা পড়েছে।

অস্ত্রহাতে একপাক ঘুরল ও। তারপর সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে মাথা বের করল। বনভূমি নিথর, শান্ত; বৃষ্টিপাতের দরুন সে-শান্তভাবকে আরও নিবিড় মনে হচ্ছে। এরিখ সতর্কচোখে তাকাল।

'অস্ত্র ফেলে দাও!' গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঝোপের ভেতর থেকে। 'চার-চারটে অস্ত্র তোমার দিকে তাক করা। কথা না-শুনলে…' ধমক দিল কণ্ঠস্বরের মালিক, 'স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

এরিখ শব্দের উৎসের দিকে তাকাল। মিথ্যে ধমক দিচ্ছে না লুকোনো কণ্ঠস্বর। একটা গাছের পেছন থেকে রাইফেলের চকচকে নল তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওর আঙুল ট্রিগারের ওপর জমে গেল। বনের ভেতর আরও নড়াচড়ার

আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এ-সময় একটু বেচাল দেখলেই, এরিখ বুঝতে পারল, বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে এসে ওর তাঁবুটাকে ঝাঁঝরা বানিয়ে ফেলবে। হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে কম্বলের ওপর রাখল ও, ধীরে ধীরে দু'হাত মাথার ওপর তুলল।

'জো,' একই কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার, 'ওর অস্ত্রগুলো নিয়ে নাও আগে।'

একজন লোক বেরিয়ে এল ধীর পায়ে। লোকটা কৃশকায়, একটা হেনরী রাইফেল ওর হাতে, কোমরের কাছ থেকে তাক করা, এরিখের কাছে এসে ওর স্পেন্সারটা তুলে নিল সে। তার ইঙ্গিতে এরিখ নিজের গানবেল্ট তুলে দিল তার হাতে; ওর ক্যাপ অ্যান্ড বল কোল্ট এবং বউই নাইফটাও লোকটার হস্তগত হলো।

'ঠিক আছে, বস্,' কৃশ লোকটি ঘোষণা করল, 'বেরিয়ে এসো এবার। ওর শিং ভেঙে দিয়েছি।'

তিনজন লোক বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। তিনজনের গায়েই পনচো, বৃষ্টির ফোঁটা লেগে আছে তাতে। তিনজনই শক্ত সমর্থ, কঠিন লোক। তাদের একজন, এরিখ মনে মনে স্বীকার করল, অন্তত ওর মত দু'জনের সমান চওড়া হবে। একটা দোমড়ানো হ্যাট লোকটার মাথায়, তার ওপর একটা রঙচঙে নোংরা রুমাল পেঁচিয়ে বাঁধা চিবুকের সাথে; বিশাল মুখমণ্ডল এবড়োখেবড়ো, পাথুরে টিলার মত।

'আগুন জ্বালাও, ডগ,' নিজের লোকদের একজনকে হুকুম দিল লোকটা, তারপর এরিখের দিকে ফিরল। 'কফি আছে?'

এরিখ বুড়ো আঙুলের ইশারায় একটা থলে দেখিয়ে দিল। 'আমি কি প্যান্ট পরে নিতে পারি?'

'কেন?' ডগ থলে হাতড়ে কফির সরঞ্জাম বের করল। 'ন্যাংটো বলে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি?' এরিখের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করল ও।

এরিখ খুঁড়িয়ে হেঁটে এক কোণে রাখা কাপড়চোপড়ের কাছে গেল। প্যান্ট পরতে পরতে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে চাইল ও। 'তোমাদের উদ্দেশ্যটা কী? জানতে পারি?'

ডগ ভেংচি কাটল। 'কথা শোনো ওর!' কফি বানাচ্ছে সে। 'কিস্সুটি যেন জানে না, না?'

প্রকাণ্ডদেহী চতুর্থ জনের দিকে তাকাল। 'ওর মালপত্র চেক করো,' হুকুম দিল সে। 'নিশ্চয় একটা রানিং আয়রন থাকবে ওর সাথে।'

চতুর্থজন এরিখের মালপত্র চেক করতে শুরু করল। এরিখ লক্ষ করল, লোকটা দোআঁশলা। বিশাল চ্যাপটা মুখ, গুটিবসন্তের দাগে ভরা। মেহগনি

রঙের কুৎসিত মুখমণ্ডলে গর্তে বসানো ক্রুর নীলাভ চোখ- যে কেউ আতঙ্কিত হবে।

বিশালদেহী এরিখের দিকে তাকাল। 'নাম কি তোমার?'

'ওয়েন, এরিখ ওয়েন।'

'পেশা কি?'

'শিকার।'

'অ। আমি জর্জ চ্যাপম্যান,' নিজের নাম বলল সে। 'ডব্লিউ বার র‍্যাঞ্চের মালিক। বাইরের লোকও এখানে শিকার করতে আসে, জানতাম না।'

'এখন তো জেনেছ।'

'তা জেনেছি,' এরিখের সঙ্গে একমত হলো লোকটা। 'টেক্সাসের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিন ধরে এদিকে আছ?'

'মাসখানেক হবে।'

এরিখ বিছানার ভাঁজ হাতড়ে তামাকের সরঞ্জাম বের করল। আড়চোখে চাইল চ্যাপম্যানের দিকে। চ্যাপম্যান ওকে দেখছে একদৃষ্টিতে।

'বিদ্রোহী মনে হয়!'

এরিখ পাইপ ধরাল। 'আমি কনফেডারেট ছিলাম। বিদ্রোহী বলতে যদি তুমি ওদের বুঝিয়ে থাকো...'

কাঁধ ঝাঁকাল চ্যাপম্যান। এরিখের পায়ের দিকে আড় চোখে তাকাল। 'আহত?'

'হুঁ।'

'কোন্ রেজিমেন্টে ছিলে?'

'সিক্সথ টেক্সাস। মুরের ডিভিশন।'

দোআঁশলা কাছে এগিয়ে এল। 'নেই, বস্।' একঘেয়ে কণ্ঠে জানাল ও। 'ভাল ভাবেই খুঁজেছি।'

'তাতে কিছু প্রমাণিত হচ্ছে না। মাথায় সামান্য ঘিলু থাকলে কেউই ওটা হাতের কাছে রাখবে না।' এরিখের দিকে ফিরল ও। 'তুমি সম্ভবত চ্যান্সেলর্সভাইলে আহত হয়েছিলে?'

'না।' এরিখ মাথা নাড়ল। 'যতদূর জানি লংস্ট্রীটের ফার্স্ট কোর তখন সাফোকেই ছিল।'

'তো?'

'চিকামগায়।'

ডগ থুতু ফেলল। 'জঘন্য মিথ্যুক তো! ওটা ছিল ব্রাক্সটন ব্রাগের লড়াই।

বস্,' বিশালদেহীর দিকে ফিরল ও, 'যে-লোক যুদ্ধ সম্পর্কে মিথ্যে বলছে, সে কি অন্য ব্যাপারে সত্য বলবে?'

চ্যাপম্যান ওকে পাত্তা দিল না। 'তাহলে তুমি মুরের লোক ছিলে এবং ব্রাগের পক্ষে যুদ্ধ করেই আহত হয়েছ?'

ডগ আগুন উসকে দিল। 'আমাদের সাথে দড়ি আছে,' সুপারিশ করল ও, 'চলো, ঝুলিয়ে দিই। এখানে কেউই ওকে চেনে না।'

'যুদ্ধ সম্বন্ধে কী জানো তুমি?' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল র‍্যাঞ্চমালিক। 'তুমি তো সে-সময় আরকানসাসে বসে পচা ডিমে তা দিচ্ছিলে। মুরগি চুরি আর সৈন্যদের সাথে জুয়া খেলে সময় কাটাচ্ছিলে। এই লোক,' এরিখের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'সত্যি কথাই বলছে।'

'চিকামগায়!' নাক ঝাড়ল ডগ।

চ্যাপম্যান মাথা দোলাল। 'বুড়ো লংস্ট্রীট সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ ভার্জিনিয়া সেনাদল থেকে আলাদা হয়ে ব্রাগের সঙ্গে যোগ দেয়। সাম লংস্ট্রীটের প্রথম কোরের মুরের ডিভিশন, যেটার নাম সিক্সথ টেক্সাস, ওটা ছিল তখন চিকামগায়।'

'তাই?' ডগ এরিখের দিকে তাকাল। 'আমি দুঃখিত, ল্যাংড়া মিয়া!' দেঁতো হাসি হাসল সে।

এরিখের মুখ লাল হয়ে উঠল। চুপচাপ পাইপ টানতে লাগল ও। নিজেকে বোঝাল, এখনও সময় হয়নি। জো তাঁবুর পেছনে টহল দিচ্ছে, ওর রাইফেল এরিখকে কাভার করে রেখেছে। চতুর্থ ব্যক্তি, ওক টিকাউ যার নাম, একমনে নখ পরিষ্কার করছে ওর ধারাল মেক্সিকান চুচিলার আগা দিয়ে। ওর চোখ এরিখের ওপর, ভুরুর নিচ থেকে এদিক-ওদিক তাকানোর ফাঁকে ফাঁকে ওকে ওজন করে নিচ্ছে।

পাইপ ঝাড়ল ও। 'হঠাৎ আমার ওপর হামলে পড়লে কেন, চ্যাপম্যান? জানতে পারি?'

চ্যাপম্যান হাসল। 'গত মাসে প্রায় চারশো গরু হারিয়েছি আমরা। ট্র্যাক অনুসরণ করে এখান থেকে দক্ষিণ দিকে ক্যানিয়নের শেষ পর্যন্ত গিয়েছি। কিন্তু তারপরই হাওয়া। এখানকার সব র‍্যাঞ্চারেরই একই অবস্থা। মরিয়া হয়ে খুঁজছে ওরা অপরিচিত যে-কোন লোককে। কেউ যদি নিজের সম্পর্কে সন্তোষজনক তথ্য দিতে না পারে, কপালে খারাবি আছে তার।'

'আমার মতই অপরিচিতদের, তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমার মতই।'

এরিখ চোয়ালে হাত ঘষল। 'আমি নেহাৎ শিকারী।' শান্তভাবে সাফাই গাইল ও। 'র‍্যাঞ্চার আর দক্ষিণের টহলদার সৈনিকদের কাছে শিকারের

মাংসবিক্রিই আমার কাজ।'

'এদিকে তো যথেষ্ট শিকার মেলার কথা নয়,' জো মন্তব্য করল। 'নাকি মেলে?'

'মেলে না। তবে নুন, বেকন, তামাক, কফি আর কার্তুজ কেনার পয়সা হয়ে যায়। তাছাড়া···' একটু থেমে বলল ও, 'জায়গাটা পছন্দ আমার।'

'নিঃসঙ্গ নেকড়ের মত, তাই না!' চ্যাপম্যান ব্যঙ্গ করল।

'একাকী থাকতে চাওয়া কিংবা শিকার করাকে নিশ্চয় অপরাধ বলে ভাবছ না তোমরা?' এরিখ জানতে চাইল।

'না,' ওকে আশ্বস্ত করল র‍্যাঞ্চার। 'অন্তত যতক্ষণ কোনও লোক অন্যের স্টক থেকে শিকার না করে।'

'কাউকে পেয়েছ এদিকে?'

'না। পাব বলে আশাও করিনি।'

এরিখ চিন্তিতমুখে চুপ করল। ডগ কফির কাপ ভর্তি করে দিল। 'ওকে নিয়ে কি করব আমরা, বস্?' প্রশ্ন করল ও।

'অধৈর্য হয়ো না,' চ্যাপম্যান পরামর্শ দিল। 'হয়তো ও কিছু দেখে থাকবে।' জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইল সে এরিখের দিকে।

এরিখ ডগের বাড়িয়ে দেয়া কফির কাপ গ্রহণ করল। 'হপ্তাখানেক আগে,' কফিতে চুমুক দিল ও, 'এখান থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে ক্রীকের শেষ মাথায় গরুর ডাক শুনেছিলাম···'

'সম্ভবত আমরাও ওগুলোকে ট্রেইল করেছিলাম,' মাথা নাড়ল চ্যাপম্যান। 'শেষ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'এইটুকুই জানি আমি।' এরিখ কফির কাপে লম্বা চুমুক দিল।

সিগারেট রোল করল চ্যাপম্যান। 'এই অঞ্চল সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?' জানতে চাইল ও।

'অনেকের চেয়ে বেশি,' এরিখ জবাব দিল। 'দু'বছর ধরে শিকার করছি, শীতকালেও। একবার তো প্রায় মরতে বসেছিলাম শীতে জমে।' হাসল সে।

চ্যাপম্যান উঠে দাঁড়াল। নিজের লোকদের তাড়া দিল। 'চলো যাই।'

তিনজন একবার এরিখকে দেখে নিয়ে চ্যাপম্যানের দিকে চাইল।

'ওর কি হবে?' জানতে চাইল ডগ।

'ওকে শিকার করতে রেখে যাব,' চ্যাপম্যান জবাব দিল।

'লটকে রেখে গেলে আরও ভাল হত,' ডগ দ্বিমত পোষণ করল।

'সি সি।' টিকাউ একমত হলো ওর সঙ্গে। ওয়েনের দিকে চাইল সে। ওর চোখ চক চক করছে।

চ্যাপম্যান এরিখের হাত ধরল। ওর পাইপের বাউলে নিজের

সিগারেটের শেষাংশ গুঁজে দিল। এরিখ অনুভব করল, প্রচণ্ড শক্তি লোকটার মুঠোয়। ধূসর চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওকে বিদ্ধ করল লোকটা। তারপর হাসল।

'রক্তপিপাসু বেজন্মা, সব কটাই, না?' নিজের লোকদের দিকে ইঙ্গিত করল চ্যাপম্যান।

'বিনা প্রমাণে ঝোলানো যায় না,' মন্তব্য করল জো। ডগ আর টিকাউর সঙ্গে মতের মিল হয়নি ওর।

চ্যাপম্যান এরিখের হাতকে নিপীড়ন থেকে রেহাই দিল। হাতটা অসাড় হয়ে গেছে, ভাবল এরিখ।

'ডগের হাত দড়িতে সব সময়ই চালু,' ব্যাখ্যা করল ডব্লিউ বার র‍্যাঞ্চের মালিক। 'গরু কিংবা মানুষ, যাই বলো। আর ওককে খারাপ বললে কমই বলা হয়। ওর সম্পর্কে, এরিখ, তুমি জেনে রাখতে পারো। মা ইউটে, বাবা হাফ মেক্সিকান হাফ ওলন্দাজ- তার মানে ডবল দোআঁশলা। এ-অঞ্চলে ওর মত দক্ষ ট্র্যাকার দ্বিতীয়টি নেই।' ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবল কয়েক সেকেন্ড। 'তুমি থাকতে পারো এখানে,' অনুমতি দেবার ভঙ্গিতে বলল র‍্যাঞ্চমালিক। 'তবে না জানিয়ে চলে যাবার চেষ্টা কোরো না। ওক প্রেতকেও ট্রেইল করতে পারে।...আমরা নিশ্চিত নই যে, তুমি গরু চুরির মত জঘন্য কাজে জড়িত আছ। কিন্তু যদি নিশ্চিত হই,' থুতু ফেলল ও, 'ওক তা জানবে। দ্বিতীয় বার তোমার সাথে এতটা ভদ্রতা নাও দেখাতে পারি।'

নিজের লোকদের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চমালিক। 'চলো।'

'এখনও ভেবে দেখো, বস্,' ডগ ঘ্যান ঘ্যান করল, 'ওকে ঝুলিয়ে দেয়াই উচিত আমাদের। গরুচোরের জন্যে ওটাই একমাত্র শাস্তি।'

'থামো তুমি!' চ্যাপম্যান ধমক লাগাল। 'বাজে বোকো না।'

র‍্যাঞ্চারের পিছু পিছু বৃষ্টিভেজা ঝোপের ভেতর ঢুকে গেল লোকগুলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেজা মাটিতে ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মনে মনে পরিস্থিতি বিচার করল এরিখ। ডগ লেইকারের ঘিনঘিনে হাসি আর ওক টিকাউর সাপের মত মসৃণ চোখের দৃষ্টি অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছে ওকে। এখান থেকে সরে পড়ার তাগিদ বোধ করল ও। তাড়াতাড়ি তাঁবু গুটিয়ে নিল। মালপত্র বিশেষ কিছু নেই; চার বছরের যোদ্ধা জীবন ওকে যথাসম্ভব কম জিনিসপত্র নিয়ে চলতে শিখিয়েছে।

শীত এসে গেছে প্রায়। এরিখ দক্ষিণে সনোরার দিকে যাবার কথা ভাবল। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ঝরনার কাছে গেল ও। ওখানে একটা জায়গায় ওর ঘোড়া লুকানো; ঘোড়া নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে এসে ওটার পিঠে চাপাল ওগুলো।

ও যখন চলতে শুরু করল, তখন সূর্য পুবদিকের পর্বতশীর্ষ থেকে উঁকি দিচ্ছে। একটু পরেই খোলা আকাশে বেরিয়ে পড়বে ওটা। ঘোড়ার ঘাড়ে মৃদু চাপড় দিয়ে বিড় বিড় করল এরিখ, 'চলে যাবার সময় হলো রে। এখানে কারও কাছে আমরা খাতির পাব না।'

এবড়োখেবড়ো ট্রেইল বেয়ে নিচে নেমে এল ও। সূর্য এখন পর্বতশীর্ষ পেরিয়ে আরও ওপরে উঠেছে। ও মাঝে-মধ্যে স্যাডল থেকে পেছনে মাথা ঘুরিয়ে ফেলে আসা ঝোপ ঝাড় পরীক্ষা করছে। সুনসান নীরবতা চারদিকে, জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। শুধু, মাথার ওপরে, আকাশে দু'একটা শিকারী চিল অলস পাখা মেলে ভাসছে।

'ধ্যাত্তেরি!' খিস্তি আওড়াল এরিখ। ভালই ছিল ওর ক্যাম্পটা। একা একা থাকার জন্যে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এরকমই হয়। যখনই, ও দেখেছে, কোন একটা জায়গা পছন্দ হয় ক্যাম্প করার জন্যে, মোটামুটি একটু গুছিয়ে বসে- তখনই এরকম কিছু একটা ঘটে। আসলেই যুদ্ধের পর পাঁচ বছরের মধ্যে গোটা অ্যারিযোনা যেন বেকার, ভবঘুরে, প্রাক্তন সৈনিক, সেটলার আর রাসলারের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি আর অনাচারে ছেয়ে গেছে সবকিছু। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

একটা অগভীর উপত্যকায় পৌঁছল ও, ধোঁয়ার গন্ধ নাকে ভেসে এল। এদিক-ওদিক তাকাতেই একটা কাঠের তৈরি ঘর চোখে পড়ল ওর। ঘরের পেছন দিকটা ঢালু জায়গা, নেমে গেছে ওটা ওদিকে। এরিখ ঘরটার দিকে এগোল। কাছাকাছি হতেই একটা ঘোড়া ডেকে উঠল করাল থেকে। সম্ভবত জিস্টারকে অভ্যর্থনা জানাল ওটা। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল সশব্দে, একটা মেয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এরিখকে এক নজর দেখল মেয়েটা, তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

এরিখ ফটকের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামাল। নামতে যাবে- এমন সময় মেয়েটি বেরিয়ে এল আবার।

'ওখানেই দাঁড়াও,' পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারণ করল মেয়েটি।

এরিখ ধীরে-সুস্থে ঘোড়া থেকে নামল। তারপর মেয়েটির নির্দেশমত দাঁড়িয়ে পড়ে ওর দিকে তাকাল। মেয়েটার কৃশ, বাদামী রঙের হাতে একখানা ভারী শার্পস রাইফেল। মুখিয়ে আছে ওটা এরিখের দিকে।

'কে তুমি? কি চাও এখানে?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

সশব্দে শ্বাস টানল এরিখ। 'মেয়েদের হাতেও অস্ত্র!' জিস্টারকে বলল ও নিচুস্বরে। সশব্দে শ্বাস টানল ঘোড়াটাও। যেন বোঝাতে চাইল, এরিখের মত সেও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। এরিখের হাত ওর কানের পাশ ঘেঁষে

দোমড়ানো হ্যাটের ওপরে উঠে গেল।

'পথিক,' জবাব দিল এরিখ। 'এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাড়িঘর দেখেই মনে হলো আমার কিছু নুন আর কফির দরকার।'

'এগিয়ে আসো, আস্তে আস্তে।' সতর্ক কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

এরিখ এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল সে। বিশ কি একুশ বছর হবে বয়স। চুল সোনালি নয়, মধুরঙা বলা যায়; পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ধূসর চোখ, মুখ কিছুটা চৌকো, নিখুঁত সুন্দরী বলা যাবে না- তবে সারাক্ষণ ঘোড়ার পিঠে কাটানো নারীসঙ্গবর্জিত একজন পুরুষের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়া, স্বীকার করতেই হবে।

'এরিখ ওয়েন, আমার নাম,' বলল ও।

'কোত্থেকে এসেছ?'

'টেক্সাস থেকে, ম্যাম।' এরিখ হাসল।

মাথা নাড়াল মেয়েটি। 'এখন কোত্থেকে?' ওর কণ্ঠে কিছুটা অসহিষ্ণুতা।

'উত্তর থেকে,' জানাল এরিখ। 'দক্ষিণে যাচ্ছি, সনোরায়।'

'ওদিকে কাউকে দেখেছ?'

'দেখেছি। চারজন লোক।'

'কারা ওরা?'

'একজন নিজের পরিচয় দিয়েছে চ্যাপম্যান বলে, জর্জ চ্যাপম্যান। বাকি তিন জন জো, ডগ আর ওক টিকাউ।'

'ডব্লিউ বার। চ্যাপম্যান মালিক। বাকিরা কর্মচারী হবে।' থামল মেয়েটা। 'আর কাউকে দেখোনি?'

এরিখ মাথা নাড়ল। 'না,' মেয়েটার দিকে চেয়ে আছে ও। মেয়েটা চিন্তিত। 'দেখিনি।'

'আমার বাবা ওখানে কোথাও আছে।' এরিখ যেদিক থেকে ট্রেইল বেয়ে নেমে এসেছে, সেদিকের পাহাড়ের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি ওয়েন্ডি ক্লে,' এরিখের দিকে চোখ ফেরাল ও, 'ডেভিড ক্লের মেয়ে।'

আঙুল মটকাল এরিখ, মাথার ওপর হাততোলা অবস্থায়। 'আমি কি হাত নামাতে পারি?'

ওয়েন্ডি মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমতি দিল, কিন্তু ওর রাইফেল এরিখের পেটের ওপর থেকে এক চুলও সরল না।

'এখানে কি করছিলে তুমি?'

'এখানেও সে-প্রশ্ন!' বিড়বিড় করল এরিখ।

'মানে?'

'কিছু না।' এরিখ দ্রুত হাসল। 'স্রেফ কিছু না, ম্যাম। আমি একজন শিকারী। বেশিরভাগ সময় ওই পাহাড়েই কাটিয়েছি। একজন নিরাশ্রয় ভবঘুরেও বলতে পারো আমাকে।'

'তাহলে,' ওয়েন্ডি আড়চোখে তাকাল ওর জরাজীর্ণ পোশাকের দিকে, 'ঘোড়াটা একটু বেমানান, না?'

এরিখ জ্বলে উঠল। 'সেটা আমার সমস্যা!'

'তাহলে তুমি আমার বাবাকে দেখোনি?' প্রসঙ্গ পাল্টাল মেয়েটি। 'তোমার মতই লম্বা, চোখ-চুল ধূসর। একটা মেয়ারে চেপেছে।'

'না,' সোজা-সাপ্টা জবাব দিল এরিখ।

মেয়েটি ঠোঁট কামড়াল। ওর চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি, এরিখকে পাশ কাটিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। ওর হাতে ভারি রাইফেল, তবু, এরিখ ওকে একটা বাচ্চা মেয়ে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছে না, যে মেয়ে নিজের বাবাকে হারিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজছে।

'আমাদের দু'জন লোক সকাল বেলা বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে,' মেয়েটি এরিখকে জানাল। 'বাবার গতরাতেই ফেরার কথা। আমাদের লোকগুলো এখনও কোন খবর আনতে পারেনি।'

এরিখ চোয়াল ঘষল। 'এদিকে শুনলাম গরুচোরের উৎপাত খুব। তোমার বাবা হয়তো রাসলিঙের চিহ্ন-টিহ্ন কিছু পেয়েছে, ফলে ফিরতে দেরি হচ্ছে।'

মেয়েটি রাইফেল নামাল। 'তোমাকে বোধহয় বিশ্বাস করা যায়। তুমি যদি,' প্রস্তাব দিল ও, 'বাবার খোঁজে যাও, তোমার চাহিদা মিটিয়ে দেব আমি।'

এরিখ সাথে সাথে প্রস্তাবটা নাকচ করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মত পাল্টাল। দুশ্চিন্তায় মেয়েটিকে প্রায় অসুস্থ দেখাচ্ছে।

'ঠিক আছে, ম্যাম।' বলল সে, 'যাব আমি। কোন পথে গেছে তোমার বাবা?'

'যে পথে তুমি এসেছ, সে পথে মাইল খানেক গেলে ট্রেইল থেকে একটা পথ বেরিয়েছে দেখতে পাবে, ডান দিকে। ডীপ শ্যাডো ভ্যালির পথ ওটা। বাবা ওখানে কোথাও আছে।' বিষণ্ন স্বরে পথের হদিস বাতলাল মেয়েটি।

এরিখ ওর ঘোড়ার কাছে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল ও। 'কি কি চেয়েছিলাম, ভুলে যেয়ো, ম্যাম। তোমার বাবাসহ ফিরে এসে মেয়েলি হাতের রান্না খাবার কথা ভাবছি আমি।' ঘোড়ায় চড়ল ও।

'বাবাকে নিয়ে এসো,' সম্মতি জানাল মেয়েটি। 'দুটোই পাবে।'

এরিখ ব্যাক-ট্রেইলে কিছুদূর গিয়ে নির্দেশিত পথটি পেল। মোড় নিল সে। কিছুক্ষণ ঘোড়া চালিয়ে একটা নিচুমত উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে উপত্যকা; একদিকের পাহাড়ের চুড়ো ছুরির ফলার মত ওপরের দিকে উঠে গিয়ে সূর্যালোককে আড়াল করেছে। বাতাস ভারি, ভ্যাপসা গন্ধমাখা; ছায়া-ছায়া অন্ধকারে সব অস্পষ্ট। ঠাণ্ডা বাতাস হুল ফোটাচ্ছে এরিখের কানে আর মুখে। শিপস্কিনের তৈরি কোটের কলার তুলে দিল সে। বিড় বিড় করল, 'ছায়া উপত্যকা না মৃত্যু উপত্যকা? মনে হয়, শেষেরটাই।' নিজের অভিমত ব্যক্ত করল সে, নিজের কাছেই।

জিস্টারই প্রথম জানান দিল। মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল ওটা, নাক ঝাড়ল ঘোঁৎ করে, পরমুহূর্তেই ভয়ে চমকে উঠে একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল। এরিখ দ্রুত ঘোড়া সামলে নিয়ে অস্ত্র বের করল। এদিক-ওদিক তাকাল সে। কিছুই ঘটল না। পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে শান্ত থাকতে নির্দেশ দিল ও জিস্টারকে; তারপর স্পেন্সারটা নিজের উরুর ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে সন্তর্পণে বৃষ্টিভেজা অন্ধকার ঝোপ পরীক্ষা করতে লাগল।

ডানদিকে খসখসে একটা শব্দ হলো। গাছের সাথে কোন কিছুর ঘর্ষণের শব্দ। এরিখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছায়া-অন্ধকারে তাকাল। ছায়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত গাঢ় আরেকটা ছায়া। আস্তে আস্তে অন্ধকার কিছুটা সয়ে এল ওর চোখ। চমকে উঠল ও। একটা মানুষ!

মানুষটা ঝুলছে একটা গাছের ডাল থেকে। মৃদু বাতাসে দুলছে একটু একটু। এরিখ ঘোড়া থেকে নামল। দু'হাতে জঙ্গল সরিয়ে ওটার কাছে গিয়ে পৌঁছল ও। ঝুলন্ত লোকটার পায়ের গোছা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে মুখ দেখল। লোকটার মুখ বিকৃত, চোখ বিস্ফারিত। ছায়া-অন্ধকারেও তার চোখের রঙ এরিখের দৃষ্টি এড়াল না। ধূসর। লোকটার মাথায় টুপি নেই, চুল পেছন দিকে ওল্টানো। লোকটার চুলের রঙ লক্ষ করল এরিখ- ধূসর।

ওয়েন্ডির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিল ও। বিড়বিড় করল, এই লোকই ডেভিড ক্লে।

পিছিয়ে এল ও। শিস দিল। ঘোড়াটা নার্ভাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে আস্তে কাছে এল ওটা। এরিখ ঘোড়ার স্যাডলে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে ছুরি বের করে দড়ি কেটে লাশটাকে সাবধানে নিচে নামাল। তারপর আড়াআড়িভাবে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল ওটাকে। ঘোড়ার বুকের নিচ দিয়ে দড়ি চালিয়ে লাশের পায়ের গোছা আর হাতের কবজি শক্ত করে বাঁধল, যাতে পড়ে না যায়। ঘোড়াটা প্রথমে একটু অস্বস্তি প্রকাশ করলেও মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। ওটার পিঠে চড়ে ব্যাক-ট্রেইল ধরল এরিখ।

'সত্যি ওটা মৃত্যু-উপত্যকা,' জিস্টারের সাথে কথা বলছে ও। 'বল্ তো, মেয়েটাকে কিভাবে খবরটা দিই?'

নাক ঝাড়ল জিস্টার ঘোঁৎ করে। জানে না ও।

এরিখ ডেভিড ক্লের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকাল। ঘোড়ার পিঠে আড়াআড়ি ভাবে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেহটা। ঘোড়ার চলার তালে তালে নড়ছে। উঁচু হচ্ছে, নিচু হচ্ছে. কেঁপে উঠছে। জীবিত মানুষের জন্যে অস্বস্তিকর অবস্থা-কিন্তু মৃতের জন্যে কিছুই না। অথচ কালও জীবিত ছিল লোকটা, নিজের হাতে ঘোড়া চালিয়েছে। আর আজ! গা গুলিয়ে উঠল ওর।

ডগের কথামত কাজ হলে ওর নিজের অবস্থাও এরকম হত। কপাল ভাল বলতে হবে ওর। যেভাবেই হোক, চ্যাপম্যানকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে ও নিজের কথা। তাতেই ডগ এবং টিকাউর ইচ্ছে সফল হয়নি। শুধু তা-ই নয়, চ্যাপম্যান যাবার সময় বদান্যতা দেখিয়ে এরিখের অস্ত্রশস্ত্রও ফেরত দিয়ে গেছে। বদান্যতা? হয়তো বা। তবে ওর হুমকির কথাও ভোলেনি এরিখ।

চ্যাপম্যান ওকে এ জায়গা ছাড়তে নিষেধ করেছে। বলে গেছে আগামীবার তারা অতটা ভদ্র নাও হতে পারে। তবে, এরিখ ভাবল, একটা কথা জেনে যায়নি যে, আগামীবার তারা ওকে এরকম অসতর্ক অবস্থায় নাও পেতে পারে। সে যা-ই হোক, এরিখ ওদের কথা মানবে না। আজই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে ও। আজই ও ঘোড়া ছোটাবে সনোরার পথে।

মূল ট্রেইলের কাছাকাছি আসতেই ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল ও। সতর্ক হলো। কিন্তু ট্রেইল ছেড়ে ঝোপের ভেতর লুকোনোর আগেই ঘোড়-সওয়ারদের সাথে দেখা হয়ে গেল ওর। তাদের একজন ওকে দেখেই অস্ত্রে হাত দিতে গেল। কিন্তু চোখের পলকেই এরিখের হাতে স্পেন্সার উঠে এল। লোকটার পেট সই করল ও। 'হাত সরাও ওখান থেকে। আজকের জন্যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছি আমি।'

লোকটা আধাআধি বের করে আনা কোল্টটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিল আবার খাপের ভেতর। 'আমি যদি ভুল না দেখে থাকি, জেন্ট,' সঙ্গীকে বলল ও, 'এটা ডেভিড ক্লে'র লাশ!'

জেন্ট ঘোড়াসহ সামনে এগিয়ে এল। এরিখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কী ঘটেছিল?' ডেভিড ক্লের মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

এরিখ শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, 'ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে পেয়েছি ওকে। গাছের ডালে ঝুলছিল।'

চরকির মত ঘুরে গেল জেন্টের ঘোড়া। 'ঠিক তাই ঘটেছে, সেথ।'

উদ্‌ভ্রান্তের মত সঙ্গীকে বলল ও, 'গোলমালের আশঙ্কা করছি আমি। চামড়া বাঁচাতে হলে এক্ষুণি ভাগা উচিত আমাদের।'

স্পেন্সারটা নাড়াল এরিখ। 'দাঁড়াও!' হুকুম করল সে। 'তোমরা ক্লে'র লোক?'

'ছিলাম, মিনিটখানেক আগেও,' সেথ জবাব দিল। 'কেন?'

'মিস ক্লে বলছিল তোমরা তার বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছ।'

'তাকে পেয়েছি আমরা, বন্ধু। তোমার ঘোড়ার পিঠে, মৃত,' সেথ জবাব দিল। জেন্টের দিকে ফিরল ও। 'চলো ভাগি, দড়ি হাতে ওদের কাউকে দেখার আগেই—'

ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা লাগাল লোকটা। এরিখ কিছু বলার আগেই ট্রেইলে গিয়ে পড়ল। জেন্টও অনুসরণ করল সঙ্গীকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল।

কাঁধ ঝাঁকাল এরিখ। ঘোড়া নিয়ে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল। ঘরের কাছাকাছি এসে একটা ঝোপের পাশে দাঁড় করাল ঘোড়াটাকে। তারপর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ওয়েন্ডি অপেক্ষায় ছিল। এরিখ ফটকের কাছে পৌঁছার আগেই ওকে দেখতে পেল সে। দৌড়ে বেরিয়ে এল মেয়েটা। ফটক পেরিয়ে এরিখের মুখোমুখি হলো। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা শান্ত ভঙ্গিতে। মেয়েটি দেখল।

'বাবা!'

এরিখ মাথা থেকে টুপি নামাল। নড করল সে, বিষণ্ন মুখে।

'কি করে পারল ওরা?'

এরিখ জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ও। জানে, মেয়েটা ওকে প্রশ্ন করছে না।

'ওরা কি করে পারল?' মেয়েটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। দৌড়ে বাবার কাছে গেল ও; লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'খোদা!' মাথা নাড়ল অস্বীকারের ভঙ্গিতে। 'আমি বিশ্বাস করি না। বাবার ফাঁসিতে ঝোলার কোন কারণ নেই।'

এরিখের চলে যেতে ইচ্ছে হলো। মেয়েটি এবার ওর দিকে ফিরল। 'কারা?'

'জানি না।' এরিখ মাথা নাড়ল। 'আমি একে ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে পেয়েছি।' থামল ও একটু। 'ফেরার পথে জেন্ট আর সেথকে দেখলাম। লাশ দেখে ভেগে গেল ওরা।'

'হ্যাঁ।' ঘৃণাসূচক ভঙ্গি করল ওয়েন্ডি। 'ওদের কাছে আমি ওটাই আশা

করেছিলাম, ঠিক অন্যদের মতই। আমাদের র‍্যাঞ্চ ছোট। চ্যাপম্যানের সাথে বাবার কথা কাটাকাটি হবার পর থেকেই আমাদের লোকেরা ভাগতে শুরু করেছিল।'

'ওরা এ কাজ করল কেন?' এরিখ জিজ্ঞেস করল। 'তোমার বাবাকে...'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েন্ডি। 'তুমি এখানে নতুন। মাস খানেক ধরে এখানে গরু চুরির হিড়িক পড়েছে। প্রত্যেক বাথান মালিকই তার প্রতিবেশীর দিকে সন্দেহের চোখে চাইছে।

'আমরা মাস খানেক আগেই এ জায়গা কিনেছিলাম। একদিন চ্যাপম্যান এসে বাবাকে গরু চুরির ব্যাপারে অভিযুক্ত করে। ওক টিকাউ আমাদের পাইনস ভ্যালির স্টকে তিনটা ডব্লিউ বারের ছাপমারা বাছুর খুঁজে পায়। চ্যাপম্যান এজন্যে বাবাকে প্রচুর কথা শুনিয়েছিল।'

'তুমি তাহলে চ্যাপম্যানকে সন্দেহ করো?'

'কে জানে?' অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওয়েন্ডি। 'এটা অন্য কারও কাজও হতে পারে। তবে চ্যাপম্যানের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট।'

এরিখ এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল। মৃদু চাপ দিল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। 'তুমি ঘরে যাও, ম্যাম। আমি তোমার বাবাকে কবর দেব।'

'কবর দেবার জন্যে ছোট্ট একটা ঢালু জায়গা আছে।' হাত নেড়ে র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে দেখাল ওয়েন্ডি। 'ওখানেই কবর খুঁড়তে পারো।' এরিখের দিকে চাইল ও; ওর চোখে কৃতজ্ঞতা।

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল মেয়েটি। এরিখ পেছন থেকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি ঘরে ঢুকে যাবার পর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল ও, তারপর বার্নের দিকে গেল।

একটা কোদাল খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে এল ও বার্ন থেকে। জিস্টারকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে। সকাল থেকে এই পর্যন্ত ঘটে-যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবছে ও। অস্বস্তি বোধ করছে। চ্যাপম্যান ওকে এ জায়গা থেকে নড়তে নিষেধ করেছে। পরিষ্কার হুমকি বলা যায় এটাকে। এমন কি, ওর কেন যেন মনে হচ্ছে, দোআঁশলাটার বরফশীতল চোখ হয়তো এই মুহূর্তেও র‍্যাঞ্চটাকে নজরে রেখেছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে গিয়ে পৌঁছল ও। ঢালু জায়গাটা একটা কবরস্থান। তিনটে শাদা পাথরের ফলক, তাতে সূর্যালোক ঝকঝক করছে। এরিখ ফলকগুলোর লেখায় চোখ বুলাল:

অ্যানজেল ব্রাউন
মিন্টোর হাতে নিহত।
শান্তিতে ঘুমাও।

হ্যাগার্ড ব্রাউন
বয়স-৮।
জ্বরে মৃত্যু।

পৃথিবী থেকে স্বর্গে সে তার পুরস্কারের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

সান ব্রাউন
ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মৃত্যু।
আমাদের ক্ষতিই স্বর্গের লাভ।

পুরো কবরস্থানটা ঘাসে আবৃত। এরিখ কবরের জায়গা বেছে নিয়ে মাটিতে কোদাল বসাল।

এই প্রথম কবর খুঁড়ছে না ও। ঘাসের চাপড়া তুলতে তুলতে ও আগের কবরগুলোর কথা ভাবল। অ্যালথান'স ল্যান্ডিং থেকে শুরু করে মুরের ডিভিশনে থাকাকালীন রক্তক্ষয়ী টেক্সাসের রণক্ষেত্র; তারপর গেইনেস মিল, ফ্রীম্যান ফোর্ডের মধ্য দিয়ে গ্রোভটন, সেকেন্ড ম্যানাসাস, শার্পসব্রাগ, গেটিসবার্গ এবং চিকামগা পর্যন্ত; অনেক কবর খুঁড়তে হয়েছে ওকে, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে।

আত্মীয়ের মধ্যে ও গেইনেস মিলে চাচাতো ভাই স্যামের কবর আর গেটিসবার্গ থেকে পিছু হটার পথে এক অখ্যাত জায়গায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে নিজের ভাই ক্যাবের কবর খুঁড়েছে। তারপর টেনেসির এক হাসপাতালে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যখন বাড়িতে ফিরেছে, তখন চাচা মারফি ওকে গেরিলাদের হাতে নিহত ওর বাবা-মার কবর দেখায়। সে একজন ভবঘুরে, ভাবল এরিখ, এতে আশ্চর্যের কি আছে? তার ঘর-বাড়ি নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউই নেই। বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ একজন মানুষ সে, নির্জনতা ছাড়া ওর আর কীই বা কাম্য থাকতে পারে? ওর কোন পিছুটান নেই। একমাত্র চাচা মারফি, সেও মারা গেছে টেক্সাসে, কিছুদিন আগে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এরিখ। যুদ্ধ! যুদ্ধই ওকে ওর ষোলো বছর বয়সে টেনে নিয়েছে তার রক্তাক্ত আলিঙ্গনে; তারপর উগরে দিয়েছে বমির মত। চার বছর পরে সে বমি থেকে উঠে এসেছে যে, সে আর তখন ষোলো বছরের নিখুঁত তরল তরুণ নয়, বিশ বছর বয়সী পোড়-খাওয়া এক কঠিন যুবক। আর যুদ্ধের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই ওর অন্তরে মানুষের সাথে মানুষের যে অবিরাম দ্বন্দ্ব, তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

কবর খোঁড়া শেষ হতেই মেয়েটি আস্তে আস্তে হেঁটে এল ঢালু কবরস্থানটায়। তার হাতে একখানা কম্বল আর একটা ক্যানভাস। এরিখ

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাশ নামাল। মেয়েটা ঘাসের ওপর ক্যানভাস পেতে তার ওপর কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। এরিখ কম্বলের ওপর লাশ শোয়াল। তারপর ওটাকে ভাল করে মুড়িয়ে নিল।

মুখ থেকে ঘাম মুছল এরিখ। 'আইনের লোকেরা আসার আগে কবর দেয়াটা কি ঠিক হবে?' পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলল ও।

মেয়েটা দ্রুত মুখ তুলে তাকাল। 'আইন? কিসের আইন?' তিক্তস্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল ও। 'আইন-টাইনের বালাই নেই এখানে।'

এরিখ কোন মন্তব্য করল না।

'বাবাকে কবরে নামিয়ে দাও,' শান্তস্বরে বলল ও। 'বাবার জন্যে দুঃখ করার কেউ নেই, আমি ছাড়া। আর প্রতিশোধ—সে-ও আমাকেই নিতে হবে।'

এরিখ মৃতদেহটা আলগোছে বয়ে কবরের পাড়ে নিয়ে গেল। সাবধানে কবরে নামাল লাশ। তারপর মেয়েটার দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' শুকনো চোখে সায় দিল মেয়েটি।

সামান্য ইতস্তত করল এরিখ। 'বাইবেল থেকে কয়েকটা লাইন পড়লে ভাল হত না?' শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল ও।

'বাবাকে কবর দিয়ে দাও,' মেয়েটি অবিচলিত স্বরে জবাব দিল। 'আমি জানি, একজন সৎ লোক হিসেবেই ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করবেন।'

মাটি পড়তে শুরু করল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। এরিখ কবরের গর্ত ভরিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে কবরের ওপর বিছিয়ে দিল। তারপর একটু পিছিয়ে এসে একমুহূর্তের জন্যে মাথা নত করে বাইবেল থেকে কয়েকটি লাইন নিচুস্বরে আওড়াল। যে লোকটাকে সে কোনদিন চিনত না, তার জন্যে প্রার্থনা করল, তারপর কোদালটা তুলে নিয়ে জিস্টারের কাছে গেল। জিস্টার দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ, এরিখ ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে। মেয়েটা ওর প্রার্থনা শেষ হবার আগেই চলে গিয়েছে।

কিছু একটা ঝিক করে উঠল। এরিখের চোখের কোণে ধরা পড়ল তা। উপত্যকার ওদিকে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় গাছপালা কিছুটা হালকা, প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। ওখান থেকে কেউ তাদের ওপর নজর রাখছে, বুঝতে পারল ও। ও ইচ্ছে করেই জিস্টারকে ওখানে দাঁড় করাল। বাঁধল একটা গাছের সাথে। হাসল, মনে মনে। ফিল্ডগ্লাস হাতে র‍্যাঞ্চটাকে পর্যবেক্ষণ করছে যে লোকটা, যথাস্থানে পৌঁছাবার মত একটা খবর পাবে।

মেয়েটি ওর অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। এরিখ এসে পৌঁছলে একটা থলে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

'তোমার নুন আর কফি।'

এরিখ ধন্যবাদ জানাল। হাত বাড়িয়ে ওগুলো নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল ও। মেয়েটি ওকে দেখছে।

'কাজ খুঁজছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না।'

'আমি এখন একা,' বলল মেয়েটি। 'জেন্ট আর সেথই ছিল শেষ দুই কাউবয়।...পাইনস ভ্যালিতে আমার পঞ্চাশটা গরু রয়েছে।'

'একা?' প্রশ্ন করল এরিখ।

'রবার্ট বাটলারেরগুলোও ওখানে আছে। বাবা ওর বন্ধু ছিল। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত বাটলার ওগুলোর দেখাশোনা করবে এরকম কথা ছিল।'

মেয়েটির কণ্ঠে নিঃসঙ্গতার আর্তি; এরিখকে সংক্রমিত করল সেটা। 'ঠিক আছে,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। 'আমি থাকব, মিস ওয়েন্ডি। যদ্দিন তোমার সাহায্যের প্রযোজন থাকবে।'

ওয়েন্ডির চোখ উজ্জ্বল হলো। 'হয়তো অনেকদিন থাকতে হবে তোমাকে,' এরিখকে বলল সে।

দুই

জিস্টারকে খাইয়ে-দাইয়ে করালে বেঁধে বেরিয়ে আসতেই ওয়েন্ডির রান্নার সুবাস ঝাপটা মারল এরিখের নাকে। খেতে ডাকার আগেই ছুটে গিয়ে খাবার টেবিলে বসার প্রলোভনটা সামলাল অনেক কষ্টে। প্রতীক্ষার সময়টুকু পার করার জন্যে থলে হাতড়ে গেটিসবার্গের যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় এক অফিসারের কাছ থেকে দখল করা জার্মানির তৈরি ফিল্ডগ্লাসটা বের করে বার্নে গিয়ে ঢুকল। সুবিধেমতন একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল, তারপর ফিল্ডগ্লাসটা চোখে লাগিয়ে তাকাল পাহাড়ের দিকে, যেখানে কিছুক্ষণ আগে আলোর প্রতিফলন চোখে পড়েছিল। জায়গাটা র‍্যাঞ্চহাউস থেকে পুবদিকে।

চোখে ফিল্ডগ্লাস ধরতেই লাফ দিয়ে জায়গাটা অর্ধেক পথ এগিয়ে এল ওটার অবস্থান থেকে। এরিখ প্রতিটি ঝোপঝাড়, ছোট-বড় পাথর চাঁই স্পষ্ট দেখতে পেল মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করতে লাগল ও। এক সময় দেখল লোকটাকে। টিকাউ, ওক টিকাউ। দোআঁশলাটা ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে বসে আছে এখনও। সম্ভবত র‍্যাঞ্চটাকে নজরবন্দী রাখাই ওর এখনকার দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন করছে ও- এরিখ স্বীকার করল নিজের

কাছে, তিক্তভাবে।

ওয়েন্ডি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বার্নে এসে ঢুকতেই এরিখ চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামাল। ওয়েন্ডির দিকে ফিরল ও। আগুনের আঁচে লাল হয়ে উঠেছে মেয়েটার মুখ। অ্যাপ্রোনে হাত মুছতে মুছতে ওয়েন্ডি জানাল, 'খাবার তৈরি।'

এরিখ হাসল। ওয়েন্ডিকে কৌতূহলী চোখে ফিল্ডগ্লাসটার দিকে চাইতে দেখে তার হাতে দিল ওটা।

'ওদিকের খালিমতন জায়গাটায় দেখো।' হাতের ইশারায় জায়গাটা নির্দেশ করল সে।

ওয়েন্ডি ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে এরিখের নির্দেশিত দিকে তাকাল। 'একটা লোক,' বলল ও। 'আরে! এ যে দেখছি টিকাউ!'

'তাই,' সায় দিল এরিখ। 'কিন্তু ও এদিকে কি দেখছে?'

'ও তোমার ওপরই নজর রাখছে, এরিখ। আর, বাবাকে কবর দেবার সময় নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।'

'হুঁ,' সায় দিল এরিখ। 'চ্যাপম্যান তাহলে এখনও ভাবছে, গরুচুরিতে আমার হাত আছে।'

ওয়েন্ডি চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামাল। ওটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ওর চোখে তাকাল সে। 'আছে?'

এরিখ সময় নিল। যত্নের সাথে কাঁচগুলো মুছল। তারপর খাপে ঢুকিয়ে জবাব দিল শান্তস্বরে, 'নেই।'

'কিন্তু তুমি ওকে দেখেই পালাচ্ছিলে এ জায়গা ছেড়ে।' মন্তব্য করল ওয়েন্ডি।

এরিখ হাসল। 'মোটেই না। আমি আসলে আমার ইচ্ছে মতই চলি।'

'এ জায়গাটা কিন্তু চ্যাপম্যান চালায়, অন্তত চেষ্টা করে।'

'তো?' বিস্ময়ের ভঙ্গি করল এরিখ। 'তার মানে এই নয় যে, লোকটা আমাকেও চালায়।' এক হাতে ওয়েন্ডির একটা বাহু ধরল ও। হাঁটতে শুরু করল। 'ওককে রিপোর্ট করার জন্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দেয়া উচিত আমাদের।'

বার্ন থেকে হাত ধরাধরি করে উঠান পেরিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। এরিখ টেবিলে সাজানো খাবারের দিকে তাকাল। চমৎকার আয়োজন! ভেনিসন, স্মল পটেটো- চোখ বুলাল ও- কর্নব্রেড, কফি এবং আপেলপাই। খেতে বসল সে খুশি মনে।

ওয়েন্ডি বসল না; এরিখের খাওয়া দেখতে লাগল কাছে বসে। 'তোমাকে দেখে, এক হিসেবে, আমার হিংসে হয়,' বলল ও। 'একটা পাখির

মত মুক্ত তুমি। যখন যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

এরিখ হাসল। 'এটাও মনে করতে পারো,' বলল সে, 'ক্ষুধার্ত, নিরুদ্দিষ্ট এবং যে কোন মুহূর্তেই অ্যাপাচিদের গুলি খেয়ে মরার ভয়ে ভীত—'

'কোথাও থিতু হবার ইচ্ছে হয়নি তোমার?'

'হয়েছে।' রুটির দিকে হাত বাড়াল এরিখ। 'কিন্তু সবখানে, যে ভাবেই হোক, একই ব্যাপার ঘটে। লড়াই। সেটা কারও ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। আর লড়াই বাধলে তো মানুষকে যে কোন একটা পক্ষ নিতেই হয়, হয় না?'

'নেয়াটাই জরুরী?'

মাথা নাড়ল এরিখ। ওয়েন্ডির সঙ্গে মতের মিল হয়নি ওর। 'যাই হোক, নিতে হয়। এটা রেওয়াজ।'

নিজের কথা বলতে লাগল ও, 'ফ্রী সয়েলার্সদের কারণে আমার বাবা ক্যানসাস ছেড়ে টেক্সাসে চলে আসে। আমরা তুলা-উৎপাদক ছিলাম না, কোন ক্রীতদাসও ছিল না আমাদের। স্টেটস রাইটসের প্রশ্নেও আমাদের কেউই তেমন কেউকেটা ছিল না। তবু আমার চাচাতো ভাই স্যাম, ভাই ক্যাব আর আমি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম আমাদের নতুন রাজ্য টেক্সাসের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের কারণে।

'এরই খেসারত দিতে হয়েছে বিভিন্নভাবে,' এরিখ বলে চলল। 'চাচাতো ভাই স্যাম মরেছে গেইনেস মিলে, ভাই ক্যাব গেটিসবার্গে আর আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। চিকামগায় এক লড়াইয়ে গুলি খাওয়া পা নিয়ে প্রায় খোঁড়া হয়ে বেঁচে আছি কোনমতে। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে নিজের মা-বাবাকে পেলাম মৃত। দক্ষিণপন্থী কিছু লোকের হাতে মারা গেছে তারা। আমাদের কিছু খচ্চর ছিল, হৃষ্টপুষ্ট। মনে হয়, ওগুলোই বাবা-মার মৃত্যুর আসল কারণ।'

খাবারের থালা সরিয়ে রাখল ও। 'ধূমপান করতে পারি?'

ওয়েন্ডি সম্মতি দিল। এরিখ পাইপে তামাক ভরে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

'যুদ্ধ শেষে,' আবার শুরু করল সে, 'কনফেডারেটদের কেউ কেউ স্কালাওয়াগস কিংবা কার্পেটব্যাগারদের সঙ্গে যোগ দিল। কেউ কেউ টেক্সাস থেকে মেক্সিকো চলে গেল ম্যাক্সিমিলিয়ন আর বেনিতো বুয়ারেজের পক্ষে-বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যে। আমি এর কোনটাই পারিনি। আমি নিজের মত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ভাবলাম, পশ্চিমে ঘুরে বেড়াব এবং অন্যের লড়াইয়ে নিজেকে আর কখনও জড়াব না।'

'তোমার কথাবার্তা শিক্ষিত লোকের মত শোনাচ্ছে,' ওয়েন্ডি মন্তব্য

করল।

'হতে পারে,' মৃদু হাসল এরিখ। আমার মা ইলিনয়ের এক স্কুলে টীচার ছিল, বাবা ছিল কেন্টাকিতে উকিল। বড় ভাই ক্যাব ক্যাম্পে থাকার সময় পড়ার উৎসাহ যোগাত। এখন এসব অদ্ভুত মনে হচ্ছে। যুদ্ধ করতাম, মানুষ মারতাম আর অবসর সময়ে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে চুপচাপ পড়াশোনা করতাম।'

ওয়েন্ডি ওর কাপে কফি ঢেলে দিল। 'এখন আবার সেই যুদ্ধেই তুমি জড়ালে।'

'নাহ্,' কফিতে চুমুক দিল এরিখ। 'কই, আমি তো কেবল একজন নিঃসঙ্গ মহিলাকে সাহায্য করার কথা ভাবছি।'

'তাহলে তোমাকে যুদ্ধ করার কথাও ভাবতে হবে।'

'আমি একজন মহিলাকে সাহায্য করার কথাই ভাবছি, মিস ওয়েন্ডি। পার্থক্যটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

ওয়েন্ডি কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি এখানেই থাকব। আমার বাবা মিসেস ব্রাউনের কাছ থেকে এ-জায়গা কিনেছিল। তার স্বামী মি. ব্রাউন মিন্টোর হাত থেকে নিজের জমি বাঁচাতে গিয়ে মারা যায়। এদের দু'ছেলের একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে এবং অপরজন জ্বরে ভুগে মারা যায়। আর আমার বাবা ঝুলেছে ফাঁসিতে, তাও নিজের জমি এবং গরু-বাছুর রক্ষা করতে গিয়ে। এ জমির পেছনে প্রচুর রক্ত ঝরেছে, এরিখ। কিন্তু তাতে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না।'

'একজন মহিলার পক্ষে কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়,' এরিখ মন্তব্য করল। 'তোমার সাহায্যের দরকার। আর তা পাবার জন্যে দরকার টাকা-পয়সার। তোমার টাকা আছে?'

'চালাবার মত আছে।'

'তোমার দক্ষ লোকের দরকার। গরুতে নয় শুধু, বন্দুকেও। এবং ওটাই সমস্যা। ক্ষুদ্র র‍্যাঞ্চারদের পক্ষে কাজ করার লোক জোটে না। তাছাড়া জেন্ট আর সেথের ব্যাপারটা তো তুমি নিজেই দেখলে। দক্ষ লোক ছিল ওরা, সৎও- কিন্তু ফাঁসিতে ঝোলার আতঙ্ক ওদেরও তাড়া করেছে।'

'তোমার বাবাকে গরুচোর সন্দেহে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে ওরা, তোমাকেও ছেড়ে দেবে না। ওরা তোমার গরু-বাছুর কেড়ে নেবে, হয়তো তোমার র‍্যাঞ্চহাউসটাও পুড়িয়ে দিতে পারে। আর যারা তোমার পক্ষে কাজ করতে চাইবে, ওদের ভাগিয়ে দেয়া হবে, নতুবা মেরে ফেলা হবে। এরপরও তোমার এখানে থাকতে চাওয়ার ইচ্ছে হবে?'

ওয়েন্ডি ওর দু'হাতের কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে দু'হাতের তালু একত্র

করল। এরিখের দিকে ঝুঁকল ও তালুতে চিবুক রেখে। এরিখ ওর দিকে তাকাল। বাবার চোখের মতই ধূসর মেয়েটার দু'চোখ; ভয়ের লেশমাত্র নেই। 'কনফেডারেটরা কখন বুঝতে পারল যে, তারা হেরে যাচ্ছে, এরিখ?' প্রশ্ন করল ওয়েন্ডি।

'গেটিসবার্গের যুদ্ধের পরেই,' এরিখ জবাব দিল। 'ওই যুদ্ধে আমাদের পক্ষের প্রচুর দক্ষ অফিসার ও সৈন্য মারা যায়। আসলে, ওখান থেকেই কনফেডারেটরদের মধ্যে ভাঙন ধরে।'

'তারপরও তুমি লড়েছ, না?' সোজা হয়ে বসল ওয়েন্ডি। 'আমার তো মনে হয় চিকামগায় আহত না হলে অ্যাপোম্যাটক্স পর্যন্ত তুমি লড়ে যেতে, যেতে না?'

'হ্যাঁ,' এরিখ মৃদুকণ্ঠে সায় দিল। 'তাই করতাম।'

'তাহলে হয়তো বুঝতে পারছ, আমি কেন যাব না। এটাই আমার বাড়ি, এরিখ। আমার বংশের আমিই সর্বশেষ ব্যক্তি, তোমার মতই। আমি যেতে পারি না, অন্তত আমার বাবার নামে গরু চুরির মিথ্যে বদনামটা রটতে না দেবার জন্যে হলেও।'

এরিখ উঠে ঘুরে দাঁড়াল, সচকিত। ওর শিকারীর কানে দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ ধরা পড়েছে।

'কেউ আসছে,' ওয়েন্ডিকে সতর্ক করল ও। 'গোলমাল হতে পারে।'

মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল ওয়েন্ডিও। 'তুমি অন্যের ঝামেলা এড়িয়ে যাবার কথা বলেছিলে!' লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল ও।

এরিখ পেছন থেকে ওর পূর্ণ অবয়ব এবং মধুরঙা চুলের দিকে তাকাল। 'অন্যের?' নিজেকে শোনাল ও।

ওয়েন্ডি ফিরে এল। 'কি যেন বলছিলে?'

এরিখ লাল হলো। 'কিছু না। কারা ওরা?' বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'জর্জ চ্যাপম্যান, ডগ লেইকার আর জো রীভস। লিভিং রুমের জানালা দিয়ে দেখে নিয়েছি।'

এরিখ স্পেন্সারহাতে পেছন দরজা দিয়ে দ্রুত বেরোল। লম্বা ব্যারেলের কোল্টটার সিলিন্ডার ঘুরিয়ে নিয়ে খাপে ঢোকাল। ঘরের পাশ ঘুরে উঠানে এল। একই সময়ে ওয়েন্ডিও বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'দরজার ওপাশে আমার শার্পসটা আছে,' মৃদুস্বরে জানাল ও এরিখকে।

চ্যাপম্যান ফটকের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। এরিখকে দেখে মোটেই অবাক হলো না। 'তোমার বাবা কোথায়?' হাঁক দিয়ে ওয়েন্ডিকে জিজ্ঞেস করল র‍্যাঞ্চার।

ওয়েন্ডি বারান্দা থেকে উঠানে রৌদ্রালোকে নেমে এল। আলোয় অপূর্ব দেখাল ওকে। ডগ লেইকার স্যাডলে বাহু রেখে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগল। 'ঘণ্টা দুয়েক আগে,' চ্যাপম্যানকে জানাল মেয়েটি, 'কবর দিয়েছি।'

'তাই? দুঃখিত- সত্যি দুঃখিত। খুব হঠাৎই মরে গেল যেন!'

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। 'এই ভদ্রলোক,' এরিখের দিকে নির্দেশ করল ও, 'ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে খুঁজে পেয়েছে বাবাকে। মৃত, গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল।'

চাপা স্বরে বলল চ্যাপম্যান, 'আমি এরকম ভাবিনি, মিস ওয়েন্ডি। দুঃখিত।'

এরিখ বিশালদেহী লোকটার দিকে চেয়ে ছিল। ওকে আসলেই হতভম্ব মনে হচ্ছে । লোকটা দক্ষ অভিনেতা—ভাবল ও।

'কাদের কাজ বলে ভাবছ?' চ্যাপম্যান প্রশ্ন করল।

'জানি না।' ওয়েন্ডি ওর কপালে উপচে-পড়া এক গোছা চুল টেনে দিল পেছনে। 'তবে জানব আমরা, মি. চ্যাপম্যান।'

'আমরা?' এরিখের দিকে তাকাল চ্যাপম্যান। 'ও?'

'হ্যাঁ। আরও লোক না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে।'

নিজের চোয়াল চুলকাল চ্যাপম্যান। 'আমার কথা শোনো,' পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বলল ও, 'জনাদুয়েক লোক ধার দিচ্ছি আমি তোমাকে। ওরা সারাক্ষণ সাহায্য করবে তোমাকে।'

'না, ধন্যবাদ। আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ দেখব, মি. চ্যাপম্যান।'

স্যাডল থেকে হাত সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ডগ। হাসল। 'খোঁড়া মিয়া দেখছি চমৎকার একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে।'

এরিখের মুখে রক্ত জমে গেল মুহূর্তেই। ওর হাতের স্পেন্সারের নল সামান্য নাড়াল ও। 'আজ সকালেই জর্জ বলেছিল তুমি বেশি কথা বলো। মিথ্যে বলেনি!'

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডগ লেইকারের মুখ। ওর ডান হাত পিস্তলের বাঁটে চলে গেল। হাসল এরিখ। 'হ্যাঁ, এগোও। আরেকটু এগোও, ডগ। আজ সকালে নিরস্ত্র একজনের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে তিনজন বন্ধু ছিল। থামলে কেন, ব্যাটা বেঁটে বামুন? বের করো ওটা। তারপর তোমার ওই গণ্ডারের চামড়ায় একটা ফুটো করে দেব আমি, যাতে তোমার ওই নোংরা ঘিনঘিনে হাসি মুখে নিয়েই মরতে পারো।'

অস্বস্তি বোধ করল ডগ। জো-এর দিকে তাকাল সাহায্যের আশায়। জো ঘোড়াসহ কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। 'এটা আমার লড়াই নয়, ডগ।

তোমার। তুমি ওকে সকাল থেকেই খোঁচাচ্ছ।'

এরিখ ডগের নিষ্প্রভ চোখে চোখ রাখল। চোখ সরিয়ে নিল ডগ।

চ্যাপম্যান থুতু ফেলল, নাক গলাল ও। 'সকালের চেয়ে তোমাকে এখন একটু বেশি অধৈর্য মনে হচ্ছে, ওয়েন। ব্যাপার কি?'

'কিছু না,' রুক্ষস্বরে জবাব দিল এরিখ।

চ্যাপম্যান ডানহাতে নিজের চিবুক ছুঁলো। ওয়েন্ডির দিকে চাইল ও আড়চোখে, তারপর এরিখের দিকে। 'মনে হয়,' ওপর-নিচে মাথা দোলাল, 'ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি।'

ওয়েন্ডি অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'কেন এসেছ তোমরা?'

'কিছু না, এমনিই। পাইনস ভ্যালিতে তোমাদের স্টকটায় একটু চোখ বুলাব।'

মুখ উঁচু করল ওয়েন্ডি। 'আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে এসেছ, তাই না? টিকাউকে পাঠাবার সময় তো বাবার অনুমতির দরকার মনে করোনি?'

'করিনি,' সরুচোখে চাইল চ্যাপম্যান। 'তবে এটা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে, টিকাউ ওখানে ডব্লিউ বারের তিনটে গরু পেয়েছিল?'

'পেয়েছিল,' ওয়েন্ডি স্বীকার করল। 'আমাদেরও কিছু নিশ্চয় তোমার স্টকে পাওয়া যাবে।'

'বেশি নয়, সামান্য কয়েকটা,' চ্যাপম্যান হাসল। 'আমি নিজেই ওগুলো পাঠিয়ে দেব। ভেবো না।'

'তুমি দেখতে পারো। কোন আপত্তি নেই আমার। তবে, মি. ওয়েন থাকবে তোমাদের সাথে।'

'মি. ওয়েন?' চোখ বড় বড় করে তাকাল ডগ। হাসল। 'বাব্বাহ্!'

করালের দিকে হাঁটা দিল এরিখ। 'আমার ঘোড়া নিয়ে আসছি।' পাত্তা দিল না বেঁটে ডগকে।

যেতে যেতে ও চ্যাপম্যানকে ডগের উদ্দেশে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলতে শুনল, 'তুমি এভাবে ঢিল ছুঁড়তে থাকলে সে-ও পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করবে, গর্দভ কোথাকার!'

'আমি চাই-ই ও শুরু করুক,' বেঁটের জবাব শোনা গেল।

ঘোড়া নিয়ে এল এরিখ। ওয়েন্ডি ওকে ডেকে একপাশে নিয়ে গেল।

'ওরা যা দেখতে চায়, দেখতে দিয়ো, এরিখ,' বলল ও। 'এমন কিছু বলে বোসো না যাতে গোলমাল শুরু করার সুযোগ পায় ওরা। ওখানে রবার্ট আছে। ভাল লোক। গোলমাল না মেটা পর্যন্ত বাবাকে সাহায্য করবে বলেছিল।'

এরিখওর দিকে তাকাল। 'আমার মারাত্মক কিছু হলে,' বলল ও, 'সোজা

ঘোড়ার পিঠে চেপে ক্যানিয়ন পেরিয়ে দক্ষিণে পেবল ক্রীকে চলে যেয়ো, ম্যাম। ওখানে ক্যাপ্টেন হার্স্টের খোঁজ কোরো, সাহায্য করবে ও আমার কথা বললে। অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে ওদিকের একটা ক্যাম্পে আছে ও।'

ওর বাহুতে হাত ছোঁয়াল ওয়েন্ডি। 'ওদের সঙ্গে ঝামেলায় যেয়ো না তুমি। ডগ লেইকার হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে। জাত খুনী ও।'

এরিখ টুপি খুলে হাতে নিল। 'কিছু খুন আমার নিজেকেও করতে হয়েছে, মিস ক্লে।'

ওয়েন্ডির চোখে চোখ রাখল ও। হঠাৎ কেমন একটা অনুভূতি হলো তার। যুদ্ধের পর ছয় বছরের মধ্যে এই প্রথম ওর মনে হলো, সে যেন জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে।

এরিখ ঘোড়ায় চড়ল। 'দেখা হবে, ম্যাম।' ডব্লিউ বারের লোকদের দিকে এগোল ও।

চ্যাপম্যান দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটাতে শুরু করল। উপত্যকার নিচু অংশে গিয়ে পৌঁছল তারা।

'এটা,' হাত ঘুরিয়ে চারদিক দেখাল ও, 'সারা ম্যালোনের সবচে' সেরা জায়গাগুলোর একটা, ওয়েন। প্রচুর পানি, ভাল ঘাস- চাষাবাদ আর গরু-বাছুর পালনের জন্যে আদর্শ জায়গা।

'মিস ওয়েন্ডির অংশটাও দরকার আমার। ওটা ব্রাউনদের কাছ থেকেই কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মিসেস ব্রাউন,' হাসল ও, 'আমার সাথে ব্যবসা করতে রাজি হয়নি।'

বেঁটে লোকটা সিগারেট জ্বালাল। 'ওরা কখনও ডব্লিউ বারকে পছন্দ করেনি।' ঘোঁৎ করে উঠল ও।

'তবে আমি তাদের বন্ধুই ভাবতাম,' এরিখকে বলল চ্যাপম্যান।

'অবশ্যই।' হাসল লেইকার।

প্রায় মাইল দুয়েক চলার পর পৌঁছল ওরা, যেখান থেকে দুটো পাহাড় শুরু হয়েছে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথের মুখ বলা যায় ওই জায়গাকে। কিছুটা নিচু ও অসমতল।

'পাইন্‌স্ ভ্যালি,' বলল চ্যাপম্যান। 'ক্লে লেআউটের অংশ। গরু রাখার জন্যে দারুণ জায়গা।'

প্রবেশ পথটা 'S' অক্ষরের মত পাক খেয়ে নিচ থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হতে হতে ছোট একটা প্রায় গোলাকার উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে। উপত্যকা ঘাসে ভরা, তাতে গরু-বাছুর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। চরছে ওগুলো। এক পাশে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার পানি আটকে তৈরি করা হয়েছে একটা জলাশয়। সূর্যের আলো চক চক করছে তাতে। বোঝা যায়,

গরুগুলোর জন্যে পর্যাপ্ত ঘাস ও পানির বন্দোবস্ত রয়েছে।

ধোঁয়ার গন্ধ পেল এরিখ। তাকাল চারদিকে। একটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেল একটু দূরে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কিছু পাইন গাছের ফাঁকে। চ্যাপম্যানের ডাকাডাকিতে একটা লোক বেরিয়ে এল ওখান থেকে। জো রীভস এরিখের দিকে চাইল। 'রবার্ট বাটলার।' বলল ও।

এরিখ দেখল লোকটাকে। সুঠামদেহী, একমাথা লাল চুল ওর। নীলচোখে অশ্বারোহীদের পর্যবেক্ষণ করল লোকটা, সহজভঙ্গিতে স্বাগত জানাল, 'হ্যালো, জর্জ, জো, ডগ। বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?'

এরিখের দিকে চাইল লোকটা। চ্যাপম্যান পরিচয় বলল ওর। 'এরিখ ওয়েন। মিস ক্লে'র কাজ করছে।'

'মিস ক্লে? সেই কি আজকাল কাজের লোক রাখছে?'

চ্যাপম্যান মাথা নোয়াল। 'ডেভিড ক্লে মারা গেছে, বব।'

'না!' ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল বাটলারের মুখ।

'দুঃখিত, ভাই,' বিষণ্ন মুখে বলল চ্যাপম্যান। 'আমি আমার লোকদের লাগিয়ে দেব হত্যাকারীদের খুঁজে পাওয়ার জন্যে। ডেভিড গরু চোর ছিল, এটা আমি বিশ্বাস করি না।'

'নিশ্চয়ই না,' একমত হলো বাটলার, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি কি এখনি খুঁজতে শুরু করেছ হত্যাকারীদের?'

চ্যাপম্যান স্যাডলের ওপর নড়েচড়ে বসল। 'এক্ষুণি নয়,' বলল ও। 'আমরা একটা কাজে এসেছি এদিকে।'

চোখ ছোট করে তাকাল রবার্ট বাটলার। 'এখানে এখন ব্রুস অ্যারো আর আমার ছাড়া আর কারও গরু নেই।'

'যাই হোক। আমরা দেখি একটু। চলো, ডগ।'

ডগ আর জো এগোল। রবার্ট বাটলার তার প্রকাণ্ড দুই হাত নিজের কোমরে রাখল। 'প্রমাণ চাই, না, জর্জ?'

জর্জ হাত ওল্টাল। 'রুটিন চেক, বব।'

'চুলোয় কফি চড়ানো আছে,' আমন্ত্রণ জানাল বাটলার। 'তোমাদেরও হয়ে যাবে।'

চ্যাপম্যান সম্মতি জানাল। 'মন্দ নয়।'

সবাই কুটিরে গিয়ে ঢুকল। বাটলার কাপে কফি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েন্ডির ইচ্ছে কি এখন? থেকে যাবে?'

'আপাতত সে-রকমই মনে হচ্ছে। তবে,' কফিতে চুমুক দিল চ্যাপম্যান, 'ওটা আমি কিনে নেব একদিন।'

বাটলার শুকনো স্বরে সায় দিল, 'একদিন তাই নেবে তুমি। আমি বাজি

ধরে বলতে পারি।'

চ্যাপম্যান হাসল। 'তোমার কি অবস্থা?'

'খারাপ!' বাটলার বিরক্তি প্রকাশ করল। 'গরু হারিয়েছি তিরিশটা। তিনজন কাজের লোক পালিয়েছে গত হপ্তায়, দু'জন মাত্র লোক আছে এখন আর। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এরাও পালাবে।' থামল ও। 'কারা?' প্রশ্ন করল চ্যাপম্যানকে। 'এই জঘন্য চুরির পেছনে ওরা কারা, জর্জ?'

চ্যাপম্যান শ্রাগ করল। 'আমার নিজের চারশোর মত গেছে। এখানকার ছোট-বড় ছয়টা বাথানের প্রায় প্রত্যেকটিরই একই প্রশ্ন।' হাত ঘুরিয়ে চারদিকের পাহাড়শ্রেণী দেখাল ও, 'প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। পাইনি।'

কফিতে চুমুক দিল ও। 'কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, ব্লু রিভার অঞ্চল থেকে আসা মেক্সিকান গরুচোরদের কাজ এটা। কিন্তু এই অঞ্চলে এ পর্যন্ত ওদিকের কোন লোক দেখিনি আমরা। আবার কারও মতে, অ্যাপাচিদের কাজ। কিন্তু অ্যাপাচিরা অত গরু দিয়ে করবেটা কি? ওরা গরু পালে না। তাছাড়া মাংস হিসেবেও গরুর চেয়ে ওরা ঘোড়া কিংবা খচ্চরই পছন্দ করে বেশি।'

লম্বা চুমুকে কফির শেষ অংশটুকু নিঃশেষ করল চ্যাপম্যান। তলানিটুকু ফেলে দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখল। 'আমার লোকজন সহ আমি উত্তর থেকে স্কাউট করে এসেছি। ওয়েনকে ছাড়া কাউকে দেখিনি এর মধ্যে। তোমাকে বোধ হয় বলিনি, ও একজন ভবঘুরে। পেশা শিকার।'

বাটলার এরিখের দিকে তাকাল। 'তুমি এ রকম হুট করে ওয়েন্ডির কাজ করার জন্যে জুটলে কোত্থেকে?'

'এটার জবাব ওয়েনের চেয়ে ওয়েন্ডিই ভাল দিতে পারবে, বব। ওয়েন সুদর্শন, কঠিন পুরুষ। ওয়েন্ডির মত সুন্দরী, তেজস্বিনী অথচ নিঃসঙ্গ রমণীর তাকে স্বভাবতই প্রয়োজন হতে পারে। না কি?' চ্যাপম্যান হাসিমুখে তাকাল বাটলারের দিকে।

বাটলারের মুখ লাল হয়ে উঠল। এরিখ লালচুলো র‍্যাঞ্চারের মুখে বিপদ-সঙ্কেত দেখতে পেল। ওর নীল চোখে বরফশীতল কঠিন দৃষ্টি। 'সত্যি, ওয়েন?'

এরিখ মাথা নাড়ল। 'না,' মিথ্যে বলল ও। 'বরং আমাদের বন্ধু মি. চ্যাপম্যান আমার এ অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যাবার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হলে ওক টিকাউকে আমার পেছনে লেলিয়ে দেবার ভয়ও দেখিয়েছেন।'

কাশল চ্যাপম্যান খুক খুক করে। 'ওটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

আমি আসলে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিলাম যে, গরু চোরদের সাথে তোমার বন্ধুত্ব নেই।'

'যাকগে ওসব,' বাটলার উঠে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। 'আমার লোকেরা গতকাল দশটা গরু এনেছে।'

চ্যাপম্যান হাই তুলল। 'নিশ্চয়ই আমার স্টক থেকে এনেছে ওগুলো।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' বাটলার ঘুরে দাঁড়াল। বেড়ার সাথে রাখা রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল ও।

বিশাল দেহ নিয়ে নিমেষে নড়ে উঠল চ্যাপম্যান। পর মুহূর্তেই একটা সিক্সশূটার হাতে চলে এল ওর। বাটলার রাইফেল হাতে ওর দিকে ফিরবার আগেই ও তার পিঠে ঠেসে ধরল সিক্সশূটারটা। 'এখন, বাটলার?' বলল ও, 'আমাদের দেখার অধিকার তুমিই দিলে। ওটা ফেলে দাও।'

বাটলার অস্ত্রটা আবার বেড়ায় রেখে দিল। ধীরে ধীরে ঘুরে চ্যাপম্যানের চোখে চোখ রাখল। 'সুযোগ আমারও আসবে।' ওর চোখে ঘৃণা। 'একদিন।'

আঙুলের আগায় অস্ত্রটা ঘুরিয়ে ওটাকে খাপে ঢোকাল চ্যাপম্যান। 'চলো,' নিজের লোকদের বলল ও, 'ওগুলোর মার্কা চেক করে আসি।'

এরিখও ওদের অনুসরণ করল। ডগ দ্রুত গরুর কাছে পৌঁছে গেল। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ও। 'দশটাই, বস্।'

বাটলারসহ ওরা সবাই পৌঁছে গেল। চ্যাপম্যান গরুগুলোর ব্র্যান্ড চেক করল। 'ওগুলো ডব্লিউ বার ব্র্যান্ডের নয়।' বাটলার বলল।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল চ্যাপম্যান। 'তবে এগুলো ক্রস অ্যারো কিংবা তোমার ব্র্যান্ড লেজি আর-এরও নয়। এগুলো লেজি এন—'

বাটলার থুতু ফেলল। 'ওগুলো আমি নিথ লিস্টারের কাছ থেকে কিনেছি, দিন তিনেক আগে,' দ্রুত জবাব দিল ও।

'জঘন্য মিথ্যুক তো!'

বাটলার রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, 'তুমি কী বোঝাতে চাও, ডগ?'

ডগ লেইকার সামনে এগিয়ে এল এবার। 'বুঝতে পারছ না, কেমন?' ওর চোখে কৌতুক। একঘেয়ে স্বরে বলে গেল ও, 'ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোনো, বুড়ো বয়সের জন্যে আমি এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা করি। তুমি নি য়ই জানো না যে, বস্ দয়া করে তার বাথানেই নিজের জন্যে কিছু গরু রাখতে অনুমতি দিয়েছে আমাকে। আমার ব্র্যান্ডের নাম লেজি এন। কেমন, পরিষ্কার তো?'

'না। তোমার নাম ডগ লেইকার। তোমার ব্র্যান্ডের—'

বাটলারকে কথা শেষ করতে দিল না ডগ। 'লেজি এন কেন, এই তো? তাহলে তোমাকে আমার পুরো নাম জানতে হবে। আমার পুরো নাম ডগ

নরম্যান লেইকার। নরম্যানের জন্যেই লেজি এন।'

বাটলার অস্থির হয়ে উঠেছে। পেছন ফিরে কুটিরের দিকে চাইল ও। চ্যাপম্যান শান্ত স্বরে পরামর্শ দিল ওকে, 'নোড়ো না, বব। তোমার ভাগ্য ভাল যে, মাত্র দশটা গরুর ওপর দিয়ে ক্ষতিটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

'নিথ লিস্টার একজন গরুচোর ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমিও জানো সেটা। আমার পাল থেকেই গরুগুলো চুরি করেছিল ও। তুমি মনে হয় শোনোনি। পেছন থেকে গুলি খেয়ে মারা গেছে ও গত হপ্তায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে গুলি মাথা ভেদ করে। শার্পসের গুলি। তোমার ওকে চিনতেই কষ্ট হত দেখলে।'

ডগ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। 'ভয়ানক চেহারা হয়েছিল!'

চ্যাপম্যান এরিখকে জিজ্ঞেস করল ও যাবে কি না। এরিখ মাথা নাড়ল। যাবে না ও।

'ব্যাপারটা বোধ হয় ওর পছন্দ হচ্ছে না,' ডগ ভেংচি কাটল। 'ওর কাছে তো দু'দুটো অস্ত্র আছে। আঙুল চুলকাতেই পারে।'

'নিয়ে যেতে পারো ওগুলো,' এরিখ নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিল। 'আমি মিস ক্লে'র কাজ করছি। কথাটা মনে রেখো, ডগ। ওগুলোয় মিস ক্লে'র ব্র্যান্ডের গরু নেই।'

'কি করে ভুলব?' অবাক হবার ভান করল ডগ। 'ধ্যাৎ, ভাল করে খুঁজলে হয়তো দেখা যাবে এখানকার সব কটা গরুর ব্র্যান্ডই অন্য ব্র্যান্ড থেকে পাল্টে নেয়া। চলো, বস্।'

প্রচণ্ড রাগে পাক খেলো এরিখের ভেতরটা। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও। ওর একটি বেহিসেবী পদক্ষেপকেই এই লোক তিনজন নিমেষে নিজেদের অনুকূলে লুফে নেবে। গুলি করতে সামান্যতম দ্বিধাও করবে না ওরা। সে হয়তো একজনকে ঘায়েল করতে পারবে, তার বেশি নয়।

ডগ আর জো গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল উপত্যকার প্রবেশ-পথের দিকে। একবারও পেছনে না তাকিয়ে চ্যাপম্যান অনুসরণ করল ওদের। বব বাটলারের দিকে ফিরল এরিখ। 'কেমন?'

বাটলারের মুখ চাপা রাগে শাদাটে রঙ ধারণ করেছে। 'জাহান্নামে যাক ওরা। ইচ্ছে করছে পেছন থেকে সব কটাকে শুইয়ে দিই।'

'নিথ লিস্টারের ব্যাপারটা কি?'

কড়াচোখে তাকাল বাটলার ওর দিকে। অবজ্ঞাভরে জবাব দিল, 'লিস্টার একজন সন্দেহভাজন লোক ছিল, এটা সত্যি। হতে পারে সে চোরাই গরু বিক্রি করেছিল আমার কাছে। কিন্তু আমি ভাবছি চ্যাপম্যানের চালাকির কথা। ডগেরও লেজি এন নামের বাথান আছে একটা! আজকেই প্রথম

শুনলাম। তুমি কিছু বুঝতে পারো?'

'সোজা কাজ।' এরিখ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। 'একখণ্ড লোহার দরকার শুধু। এন-এর পাশে একটা দাগ বসালেই ডব্লিউ।'

'ঠিক তাই,' মাথা দোলাল বাটলার। 'ওয়েন্ডিকে বলবে, কাউবয় যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। চিন্তার কিছু নেই। ডেভিডের ব্যাপারটা কি হয়েছিল?'

এরিখ লালচুলো র‍্যাঞ্চারকে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল। নিজের খসখসে চোয়ালে হাত ঘষল বাটলার। 'ও আমার বন্ধু ছিল। এ ছাড়া ওয়েন্ডির ব্যাপারে ক্লে'র সাথে আমার কথাবার্তাও হয়েছিল। তুমি, আমার বন্ধুত্ব চাইলে, ওর ব্যাপারে কোনও চিন্তা ভুলেও করতে যেয়ো না।' সিগারেট রোল করল বাটলার। 'ওয়েন্ডির কাছে ভিড়লে কি ভাবে?'

'ওর দরকার ছিল আমাকে।'

'আমি ওর সব প্রয়োজন মেটাব।'

'আমি যাচ্ছি,' এরিখ জানাল। 'কোনও খবর জানাতে হবে ওয়েন্ডিকে?'

সিগারেটে আগুন জ্বালাল বাটলার। আগুনের শিখার ওপর দিয়ে এরিখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনে রেখো ও আমার, ওয়েন। ওর সঙ্গে নিজেকে জড়াবার চেষ্টা করলে তোমার সর্বনাশ করব আমি। বুঝেছ?'

ঘোড়ায় চড়ল এরিখ। 'দেখা হবে।' ঘোড়ার পাঁজরে গুঁতো লাগাল ও বুটের আগায়। জিস্টার চলতে শুরু করল।

'কি বলেছি মগজে গেঁথে নিয়ো, ওয়েন,' বাটলার পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল। 'ওয়েন্ডি আমার!'

এরিখ ফিরেও তাকাল না।

তিন

কোনও প্রশ্ন না করে পাইনস ভ্যালিতে কি ঘটেছিল, শুনে নিল ওয়েন্ডি। এরিখের বক্তব্য শেষ হবার পর শান্তভাবে মন্তব্য করল, 'চ্যাপম্যানের কাজের ধারা এ-রকমই।'

'তোমার সবগুলো গরুই কি ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার র‍্যাঞ্চের তুলনায় যথেষ্ট নয়।'

'বাবার আরও কেনার ইচ্ছে ছিল। আমি নিজেও কিনতে পারি। কিন্তু

অবস্থা দেখে মত পাল্টেছি। তাছাড়া আমার আরও লোকের প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে, ছোট র‍্যাঞ্চের জন্যে কাজ করতে আগ্রহী লোক পাওয়া যাচ্ছে না।'

এরিখ পাইপে তামাক ভরল। 'আমি হারিয়ে যাওয়া গরুগুলোর কথাই ভাবছি। কোথায় থাকতে পারে ওগুলো? একটা-দুটো ঘোড়া হয়তো চুরি করে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু শ'-শ' গরুর জন্যে প্রচুর ঘাস আর পানির দরকার।'

'এ-দেশটা অনেক বড়, এরিখ। এর অধিকাংশ জায়গায় এখনও মানুষের পা পর্যন্ত পড়েনি।'

'কতগুলো খোয়া গেছে তোমার এ-পর্যন্ত?'

'দেড়শোর বেশি হবে।'

এরিখ শিস দিল। 'তোমার দেড়শো, চ্যাপম্যানের কথা সত্যি হলে ওর চারশো, বাটলারের চল্লিশ- মোট পাঁচশো নব্বুই। অন্যান্যদের কি পরিমাণ হবে তার হিসেব পাওয়া যায়নি।'

বারান্দা থেকে নেমে এসে উঠানের এক পাশে দাঁড়াল ওয়েন্ডি। ওর সাথে এরিখও। ওয়েন্ডি চারপাশের পাহাড় সারির দিকে তাকাল।

'আমার কেবল মনে হয়, এসব পাহাড়ের কোথাও কোনও গোপন উপত্যকা বা ক্যানিয়নের ভেতর রয়েছে ওগুলো। আমরা চিনতে পারছি না, এই যা।'

'সেটা অসম্ভব নয়,' এরিখ একমত হলো ওর সঙ্গে।

ওয়েন্ডি ঘুরে ওর দিকে চাইল। 'তোমাকে বিশ্বাস হয়। কেন, জানি না। তুমি যা বলেছ, তোমার সম্পর্কে ওটুকুই শুধু জানি।'

এরিখ হাসল। 'তোমার সম্পর্কে আমিও তাই ভাবছি, ম্যাম!'

'সমানে সমান,' হাসল ওয়েন্ডিও। 'মালপত্র কেনার জন্যে আমাকে রকস্প্রিং যেতে হবে। তুমি বাড়িতে থাকো।'

'আমি যাব।'

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। 'রকস্প্রিঙে এখন নতুন লোকদের জন্যে সময় ভাল নয়। চ্যাপম্যান আর তার মত লোকেরাই ওটা চালাচ্ছে। গোল্ড বার্জার নামের একজনকে কিছুদিন আগে পিটিয়ে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। ওর বিরুদ্ধে গরু চোরদের সঙ্গে মাখামাখির অভিযোগ তুলেছিল ডব্লিউ বার র‍্যাঞ্চের লোকেরা। ভিত্তিহীন অভিযোগ। বাবাকেও হয়তো তা-ই করত, এভাবে মারা না পড়লে।'

এরিখ করালের দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমি খচ্চরগুলো নিয়ে আসছি। তুমি যা যা দরকার লিস্ট করে নাও। ম্যাম,' করালের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, 'আমি তোমার কাজ করছি, সুতরাং আমার যা যা করা

উচিত, আমাকে করতে দাও।'

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দিল ওয়েন্ডি। 'তবে দয়া করে ঝামেলা খুঁজতে যেয়ো না। কাজ সেরে দ্রুত বেরিয়ে আসবে।'

এরিখ করাল থেকে একজোড়া খচ্চর বের করে আনল। হালকা একটা ওয়্যাগনের সাথে জুড়ে দিল ওগুলোকে। স্পেন্সারটা রাখল ওয়্যাগনে তার আসনের নিচে। ওয়্যাগন নিয়ে ঘরের সামনে এলে ওয়েন্ডি ওর হাতে তালিকাটা ধরিয়ে দিল।

'কোনও সমস্যা হলে,' বলল ও, 'জেমস ক্র্যামারের সাহায্য পাবে তুমি। জেমস জেনারেল স্টোরের মালিক ও।'

পথ বাতলাল ওয়েন্ডি। 'উপত্যকার রাস্তা ধরে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে গেলে জাংশন পাবে একটা। ওখান থেকে বামে মোড় নেবে। তারপর ক্রীকের রাস্তা ধরে আরও চার মাইল গেলেই রকস্প্রিং টাউন। এরিখ,' ওর হাত ধরল মেয়েটি, 'সাবধানে থেকো।'

'থাকব,' কথা দিল এরিখ।

ওয়্যাগন চালিয়ে বেরিয়ে গেল ও। ওয়েন্ডির ছোঁয়া ওর ভেতরে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। হাতের দিকে চাইল ও, যেন ওখানে স্পর্শটাকে দেখতে পাবে। স্পর্শটা যেন জীবন্ত, অনুভব করল ও।

'গাধা কোথাকার!' নিজেকে বকুনি লাগাল এরিখ। 'তুমি না ঝুট ঝামেলা এড়িয়ে শান্ত নিরুপদ্রব জীবন চেয়েছিলে? এখন দেখো, এক মহিলার জন্যে বাজার করতে ছুটেছ তুমি!'

নির্ঝঞ্ঝাটে রকস্প্রিং গিয়ে পৌঁছল ও। শহরটা গড়ে উঠেছে একটা খাড়া পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, উপত্যকার ওপর। শহরের একটাই প্রধান রাস্তার দু'পাশে দোকানপাট আর বাড়িঘর। শীতকালীন বৃষ্টি আর তুষারপাতের ফলে ওগুলোর অবস্থা জীর্ণশীর্ণ। রাস্তার পুব সারির বাড়ি-ঘরের পেছনে একটা অগভীর খাঁড়ি; খাঁড়ির ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে-থাকা মসৃণ পাথরখণ্ডের ওপর দিয়ে কল কল শব্দে বয়ে যাচ্ছে পানি। পাথরের চাঁই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শহরের ভেতরেও। বিভিন্ন আকারের নিরেট পাথর। এরিখ সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পাথরখণ্ডটার পাশ কেটে ওয়্যাগন নিয়ে শহরে ঢুকল। জেমসের রকস্প্রিং এম্পোরিয়াম লেখা সাইনবোর্ডটাই প্রথমে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ওদিকে গেল ও। হঠাৎ ওক টিকাউর ওপর ওর দৃষ্টি আটকে গেল। টিকাউ দাঁড়িয়ে আছে একটা সেলুনের সামনে, চুচিলার আগার সাহায্যে নখ খোঁচাচ্ছে। সেলুনটার নাম, এরিখ পড়ল, ওয়েস্টার্ন মুন। টিকাউও দেখল এরিখকে। ছুরিটা খাপে আটকাল ও। সেলুনের ভেতর ঢুকে পড়ল চট করে।

এরিখ ওয়্যাগন দাঁড় করিয়ে স্টোরে ঢুকল। জেনারেল স্টোরই বটে। বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সাজানো থরে থরে। দেয়ালে গাঁথা কীলক থেকে ঝুলছে হারনেস, স্যাডল প্রভৃতি। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত টানা ওয়ায়্যারে বিভিন্ন সাইজের পাত্র, কড়াই এবং অন্যান্য জিনিস। এক টেকোমাথা বুড়ো লোককে দেখা গেল দোকানে।

'আমি এরিখ ওয়েন। ক্রস অ্যারোর কাজ করছি। মিস ক্লে পাঠিয়েছে আমাকে মালপত্র নেবার জন্যে।'

লোকটা একটা প্যাকিং কেসের মুখ খুলছিল হাতুড়ি ঠুকে, এরিখের কথা শুনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল।

'তাই? ডেভিডের কাজ করছ?'

'না। মিস ক্লে'র।'

'ও, আচ্ছা। জানতাম না ওয়েন্ডি ওর বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।' অসন্তুষ্ট দেখাল বুড়ো দোকানদারকে, সামনে এগিয়ে এল ও।

'ডেভিড ক্লে মারা গেছে, মি. ক্র্যামার।'

হাত থেকে হাতুড়িটা সশব্দে পড়ে গেল ক্র্যামারের। 'তুমি নিশ্চয়ই ভুল বকছ!'

এরিখ শান্তস্বরে বলল, 'না।'

ক্র্যামার ওর দিকে তাকাল আবার, তার চোখে কষ্টের ছায়া। 'হ্যাঁ, তোমার কথা বিশ্বাস করছি। কখন মারা গেল ডেভিড? কি হয়েছিল ওর?'

'আজ সকাল বেলায়,' এরিখ জবাব দিল, 'ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে পেয়েছি ওকে। গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল।'

'তুমি কি বলতে চাইছ আত্মহত্যা করেছে ও?'

'আমি ওকে চিনতাম না। আমি শুধু ওকে ফাঁসিতে ঝুলতেই দেখেছি।'

ক্র্যামারের চোখ এরিখকে পাশ কাটিয়ে বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। 'যতক্ষণ শহরে আছ,' বলল সে, 'মুখে কুলুপ এঁটে রেখো, ইয়ংম্যান। ডেভ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আমি অবাক হচ্ছি না। জানতাম এ-রকম কিছুই ঘটবে একদিন।'

এরিখের দিকে চাইল ও। 'ও কাউকে পরোয়া করত না। ওকে সরিয়ে না দিয়ে এদের উপায় ছিল না।'

'কাউকেই পরোয়া করত না? চ্যাপম্যানকেও না?'

নার্ভাসভঙ্গিতে অ্যাপ্রনে হাত মুছল ক্র্যামার। 'নতুন হিসেবে খুব বেশি জেনে ফেলেছ, ওয়েন।'

'চ্যাপম্যান আর ওর লোকদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে।'

ক্র্যামার এরিখের হাত থেকে লিস্টটা নিল। 'ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে যে,

ডেভিড নেই।' লিস্টে চোখ বুলোল ও। 'ওয়েন্ডির পরিকল্পনা কি? থাকবে?'

'থাকবে।'

'লোকজন?'

'আমি।'

'হ্যাঁ। আর কে কে?'

'আর কেউ নেই।'

'কেন? সেথ গ্যালি আর জেন্ট স্ট্রেইটের কি হলো?'

'পালিয়েছে ওরা। মি. ক্লে'র মৃতদেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভেগেছে।'

'আমিও তাই ভেবেছি,' ক্র্যামার মাথা দোলাল।

লিস্ট হাতে কাউন্টারের পেছনে চলে গেল দোকানদার। চোখের সামনে ধরে মনোনিবেশ করল তাতে; কিন্তু মাঝে-মধ্যে যে নাকের ওপর ঝোলানো চশমার ফাঁক দিয়ে এরিখকে মেপে নিচ্ছে, ওর দৃষ্টি এড়াল না তা।

'আমি শেরিফের সাথে দেখা করতে চাই। মিস ক্লে অবশ্য ঝামেলায় যেতে নিষেধ করেছে।'

'আমিও তাই করছি।' লিস্ট থেকে চোখ সরাল ক্র্যামার। 'এখানকার শেরিফ কে, জানো না নিশ্চয়। জানলে তুমিও বুঝবে ওয়েন্ডি কেন ঝামেলা এড়াতে চেয়েছে।'

'কে শেরিফ?' এরিখ জানতে চাইল।

'একজন চ্যাপম্যান। হল। জর্জের ছোট ভাই।'

এরিখ শিস দিল। 'তাহলে তো আইন চ্যাপম্যানের পকেটে।'

সায় দিল ক্র্যামার। 'তবে আমি বলছি না যে, ডেভিডের মৃত্যুতে চ্যাপম্যানের হাত আছে। যদি থাকে, তাহলে হল কোনমতেই ওতে নাক গলাবে না। আর যদি না থাকে, তাহলেও তার কাছে বিশেষ কিছু আশা করা যাবে না।'

'এই অঞ্চলটা বেপরোয়া লোকে ভরা,' বলে চলল ও, 'হল খুব বেশি নাক গলাতে চাইলে ওরা চ্যাপম্যানদেরও ছেড়ে কথা কইবে না। আর জর্জ চ্যাপম্যান সেটা পছন্দ না-ও করতে পারে। হল তা জানে।'

'তাহলে কি করা উচিত আমাদের?' এরিখ সামনে ঝুঁকল। স্পষ্ট বিরক্তি ওর কণ্ঠে। 'মৃতলোকটাকে কবর দিয়ে ওর হত্যাকারীদের কথা ভুলে গিয়ে ঘরে বসে থাকব? মি. ক্র্যামার, সভ্যতার বর্তমান স্তর থেকে ঠিক কতটা নিচে আছে এ-অঞ্চল, জানতে পারি?'

ক্র্যামার ওর দু'হাত কাউন্টারের ওপর রাখল। 'অনেক নিচে। বলতে পারো, একদম অন্ধকারের গর্ভে। আমার সব কিছুই এখানে, ওয়েন। নইলে অনেক আগেই চলে যেতাম এখান থেকে।'

থামল সে। রাস্তার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। 'তুমি ওয়েন্ডির হয়ে কাজ করছ,' খেই ধরল ও। 'আমি তোমার নার্ভের প্রশংসা করি। কিন্তু বাছা, তুমি যতটুকু সাহসের পরিচয় দিচ্ছ, ততটুকু বুদ্ধির প্রমাণ দিতে পারছ না। জর্জ চ্যাপম্যানের নজর ক্রস অ্যারো'র ওপর। এগোচ্ছেও ও সেভাবে। ডেভিড ক্লে ওটা কেনার পর থেকেই ওর লোকদের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিচ্ছে সে।'

এরিখ দরজার দিকে হেঁটে গেল। 'আমি শেরিফের ওখানে যাচ্ছি।'

'তোমার বাড়াবাড়ি না করাই উচিত, এরিখ।'

'আমি শুধু এ-ব্যাপারে ওর বক্তব্য কি, তাই জানতে চাই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট রোল করল ও। রাস্তায় লোকজন বেশি নেই। একটু দূরে একটা বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের মাথায় নক্ষত্রাকৃতির একটা সাইনবোর্ডের ওপর লেখা, শেরিফের অফিস। সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

অফিসের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। সরু মুখের হালকা পাতলা গড়নের একটা লোক ভেতরে, বসে আছে একটা কাঠের ডেস্ক সামনে নিয়ে।

'শেরিফ? তুমি?' এরিখ জিজ্ঞেস করল।

'উঁহুঁ।' কৃশমুখের লোকটা হাসল। 'শেরিফ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে এখানকার জেলর-ক্লার্ক থেকে শুরু করে সংবাদবাহক পর্যন্ত সব কাজের কাজী বলতে পারো আমাকে। নাম? জব রাফ। কি কাজে লাগতে পারি তোমার?'

'শেরিফ কোথায়?'

'ওয়েস্টার্ন মূনে চলে যাও। ওকে না চিনে উপায় নেই কারও। অ্যারিজোনার সবচেয়ে বড় আর চকচকে তারাটি তুমি ওর বুকেই আটকানো দেখতে পাবে।'

এরিখ লোকটাকে নড করে বেরিয়ে এল। রাস্তা পেরিয়ে সেলুনের সামনে এসে ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ডগ লেইকার আর ওক টিকাউকে একটা টেবিল দখল করে বসে থাকতে দেখল ও। শাদা হ্যাটপরা একটা বিশালাকার লোক বারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে আরেকজনের সাথে। লোকটার গায়ে একটা কালো কোট; কোটের সাথে আটকানো ব্যাজটা দেখে এরিখ ওকে চিনতে পারল। হল চ্যাপম্যান। জর্জ চ্যাপম্যানের মতই বিশাল সুগঠিত শরীরে ওর প্রচণ্ড শক্তির আভাস; কিন্তু জর্জের মুখে যে-রকম দৃঢ়তা ও কর্তৃত্বের ছাপ, সেটা হলের মধ্যে নেই।

এরিখ ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'আমি এরিখ ওয়েন,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'মিস্ ওয়েন্ডি ক্লে'র কাজ করছি। ডেভিড ক্লে'র মৃত্যুর ব্যাপারে

রিপোর্ট করতে এসেছি।'

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ঠোঁটের এক কোণ থেকে আরেক কোণে নিয়ে গেল হল জিভের সাহায্যে ঠেলে। দাঁতের আগায় ওটার গোড়া চেপে ধরল। 'কি ঘটেছিল?'

'আজ সকালে ওকে আমি ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে পেয়েছি; মৃত। ফাঁসিতে ঝুলছিল ও।'

'আত্মহত্যা। তাই না?'

'জানি না। হত্যাও হতে পারে।'

হল মুখ হতে সিগারেট নামিয়ে হাতে নিল। তাকাল ওটার দিকে। 'মৃতদেহ কোথায়?'

'র‍্যাঞ্চ সিমেট্রিতে কবর দিয়েছি।'

'কি?' হল এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, যেন ওভাবে না চেঁচালে এরিখ ওর কথা শুনতে পাবে না। 'তদন্তের আগে ডেডবডি কবর দিয়ে ফেলেছ! জানো না ওটা সম্পূর্ণ বেআইনী?'

'আমি শুধু মিস ক্লে'র নির্দেশ পালন করেছি।'

'হাহ্! মিস ক্লে'র নির্দেশ? নির্দেশ দেবার আগে ওয়েন্ডির ভাল করে জেনে নেয়া উচিত ছিল নিজের অধিকারের সীমা।'

'ঠিক আছে,' এরিখ সমঝোতায় যেতে চাইল। 'দরকার হলে লাশ তোলা যাবে কবর থেকে।'

মুখ বিকৃত করল শেরিফ, যেন একগ্লাস মেহগনি বীচির শরবত খেতে বলেছে কেউ ওকে। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'প্রয়োজনে এর চেয়ে পুরানো কবরও খুলতে দেখেছি আমি, চ্যাপম্যান।'

'ঠিক আছে।' থুঁতনিতে হাত বুলোল হল। 'জব রাফের নেতৃত্বে একটা তদন্ত দল পাঠাব আমি। আমার ডেপুটি ও।'

ডগ লেইকার হেসে উঠল। ঠেলা দিয়ে হ্যাটটাকে সরিয়ে দিল সে মাথার পেছন দিকে। চ্যাপম্যানের কথায়, বোঝা যাচ্ছে, দারুণ মজা পেয়েছে ও। হল ভ্রূকুটি করল; মুখ থেকে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল এরিখ। 'আমি মনে করি, শেরিফ হিসেবে তদন্তে যাওয়া তোমারই দায়িত্ব।'

প্রকাণ্ড মাথাটিকে একদিকে কাত করল হল চ্যাপম্যান। 'তোমার উপদেশেই আমি আমার অফিস চালাব?'

এরিখ জবাব দিল না।

'শোনো,' চ্যাপম্যান তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, 'তুমি এখানকার কেউ নও। এখানে ট্যাক্স দিচ্ছ না তুমি। তোমার জমি-জমা, গরু-বাছুর, ঘর-বাড়ি—কিচ্ছু নেই এ-জায়গায়। একজন ভবঘুরে বেকার ছাড়া আর কিছু নও তুমি।

ডব্লিউ বারের লোকজন তোমার কথা আগেই বলেছে আমাকে।'

'দারুণ সুনাম করেছে নিশ্চয়!' এরিখ ব্যঙ্গ করল।

সামনে ঝুঁকল শেরিফ। 'তুমি সন্দেহের বাইরে নও। অ্যাপাচিদের মত তুমি পাহাড়ে লুকিয়ে থাকো, কারও সামনে পড়ে গেলে নিজেকে শিকারী বলে পরিচয় দাও। শিকারী! হাহ্! পুঁজিবিহীন ব্যবসায়ী আর কি! আইনের লোকের সাথে মশকরার মজা ঠিকই টের পাবে তুমি।'

এরিখ একটু পিছিয়ে ডগ লেইকার আর ওক টিকাউকে দেখল। ডগের ঠোঁট বেঁকে গেছে, হাসছে সে। টিকাউর মুখে ভাবান্তর নেই, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ও এরিখের দিকে। 'মিস ক্লে মিথ্যে বলেনি দেখছি! বলেছিল, আইন-টাইন কিছুই নেই এখানে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল হল। রাগে ওর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। 'আমি শুনেছি, তুমি নাকি এখানে গোলমাল পাকাবার তালে আছ।'

'শুনেছ···ডব্লিউ বারের লোকদের কাছে নিশ্চয়?'

'যার কাছেই শুনি, কথাটা দেখা যাচ্ছে মিথ্যে নয়।' কোটের ভেতর হাত গলাল চ্যাপম্যান, একটা নিকেল-প্লেটেড কোল্ট উঁকি দিল ওখান থেকে। 'এখন আমার কথা শুনে নাও। তোমাকে আমি সাবধান···'

এরিখ হাসল। 'ওটা' শেরিফের কোটের ভেতর হতে উঁকি দিতে-থাকা কোল্টটার দিকে ইঙ্গিত করল, 'পুরোটা বের করার মত সাহস তোমার আছে বলে বিশ্বাস হয় না আমার।' পায়ের গোড়ালির ওপর ঘুরল ও। 'তোমার উপদেশগুলো নিজেকেই শুনিয়ো, শেরিফ।'

বেরিয়ে গেল ও ব্যাটউইং ঠেলে। চ্যাপম্যান মুখ খিস্তি করল। 'ওকে,' ডগ আর ওকের দিকে চাইল সে, 'শহর ছেড়ে বেরোবার আগে একটু তালিম দিয়ে দিয়ো।'

রাস্তা পেরিয়ে স্টোরে ঢুকল এরিখ। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'ঠিকই বলেছিলে তুমি।'

ক্র্যামার মাথা দোলাল। 'ফোলানো বেলুন। দেখলে মনে হয় জর্জের যমজ। কিন্তু দুই ভাইয়ের পার্থক্য আকাশ আর পাতালের।' দুটো ব্যাগ তুলে কাউন্টারের ওপর রাখল ও। 'হলের সাথে যদি কথা কাটাকাটি হয়ে থাকে, তাহলে এই-মুহূর্তে শহর ছাড়ো। নিজের লড়াই অপরকে দিয়ে করায় ও। গোল্ড বার্জারের বেলায়ও···'

'শুনেছি,' এরিখ জানাল।

মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এল ও। ফুটপাথের ওপর রেখে আবার দোকানে ঢুকতে পা বাড়াল ক্র্যামারকে বিদায় জানাবার জন্যে। আচমকা ডান পা কিছু একটার সাথে আটকে গিয়ে উল্টে পড়ল নিজের মালপত্রের ওপর। টাল

সামলাতে চেষ্টা করল ও। পারল না। মালপত্রসহ গড়িয়ে পড়ল বৃষ্টিভেজা রাস্তায়। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল ও। পড়া অবস্থায় ওপরের দিকে তাকিয়ে ডগ লেইকারের হাসিমুখ দেখতে পেল।

থুতু ফেলল ডগ। 'ওর দিকে চেয়ে দেখো, ওক। ক্লে মাগীটার জন্যে বাজার করতে এসেছে। তাহলে চাকরের ভূমিকাতেও তুমি আছ, খোঁড়া মিয়া?'

এরিখ উঠে দাঁড়াল। মাথায় আগুন ধরে গেছে ওর। রাগের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। দোআঁশলার দিকে চাইল ও। স্টোরের সামনে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর মেক্সিকান চুচিলা হাতে। নখ পরিষ্কার করছে মনোযোগ সহকারে। রাস্তায় চলাচলরত মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে ওদের তিনজনকে ঘিরে। উত্তেজনার আভাস পেয়েছে তারা।

ক্র্যামার দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর হাতে নতুন দুটো থলে। খালি। 'চলে যাও, এরিখ!' অনুনয় করল ও।

এরিখ নিরুত্তরে ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র কুড়িয়ে নিয়ে আবার থলেয় ভরল।

'ওগুলো ভাল করে মুছে নাও।' ডগ বিদ্রূপ করল। 'ক্লে মাগীটা আবার জিনিসপত্রের ব্যাপারে বড্ড খুঁতখুঁতে। অবশ্য পুরুষ মানুষ বাছার বেলায় দেখছি ততটা নয়।'

ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল এরিখ। ওর বাঁ হাতের ঘুসি ডগের চোয়াল থেঁতলে দিল; পর মুহূর্তে কোমরের কাছে ডান হাতের ঘুসি খেয়ে ঘুরে গেল সে। সাথে সাথেই মাথার পেছনে এরিখের ডানহাতের আরেক প্রচণ্ড ঘুসি ওকে ক্র্যামারের দোকানের দেয়ালের ওপর নিয়ে ফেলল। মাথা ঠুকে গড়িয়ে গেল সে দেয়াল থেকে ফুটপাথে এবং ওখান থেকে বৃষ্টিভেজা কর্দমাক্ত রাস্তায়।

ডগ ওর কোল্টের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু এরিখের সিক্সগান আগেই বেরিয়ে এল খাপ থেকে। ওটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে এরিখ একসঙ্গে দু'জনকেই কাভার করল।

'ফেলে দাও ওটা,' এরিখ নির্দেশ দিল ডগকে।

ডগ কোল্টটা এক পাশে ফেলে দিল। চোয়ালের ক্ষত থেকে রক্ত মুছে নিয়ে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাল সে এরিখের হাতে উদ্যত সিক্সগানের দিকে। 'ওটায় আমি তত চালু নই।'

সিক্সগান হোলস্টারে ঢুকিয়ে গানবেল্ট খুলে ফেলল এরিখ। 'ঠিক আছে। এসো।'

ডগ লেইকার উঠে দাঁড়াল। এরিখের কথা শেষ হবার আগেই মাথা নিচু

করে ধেয়ে এল ওর দিকে। পর পর চারটে ঘুসি খেয়ে ওয়্যাগনের ওপর গিয়ে পড়ল এরিখ। ওয়্যাগনের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে একপাশে সরে যেতে চাইল ও। কিন্তু তার আগেই ডগের হাতের প্রচণ্ড ঘুসি খেলো মুখে। হাত এবং কনুইর সাহায্যে মুখ আড়াল করে ওয়্যাগনের পাশ থেকে সরে গিয়ে সামান্য পিছু হটল ও।

ডগ হাসল, দ্রুত এগোল সে বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধার মত মাথা নিচু করে আক্রমণ রচনা করতে করতে। এরিখের দিকে হাতুড়ি পিটানোর মত করে ছোট ছোট ঘুসি ছুঁড়তে লাগল। আচমকা এরিখের প্রচণ্ড বাঁ হাতি ঘুসি ওকে সোজা করে দিল। পরমুহূর্তেই এরিখের রাইট হুক রাস্তার ওপাশের ফুটপাথে নিয়ে ফেলল তাকে। চিৎ হয়ে পড়ল সে শক্ত ফুটপাথের ওপর। মুখ দিয়ে অশ্রাব্য খিস্তি বেরিয়ে এল তার, তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল দু'চোখে।

'শখ মিটেছে?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল এরিখ। হাঁফাচ্ছে সে, আহত পায়ে যন্ত্রণা বোধ করছে।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি জিতেছ,' লেইকার উঠে দাঁড়াল মুখ কালো করে।

এরিখ ঘুরে গানবেল্ট তুলে নেবার জন্যে এগোল। ডগ লেইকার পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। আচমকা আক্রান্ত হয়ে টাল সামলাতে পারল না এরিখ, পর পর কয়েকটা ঘুসি খেয়ে আবার ওয়্যাগনের ওপর গিয়ে পড়ল। ওয়্যাগনের চাকায় মাথা ঠুকে গেল তার। লেইকার বুটসুদ্ধ পা তুলল লাথি হাঁকানোর জন্যে। স্পারের খোঁচা থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে এরিখ গড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। লেইকারের বুট নেমে এল। এরিখের কনুইর চামড়া ছিঁড়ে নিল স্পার লাগানো বুট।

দাঁতে দাঁত চেপে ডগ লেইকারের পায়ের গোছা আঁকড়ে ধরল এরিখ। তারপর সমস্ত শক্তি একত্র করে উঠে দাঁড়াল। ডগ টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ল আবার। এরিখ তার ওপর চড়াও হয়ে অনবরত ঘুসি চালাল মুখ লক্ষ্য করে। লেইকার ওকে জাপটে ধরল। কাদামাখা রাস্তায় গড়াগড়ি খেতে লাগল ওরা। আচমকা ডগ উঠে দাঁড়াল নিজেকে মুক্ত করে। এরিখ উঠবার আগেই বুট চালাল সে। শেষ মুহূর্তে মাথা সরাতে গেল এরিখ, পারল না পুরোপুরি। মাথার এক পাশ আঁচড়ে দিয়ে নেমে গেল বুট। ওক এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মারপিট দেখছিল, এবার হাই তুলে ছুরিটা খাপে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে এগোল এরিখের দিকে।

উঠবার চেষ্টা করল এরিখ। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হাস্যরত ডগ আর ওককে দেখে অসহায় বোধ করল। ডগের স্পার লাগানো বুটের লাথি ওর মাথার একপাশ আঁচড়ে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে ও।

'শক্ত লোক, না?' ডগ হাসিমুখে বলল। 'ভেবেছিলে তোমার সাথে

আমরা কেউই পারব না। হাহ্!'

জেমস ক্র্যামার দোকানের ভেতর ঢুকল। বেরিয়ে এল আবার; একটা শটগান ওর হাতে। ডবল-ব্যারেল শটগানের দুটো হ্যামারই টেনে দেয়া।

'ভাগো, টিকাউ,' হুকুম দিল ও। 'তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াও। আমার হাতের এটায় ট্রিগার টেনে দেবার আগেই। তোমার লড়াই নয় এটা।'

টিকাউ ক্র্যামারের দিকে তাকাল। থুতু ফেলে সরে দাঁড়িয়ে একটা খুঁটির গায়ে হেলান দিল সে। রাস্তায় মারপিট উপভোগরত মানুষগুলো এরিখ আর ডগকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। দ্রুত এগোল ডগ। এরিখ তৈরি হয়ে গেছে। লোকটা ঘুসি পাকিয়ে কাছে আসামাত্র দৃঢ়মুষ্ঠিতে ওর হাত ধরে ফেলল সে, টান দিল একদিকে। ডগ টাল সামলাতে না পেরে ঘুরে গেল, এরিখ ঘোরাতে লাগল ওকে চরকির মত।

ঘুরতে ঘুরতেই হাঁটু চালাল ডগ। বেমক্কা গুঁতো খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল এরিখ। প্রচণ্ড আপারকাট চালাল ডগ ওর মাথায়। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এরিখ। ডগ হঠাৎ একখানা চেলাকাঠ তুলে নিল রাস্তা থেকে। এরিখের মাথার ওপর ঘোরাল সে ওটাকে। তারপর একটু ঝুঁকে আঘাত হানল।

মাথায় না লেগে আঘাতটা এরিখের গালে লাগল। মাংস কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল ওর গাল থেকে। ডগ আবার ঝুঁকল আঘাত করার জন্যে। এরিখ বাম বাহুতে নিল আঘাতটাকে, তারপর সজোরে ঘুসি হাঁকাল ডগের পেটে। কলজের কাছে হাতুড়ির আঘাত খেয়ে অঁক করে উঠল লেইকার। চেলাকাঠ ফেলে দিয়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরল, দমের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল ও ডাঙায় তোলা মাছের মত।

পেছন থেকে এরিখের ঘুসি খেয়ে টলতে টলতে উদ্‌ভ্রান্তের মত হেঁটে গেল লেইকার সঙ্কীর্ণ গলিপথ বেয়ে খাঁড়ির দিকে। লোকটাকে মেরে ফেলার তীব্র ইচ্ছেটা অতিকষ্টে দমন করল এরিখ। ডগ খাঁড়ির পাড়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, দুর্বল হাতে প্রতিরোধ করতে চাইল এরিখের বৃষ্টির মত আসতে থাকা ঘুসি। এরিখ ওর কাছে ভিড়ে গিয়ে দু'হাতে ঘুসি চালাল। ঘুসির চোটে ভারসাম্য হারাল উদ্‌ভ্রান্ত লেইকার। এরিখের রাইটহুক ওকে ছুঁড়ে ফেলল খাঁড়ির পানিতে।

'জাহান্নামে যাও,' গোঁ গোঁ করে শাসাল ডগ। 'তোমাকে আমি খুন করব, দেখে নিয়ো।'

এরিখের মাথায় রক্ত চড়ে গেল আবার। লাফিয়ে খাঁড়ির পানিতে নামল সে-ও। বাঁ হাতে ডগের জামার কলার খামচে ধরে টানল তাকে নিজের দিকে। প্রবল আক্রোশে ঘুসির পর ঘুসি চালাল তার নাকে-মুখে। তারপর ঠেলে ফেলে দিল ওকে স্রোতের মধ্যে। চিৎ হয়ে পড়ল ডগ পানির ওপর।

পানির স্রোত তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল।

বুটসুদ্ধ পায়ের লাথি হাঁকাল এরিখ ডগের মুখে। তারপর পা দিয়ে ঠেলে তার মাথাটা একখণ্ড পাথরের ওপর তুলে দিল, যেন দমবন্ধ হয়ে না মরে লোকটা। মুখ থেঁতলে গেছে ডগের। পাথরে মাথা রেখে হাঁ করে বাতাস টানল সে, মাথা নাড়ল।

এরিখ পানি থেকে উঠে এল। দোকানের সামনে এসে গালে হাত দিয়ে বিঁধে যাওয়া একটা কাঠের কুচি বের করে মুখ মুছল ও। রক্ত ঝরছে মুখ থেকে। আহত পায়ের তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওয়্যাগনের কাছে গেল ও। জড় হওয়া লোকগুলো লড়াই শেষ হওয়ামাত্র যে যার কাজে চলে গেছে। এরিখ গানবেল্ট পরে নিল।

ওক টিকাউ অর্ধনিমীলিত চোখে লক্ষ করছিল ওকে, এরিখ ওর কাছাকাছি হতেই মৃদুস্বরে বলল, 'খুব শক্ত লোক, না? হয়তো আমার সাথেও তোমাকে লাগতে হতে পারে। সেদিনই প্রমাণ হবে।' ওপরে-নিচে মাথা দোলাল ও।

এরিখ পাত্তা দিল না দোআঁশলাটাকে। নিজের হ্যাটটা কুড়িয়ে নিয়ে ওয়্যাগনের সীটে গিয়ে বসল। ক্র্যামার ওর হাতে লাগাম ধরিয়ে দিল। 'এরিখ, এক্ষুণি চলে যাও। বোলতার চাকে ঢিল মেরেছ তুমি।'

এরিখ ঘাড় ফেরাল। 'তাই?'

'হ্যাঁ।' ক্র্যামার বলে চলল, 'তুমি দুঃসাহসী বটে, তবে এখন থেকে নিজেরও যত্ন নিয়ো।' মালপত্রের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'ওসব ফেলে দিয়ে ওয়্যাগনটাকে হালকা করে নাও, তারপর লেজ তুলে ভাগো, এরিখ।'

এরিখ হাসল। 'ধন্যবাদ। আমি এগুলো নিয়েই যাব। কথা দিচ্ছি, এগুলো খাবার জন্যেও বেঁচে থাকব ঠিকই।'

ওয়্যাগন চলতে শুরু করল রাস্তার মাঝখান দিয়ে। এরিখ তাড়া লাগাল খচ্চরগুলোকে, পেছন ফিরে তাকাল না একবারও।

চার

ক্রীকের রাস্তায় এসে ওয়্যাগন থামাল এরিখ; পানিতে নেমে সযত্নে নিজেকে পরিষ্কার করল। কাদামাখা শার্ট ভিজিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে মুখ ও ঠোঁটের ক্ষত মুছল। তারপর ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা লাগাল কয়েকবার। মোটামুটি কাজ হলো এতে। ব্যথার উপশম ঘটল, কিন্তু আহত জায়গাগুলো ফুলে রইল

বিশ্রীভাবে।

প্রায় সন্ধের সময় র‍্যাঞ্চে এসে পৌঁছল সে। ওয়্যাগন থামিয়ে আসন থেকে নড়তে গিয়ে আহত পায়ের ব্যথায় মুখ বিকৃত করে ফটকের বেড়ার দিকে তাকাল। দুটো ঘোড়া বাঁধা ওখানে।

ফটকের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে বাতির হলুদ আলো এসে এরিখের গায়ে পড়ল। ওয়েন্ডি বেরিয়ে এসেছে। ওর পেছনে দু'জন লোক; কৌতূহলী চোখে দেখছে এরিখকে।

'সুসংবাদ,' ওয়েন্ডি জানাল। 'কাজের লোক পেয়েছি দু'জন।'

এরিখ খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। ওয়েন্ডিসহ লোক দু'জনও এল পিছু পিছু। বারান্দায় দাঁড়াল ওরা সবাই। এরিখ লোকগুলোর দিকে চাইল। একজন মাঝ বয়স পেরিয়ে গেছে প্রায়, রোদে-জ্বলা চেহারা, পা দুটো ধনুকের মত কিছুটা বাঁকানো। এরিখের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চাইল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল।

'ল্যামেল, গাস ল্যামেল,' নিজের পরিচয় দিল ও। 'হোয়াইট স্প্রিং অঞ্চলে একসময় ডেভিডের কাজ করেছিলাম। গতকালই রকস্প্রিঙে এসে শুনেছি ওর কাজের লোক দরকার।'

এরিখ পছন্দ করে ফেলল লোকটাকে। ওর সঙ্গী, কালো কঠিন চোখ দুটোকে বাদ দিলে, প্রায় বাচ্চা ছেলেই। কিন্তু, এরিখ সতর্ক হবার তাগিদ অনুভব করল, ছেলেটার কোমরে দুটো পিস্তল ঝোলানো; চওড়া, সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত বাস্কেডারো বেল্টের সাথে নিচু করে বাঁধা।

'আর ও আমার সঙ্গী চ্যানি বিয়ারি···কাজের ছেলে।'

'হাউডি,' চ্যানি বলল। হাসল সে। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সরাসরি নরক থেকে উঠে এসেছ?'

ওয়েন্ডি এরিখের দিকে চাইল। 'মারপিট?'

'হ্যাঁ। হলের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল।'

'আমি জানতাম, হল মারপিট করতে পারে না।'

'না।' এরিখ একমত হলো। 'কিন্তু ডগ পারে—এবং করেছেও। ছোটখাট হলে কি হবে, বারুদভর্তি বারুদের মতই লোকটা। আমি ভাগ্যক্রমে হারিয়ে দিয়েছি ওকে।'

চ্যানি তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমার কাছে পিস্তল ছিল।'

'ছিল।' এরিখ অস্বীকার করল না। 'কিন্তু ডগ পিস্তলে নিজেকে ততটা দক্ষ মনে করেনি।'

'ও এটাকে সহজভাবে নেবে না,' ওয়েন্ডি উদ্বিগ্নমুখে বলল, 'আমি তোমাকে সতর্ক থাকতে বলেছিলাম—কোন ঝামেলায় যেতে নিষেধ

করেছিলাম। তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করেছ।'

এরিখ ওয়েন্ডির দিকে তাকাল। 'হতে পারে আমি তোমার কাজ করছি, মিস ওয়েন্ডি। তাই বলে তোমার নির্দেশ মানার জন্যে লেইকারের মত একটা বেঁটে-বামনের নোংরা হাসি-ঠাট্টা আর উস্কানিমূলক কথা সহ্য করে ঘরে ফিরে আসতে পারি না।'

'এমনিতেই আমরা প্রচুর ঝামেলায় আছি, এরিখ।'

এরিখ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমি আমাকে কাজ করতে বলেছিলে, ম্যাম। সম্ভবত এরপর আমাকে বরখাস্ত করছ তুমি?'

'সম্ভবত ব্যাপারটাকে,' নাক গলাল গাস, 'অহেতুক জটিল করে তোলা হচ্ছে- দু'পক্ষ থেকেই।'

ওয়েন্ডি নিজের ঠোঁট কামড়াল। 'ঠিক আছে, কি ঘটেছে আমি ভুলে যাচ্ছি,' শান্তকণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু এরপর থেকে তুমি আমার কথা মেনে চলবে। তা যদি না পারো, তবে তোমার আজকের বেতন নিয়ে চলে যেতে পারো তুমি।'

'ঠিক আছে,' এরিখ ওর সিদ্ধান্ত জানাল। 'মেনে নিলাম। তবে তুমি কাউকে একগালে চড় খেয়ে আরেক গাল পেতে দেবার আদেশ দিতে পারো না।'

ওয়্যাগন থেকে মালপত্র নিয়ে এসে খচ্চরগুলোকে করালে বেঁধে বাঙ্কহাউসে ঢুকল এরিখ। নতুন কর্মী দু'জন দুটো বাঙ্ক দখল করেছে। শুয়ে আছে তারা। এরিখ শার্ট খুলে ওটাকে ভাল করে ধোয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল আবার। চ্যানি উঠে ওর পিছু নিল।

গোসলখানায় হাজির হলো সে-ও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এরিখকে পর্যবেক্ষণ করল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ খুলল, 'আমার বিশ্বাস, কি করে ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় শেখোনি তুমি।'

এরিখ ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে?'

চ্যানি পকেট থেকে মেকিংস বের করে সিগারেট রোল করল। 'আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে কেউ মহিলাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলে না।' সিগারেটে আগুন ধরাল ও।

ছেলেটার মনের ভাব পরিষ্কারভাবে আঁচ করতে পারল এরিখ। দুটো পিস্তল ঝুলিয়েছে, বেশ-ভূষায় যতই মার্জিত হোক, ওটা আসলে বাইরের রূপ। উত্তেজিত হয়ে আছে সারাক্ষণ। পিস্তলের বাঁটে নচের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে উন্মত্ত।

হুল ফোটাল এরিখ। 'তুমি কোত্থেকে এসেছ, জানি না। জানার প্রয়োজনও দেখছি না। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে।'

চ্যানি সিগারেটে টান দিল। 'মানে?'

এরিখ উঠে দাঁড়াল। 'সকাল থেকে এ-পর্যন্ত যথেষ্ট উত্যক্ত হয়েছি আমি। তোমার সাথে ফালতু বক বক করার মূড আমার একদম নেই।'

চ্যানিকে এখন আর ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে না। এরিখ লক্ষ করল, ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। রাগে বেঁকে গেছে ঠোঁট। 'টুকসনে আমি একটা লোককে খুন করেছিলাম। এতক্ষণ কথা বলার সময় পায়নি ও।'

এরিখ চোখ পিট পিট করে তাকাল। আঁতকে ওঠার ভান করল ও। 'সব্বোনাশ! আমার কি দোষ দেখলে?'

চ্যানির মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অপমানিত বোধ করছে ও। 'ঠিক আছে। আমি গুলি করব না। তবে তুমি চাইলে ড্র করতে পারি। আমার মনে হয় তোমার জেনে নেয়া উচিত, পিস্তলে আমি কতটা চালু,' প্রস্তাব দিল সে।

এরিখ হাসল। 'আমি এমনিতেই তোমার কথা বিশ্বাস করতে রাজি আছি।' নিজের পেটের দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'খালি পেটে ড্র করা আমার কখনও পছন্দ হয় না।'

ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল চ্যানি। গাস এসে হাজির হলো এ-সময়। সতর্কচোখে দু'জনের দিকে তাকাল একবার। মুচকি হাসল। 'চ্যানি, মিস ওয়েন্ডির সম্ভবত তোমাকে দরকার। তোমার কথা বলল।'

হাসল চ্যানি। 'ঠিক আছে, গাস। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি।'

'ব্যাপার কি?' ভ্রূ নাচাল গাস।

'মিস ওয়েন্ডির সাথে আমার কথা-বার্তার ধরন তোমার বন্ধুর পছন্দ হয়নি।'

'উগ্র মেজাজী। তবে ছেলেটা খারাপ না। দোষ একটাই, নিজেকে পশ্চিমের সেরা পিস্তলবাজ মনে করে ও।'

'আমাকেও তা বোঝাতে চেয়েছে,' এরিখ শুকনো স্বরে বলল। 'অবাক হচ্ছি না, যে-কোন জায়গায় খুঁজলে এ ধরনের দু'একজন পাওয়া যাবে।'

'আমি তাল মিলিয়ে চলি,' বসল গাস দেয়ালে ঠেস দিয়ে। 'আগে ও এরকম ছিল না। বেন থম্পসন আর ওয়েস হার্ডিনকে দেখার পর থেকেই এ-রকম মারমুখো হয়ে উঠেছে।'

'আমাদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল করার সময় নেই, গাস। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো।'

'ওকে বোঝানো সহজ নয়, ওয়েন।'

'আমাকেও গুলি করতে হয়েছে—এবং আমি মিস করিনি,' বলল এরিখ। 'গাস, ষোলো বছর বয়সে আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম। যুদ্ধ থেকে ফিরেছি বিশ

বছর বয়সে।'

গাস সায় দিল। 'তোমার কথা আমি বুঝি। কিন্তু এখন নতুন নতুন মানুষ উঠে আসছে। এরা উত্তেজনা পছন্দ করে। কিন্তু তা মেটাবার জন্যে যুদ্ধের মত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছ, ওরা উত্তেজনা খুঁজে বেড়ায়।'

'রক্তপিপাসু বেজন্মা সব!' এরিখ গাল বকল।

'ঠিক তা নয়।' গাস ওর সঙ্গে একমত হলো না। 'ওরা আসলে নাম কিনতে চায়। এ জন্যে যাদের সাথেই দেখা হয়, সবাইকে পিস্তলে হারিয়ে দিতে পারাকেই নাম কেনার সহজ উপায় বলে ভাবে ওরা।'

থুতু ফেলল এরিখ। 'তারপর একদিন ওদের চেয়ে চালু কারও মুখোমুখি হয় এবং মারা যায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল গাস। 'তোমার সাথে আমি একমত।' প্রসঙ্গ পাল্টাল ও। 'মিস ওয়েন্ডি কিছু গরু কেনার কথা ভাবছে। আমাকে আর চ্যানিকে যেতে বলেছে ক্যানিয়নের দক্ষিণে এক জায়গায়।'

'কবে যাচ্ছ তোমরা?'

'আগামী কাল।'

'ফিরতে কয়দিন লাগবে বলে মনে করো?'

'দিন ছয়েক,' গাস হিসেব দিল। 'যেতে একদিন। জড়ো করতে মনে করো দু'দিন। বাকি তিনদিন লাগবে ওগুলো নিয়ে ফিরতে।'

'ঠিক আছে। ছয় দিনের দিন তোমাদের সাথে ক্রীকের কাছে দেখা করব আমি।'

একটু থামল গাস। 'গোলমালের আশঙ্কা আছে, এরিখ?'

'ঠিক জানি না, গাস। তবে তোমাদের কাছে অবশ্যই বিক্রি-রসিদ থাকবে।'

গাস মাথা দোলাল। 'কি বলতে চাও, বুঝতে পারছি।'

খানিক বাদে খাবারের ডাক পড়ল। চমৎকার প্রশস্ত রান্নাঘর ওয়েন্ডির। ওখানে বসেই রাতের খাবার খেলো ওরা। এরিখ চুপচাপ খেয়ে গেল, খেতে খেতে প্রচুর বক বক করল গাস—কিন্তু আসর জমাল বিয়ারি। ওয়েন্ডির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিল ও, দারুণ মার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলল, সাধারণ কাউবয়দের কাছে অমন ব্যবহার আশা করা যায় না। খাওয়ার পর গাস আর এরিখ বাঙ্কহাউসের বারান্দায় বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। চ্যানি বিয়ারি রয়ে গেল ওয়েন্ডিকে ধোয়া মোছায় সাহায্য করার জন্যে।

গাস সিগারেট রোল করল। 'আমার ধারণা,' কথা বলল ও, 'চ্যানি ওই মেয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

'মেয়েটি নিঃসঙ্গ, গাস,' শান্তস্বরে মন্তব্য করল এরিখ। 'মন্দ কি?'

'তুমি কষ্ট পাচ্ছ, এরিখ?'

'না,' এরিখ মাথা নাড়ল। 'আমি ওকে সাহায্য করার জন্যেই রয়ে গেছি। কোন মেয়ের স্কার্টের পাশে ঘুর-ঘুর করার মানসিকতা নেই আমার। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করে আমি দক্ষিণে সনোরায় চলে যাব।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল গাস। 'গোলা-গুলির আশঙ্কা আছে এখানে?'

'হ্যাঁ। সবকিছুই ওভাবে এগোচ্ছে, গাস।'

উপত্যকার রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। এরিখ সচকিত হলো। 'কারা আসছে?'

'চলো দেখি।'

ওরা বেরিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে গেল। রবার্ট বাটলার। ফটকের সামনে ঘোড়া থামাল ও। সাবলীল ভঙ্গিতে দোল খেয়ে নামল ওটার পিঠ থেকে। 'ওয়েন্ডি কোথায়, ওয়েন?' প্রশ্ন করল ও।

'ভেতরে।'

বাটলার গাসের দিকে চাইল। 'এই লোক কে?'

'গাস ল্যামেল। ডেভিডের সাথে কাজ করত এক সময়। আজ থেকে ওয়েন্ডির কাজ শুরু করেছে।'

'বুয়েনো,' সম্ভাষণ জানাল বাটলার। 'পরে আলাপ হবে তোমার সাথে।' ভেতরে ঢুকে গেল ও।

গাস সিগারেটে টান দিল। 'ওয়েন্ডির বন্ধু?'

'মনে হয়।' মাথা দোলাল এরিখ। 'চ্যানির ওখানে থাকাটা ওর মনঃপূত নাও হতে পারে।'

'চ্যানিও,' হাসল গাস, 'ওর শিঙ নাড়া পছন্দ করবে না।'

'ঝামেলা বাধাবে নাকি?'

'না,' গাস আশ্বাস দিল। 'অন্তত ওয়েন্ডির সামনে নয়।'

বারান্দায় এসে বেঞ্চির ওপর বসল ওরা। বারান্দা থেকে কিচেনের মানুষ তিনজনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাটলারকে বারবার চ্যানির দিকে তাকাতে দেখা গেল, বিরস মুখে। খানিক পরে ঘরে গিয়ে ঢুকল ও। চ্যানি বেরিয়ে এল, বারান্দায় এসে গাসের পাশে বসে সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'কে ওটা, ওয়েন?' জানতে চাইল চ্যানি।

'রবার্ট বাটলার।'

'নাম জেনেছি। কেন এসেছে?'

'ওয়েন্ডিকে সাহায্য করছে ও। ওর নিজেরও একটা র‍্যাঞ্চ আছে,

ছোটখাট, এখান থেকে সামান্য দূরে।'

চ্যানি সিগারেট ধরাল। একগাল ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'ওয়েন্ডির ব্যাপারে আগ্রহী?'

'হতে পারে।'

'তোমাকে ধাক্কা দিয়েছে?'

এরিখের মুখ লাল হয়ে উঠল। চ্যানির দিকে চাইল গাস। 'থামো তো! মাঝে-মধ্যে তুমি খুব বেশি নাক গলিয়ে বেড়াও।'

হাসল চ্যানি। 'আমি শুধু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। এতে তো কোন ক্ষতি নেই।' এরিখের দিকে চাইল ও। 'নাকি আছে?'

'নেই।'

'আমাকে পছন্দ করেনি ব্যাটা,' ওয়েন্ডির ঘরের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল ও।

'তাই?' এরিখ প্রশ্ন করল। 'আমার তো মনে হয় না তুমিও ওকে দেখে খুশি হয়েছ।'

দ্রুত ফিরল চ্যানি এরিখের দিকে। 'না,' কঠিন মুখে বলল, 'হইনি।'

'ও কিন্তু একজন বন্ধু আমাদের। এ-সময় আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন।'

'হাহ্! আমি নিজেই তিনজনের সমান গুলি চালাতে পারি।'

বাঙ্কহাউসের দেয়ালে হেলান দিল এরিখ। 'গুলি ছোঁড়া ছাড়াও আমাদের আরও কাজ আছে, বিয়ারি।'

গাস এরিখের সাথে একমত হলো। 'ঠিকই বলেছ, ওয়েন।' চ্যানিকে বলল, 'আমাদের ঘুমোতে যাওয়া উচিত। কাল লম্বা যাত্রায় বেরোতে হবে।'

চ্যানি ঘরের দিকে চাইল। 'আমি বসব আরেকটু।'

গাস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাঙ্কহাউসে গিয়ে ঢুকল। এরিখ পাইপে তামাক ভরল। চ্যানি বেঞ্চিতে পা তুলে বসে ওর চমৎকার বুটজোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দারুণ জায়গা এটা, ওয়েন। প্রচুর চারণভূমি, অঢেল পানি—যে কেউই কিছু জমি নিয়ে এখানে জমিয়ে বসতে পারে।'

এরিখ স্বীকার করল। 'ঠিক বলেছ। এটা এই অঞ্চলের সেরা জায়গাগুলোর একটা।'

'তুমি হয়তো এখানেই থেকে যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছ।' ধূর্ত চোখে চাইল চ্যানি ওর দিকে।

'না,' এরিখ ওকে আশ্বস্ত করল। 'প্রচুর আছে এখানে। তোমার চাহিদার চেয়ে বেশি।'

'হাহ্! আমার চাহিদা শুধু একটা খামারেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি আরও

বেশি চাই।'

এরিখ অন্ধকার বাঙ্কহাউসে ঢুকে নিজের বিছানায় বসে পা থেকে বুট খুলতে লাগল। গাস নড়ে উঠল ওর বিছানায়। 'বক বক করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে, না?'

'তুমি একা এলেই পারতে, গাস।'

'অনেক দিন ধরে আছি এক সাথে,' কৈফিয়ত দিল গাস। 'নগোলেসের পথে একবার গুলি খাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল আমাকে। ওটা ভুলতে পারি না।'

এরিখ জামা খুলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে ফটকের সামনে ওয়েন্ডি আর বাটলারের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা গেল। ওয়েন্ডিকে চুমু খেলো বাটলার, তারপর ফটকের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। উপত্যকার পথে ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল কিছুক্ষণ, মিলিয়ে গেল এক সময়। একটা শূন্যতার অনুভূতি এসে আচ্ছন্ন করল এরিখকে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল ও।

চ্যানি বিয়ারি উঠে ওয়েন্ডির কাছে গেল আবার। কথা বলল ওর সাথে। ওয়েন্ডি চ্যানির সুদর্শন মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা শুনল। এরিখ জানালা থেকে সরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অবসাদ বোধ করছে সে, হতাশাও।

গাস বাঙ্ক থেকে উঠে জানালার কাছে গেল। 'আবার শুরু করেছে!' বিরক্তি প্রকাশ করল ও। 'গাধা কোথাকার!'

'গাধা হলেও,' এরিখ মন্তব্য করল, 'সুদর্শন। সাহসীও অবশ্য, কথায় কথায় গুলি করার বড়াই বাদ দিলে আকর্ষণীয়ও।'

গাস নিজের বাঙ্কে এসে শুলো। সিগারেট জ্বালাল একটা। প্রতিবার সিগারেট টানতে গিয়ে মৃদু আলোয় ওর পোড়-খাওয়া চোখ এরিখকে পর্যবেক্ষণ করল।

'একদিন ভাল হয়ে যাবে ও,' মৃদু স্বরে বলল গাস।

'আমারও তাই বিশ্বাস,' এরিখ একমত হলো।

এরিখের দিকে পাশ ফিরল গাস। সিগারেটের আলোয় এরিখ অসংখ্য ভাঁজে-ভরা ওর মুখখানা দেখতে পেল।

'আমার মনে হয়,' কথা বলল গাস, 'তুমি পছন্দ করো মেয়েটাকে। যতটুকু প্রকাশ করো, তার চেয়ে বেশি।'

'হতে পারে।'

'তাহলে এগোচ্ছ না কেন?'

'মেয়েদের ব্যাপারে আমি ততটা চালু নই, গাস।'

গাস বিরক্তি প্রকাশ করল ঘোঁৎ করে। 'ও তোমাকে পছন্দ করে।'

'অবশ্যই!' বলল এরিখ। 'মানুষ তো একটা ঘোড়াকেও পছন্দ করে।'

'কিস্‌সু জানো না তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে।' গাস ওকে নাকচ করে দিল।

এরিখ হাসল। 'তুমি প্রচুর জানো মনে হচ্ছে?'

'দু'বার বিয়ে করেছি।' হাসল গাসও। 'কারও সাথে থাকতে পারিনি। হয়তো আমার নিজের দোষেই। মেয়েদের স্বভাবই হলো পুরুষদের চালনা করতে চাওয়া, অন্তত যাদের ওরা পছন্দ করে। প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই ওদের নিজস্ব কিছু মতামত থাকে। আদর্শও বলতে পারো। নিজেদের মতাদর্শের কাছাকাছি পুরুষই ওদের পছন্দ। ওরকম কাউকে পেলে, কিছুটা হলেও--তারা ভালবাসে, বিয়ে করে এবং বাকি জীবনটা ব্যয় করে ওর অসম্পূর্ণতাকে নিজের আদর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণতা দিতে। কিন্তু মজা কি জানো? ওরা তাতে কোনদিনই সফল হয় না।'

এরিখ কোনও মন্তব্য করল না। দরজা ঠেলে চ্যানি এসে ঢুকল। নিজের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল সে কাপড়চোপড় না পাল্টেই।

এরিখ চোখ মুছল। ওয়েন্ডিকে ঘিরে রঙিন স্বপ্ন দেখছে চ্যানি বিয়ারি। এটা বাটলার সহজভাবে নেবে না। এবং, এরিখ ভাবল, ও নিজেও কি তা নেবে?

পাঁচ

গাস ল্যামেল আর চ্যানি বিয়ারি পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নতুন গরু নিয়ে আসার জন্য বেরিয়ে গেল। দুপুরের দিকে এরিখ জিস্টারের পিঠে জিন চাপাচ্ছে, এমন সময় দক্ষিণ দিক থেকে গোলমালের শব্দ ভেসে এল। এরিখ কান খাড়া করল। মানুষের গলার আওয়াজ নয়, বরং ঘন করে খুঁটি গেড়ে তৈরি-করা বেড়ার গায়ে খুব দ্রুত কাঠি ঘষলে যে রকম খটাখট শব্দ হয়, অনেকটা সে রকমের আওয়াজ।

ওয়েন্ডি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। 'কি হলো, এরিখ?'

'বজ্রপাত মনে হয়।'

ওয়েন্ডিকে না বললেও, কিসের শব্দ এরিখ বুঝতে পারল। এ ধরনের শব্দ অচেনা নয় ওর। যুদ্ধের সময় এই শব্দ ওকে এত বেশি শুনতে হয়েছে যে, ভুল করার প্রশ্নই ওঠে না। দোল খেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ল ও। ওয়েন্ডির কাছে এগিয়ে এল।

'আমি পাইনস ভ্যালিতে যাচ্ছি।'

'ওটা গুলির শব্দ, না?'

'হ্যাঁ, ম্যাম,' এরিখ স্বীকার করল। 'চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকো।'

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ও, উপত্যকার রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তারপর দ্রুত এগিয়ে চলল দক্ষিণে।

ভ্যালি থেকে আধমাইলটাক দূরে থাকতেই ভ্যালির প্রবেশ মুখ দিয়ে পাক খেয়ে বেরিয়ে-আসা ধুলোর মেঘ দেখতে পেল ও। মেঘের ভেতর হতে মেঘগর্জনের মতই ভীত-সন্ত্রস্ত, ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের চিৎকার শোনা গেল। আচমকা সূর্যালোকে একটা কিছু ঝিক করে উঠল এবং সাথে সাথেই একটা রাইফেলের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল ওর। একটা লোক মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাতে দাবাতে। ছুটতে ছুটতে সে একবার পেছন ফিরে গুলি করল। তারপর এরিখের দিকে ঘোড়া ছোটাল। এরিখের হাতে স্পেন্সারটা বেরিয়ে এসেছে স্যাডলবুট থেকে।

গরুগুলো দক্ষিণ দিকে ছুটেছে। তাদের খুরের দাপটে উপত্যকার শুকনো মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ছে। এরিখের দিকে এগিয়ে-আসা ঘোড়সওয়ার হঠাৎ কোল্ট উঁচিয়ে ধরল। খিস্তি করল এরিখ, ঘোড়া ঘুরিয়ে দূরে সরে গিয়ে স্পেন্সার তাক করল লোকটার দিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'আমি ক্রস অ্যারোর লোক। কি হচ্ছে এখানে?'

লাগাম টেনে ঘোড়ার গতিরোধ করল অশ্বারোহী। 'আমি জ্যাক মূন। রবার্ট বাটলারের কাউবয়। বস আমাকে আর জনকে এখানে গরুর পাহারায় রেখে গিয়েছে,' থামল ও। 'জন মারা গেছে।'

'কি হয়েছে?' এরিখ ধাবমান গরুগুলোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে জানতে চাইল।

'যা ঘটেছে, তা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।' জ্যাকও ওর পেছনে ছুটতে ছুটতে জবাব দিল। 'আমি আর জন ঘরের ভেতর বসে খাচ্ছিলাম। হঠাৎ পরপর দুটো গুলি এসে বিঁধল বেড়ায়। ব্যাপার কি বুঝে ওঠার আগেই বাইরে মানুষের গলা শুনলাম। গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিচ্ছে কেউ। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা। আচমকা একটা গুলি এসে বিঁধল জনের মাথায়। ও পড়ে গেল, আর আমি সাহায্যের আশায় গরুগুলোর আগেই বেরিয়ে এসেছি। চা[illegible]জন, গরু তাড়িয়ে এনেছে। সবাই মুখোশধারী।'

জ্যাকের কথা শেষ হতেই সামনে ধাবমান গরুর পেছনে উড়তে-থাকা ধুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মুখোশধারী। ঘুরে পর পর দু'বার গুলি করল লোকটা। এরিখ স্পেন্সার তুলল। পাল্টা জবাব দিল সে-ও। লোকটা ঝাঁকি খেল, বাঁ কাঁধ খামচে ধরল এক হাতে, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে গরুর পেছনে উড়তে-থাকা ধুলোর মেঘের ভেতর ঢুকে পড়ল আবার।

আরেকজন মুখোশধারীকে দেখা গেল। হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে লোকটা। গুলি করল সে। এরিখের মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। জ্যাক মূন কোল্ট হোলস্টারে ভরে রাইফেল তুলতে গেল। হঠাৎ পাহাড়ের দিক থেকে আরেকটা রাইফেলের গর্জন ভেসে এল। জ্যাকের ঘোড়া চলতে চলতে পিছলাল কয়েকবার, থমকে গেল হঠাৎ, তারপর ছুঁড়ে ফেলল আরোহীকে।

এরিখ দ্রুত গুলি করল পরপর কয়েকবার। কিন্তু মুখোশধারী কোমাঞ্চিদের মতই চতুর। বাউলি কেটে ধুলোর মেঘের ভেতর ঢুকে গেল সে, পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এল আবার। গুলি করল এরিখকে তাক করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো বুলেট, ধুলোর ভেতর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

এরিখ ঘোড়া ঘুরিয়ে জ্যাকের কাছে গেল। গরুগুলো প্রায় সিকি মাইল দূরে চলে গেছে ততক্ষণে। তাদের খুরের শব্দ আর ক্রুদ্ধ চিৎকারে উপত্যকার বাতাস ভরে রয়েছে।

জ্যাককে গুলি করেছিল যে লোকটা, পাহাড়ের খালি মতন জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এল এবার। স্যাডলের ওপর মাথা নিচু করে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঘোড়া ছোটাল সে দ্রুত। এরিখ দেখল ওকে, স্পেন্সার তুলল গুলি করার জন্যে, কিন্তু তার আগেই লোকটা কয়েকটা গাছের আড়ালে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জ্যাকের দিকে মনোযোগ দিল ও। কাত হয়ে পড়ে থাকা কাউবয়কে সোজা করে শোয়াল। কপালে গুলি খেয়েছে পাঞ্চার, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। জ্যাক চোখ মেলল, পা নাড়াতে চাইল। 'ঈশ্বর! মারাত্মক আহত হয়েছি আমি!' কাশল সে। কাশির সাথে বেরিয়ে আসা তাজা রক্তে এরিখের শার্ট ভিজে গেল।

আহত লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকল সে। 'চিনতে পেরেছ কাউকে?'

জ্যাক আবার কাশল। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে ওর। 'মুখোশধারী ছিল···ওরা।' ওর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল। হাসল সে বিকৃতমুখে। 'বুলেরান থেকে অ্যাপোমেটক্স পর্যন্ত···যুদ্ধ করেছি। কখনও আহত···হইনি।··· মওার ব্যাপার···তাই না?'

এরিখ ওর মুখ থেকে রক্ত মুছে দিল। 'কাউকে চিনেছ তুমি?'

'···রাইল···রাইল···' জ্যাকের মাথা পেছন দিকে এলিয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল। তাকিয়ে আছে সে এরিখের দিকে। এরিখ বুঝতে পারল, ওকে দেখছে না আর কাউপাঞ্চার।

দক্ষিণ দিকে তাকাল ও। যতদূর চোখ যায়, এবড়োখেবড়ো পথে উড়ন্ত ধুলোর ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ ছাড়া গরুর কোন চিহ্ন নেই। টুপি ঠেলে দিল সে

পেছন দিকে, মুখ থেকে ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা শীতল অথচ কঠিন ক্রোধের অনুভূতি দানা বেঁধে উঠতে লাগল ওর ভেতরে। চোখের সামনে জ্যাকের মৃত্যু ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে মানুষ কি অকারণেই না মানুষকে খুন করতে পারে। কিছুক্ষণ আগেও ওর মধ্যে একধরনের অনিশ্চিতভাব ছিল। ওয়েন্ডির হয়ে ওর র‍্যাঞ্চে কাজ করতে সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত সে টিকতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে তার মন সন্দেহমুক্ত ছিল না পুরোপুরি। কিন্তু এখন এই অনর্থক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা অনুভব করছে ও। এই অর্থহীন হত্যাকাণ্ডের হোতা যারা, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে ও, প্রতিজ্ঞা করল।

মৃত লোকটাকে তুলে নিয়ে জিস্টারের পিঠে স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখল এরিখ। তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে উপত্যকায় প্রবেশ করল। একটা গরুও, দেখল সে, রেখে যায়নি তস্করেরা। একটা লোক পড়ে আছে কুটিরের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে। মৃদু বাতাস লোকটার সুন্দর সোনালি চুলে বিলি কাটছে। ওর ডান হাতে একটা চামচ, চামচে কিছু বীন। খাওয়ার সময় পায়নি লোকটা। তার আগেই ঘাতকের বুলেট চিরদিনের জন্যে ক্ষুধামুক্ত করে দিয়েছে ওকে। একটা তিক্ত স্বাদ এরিখের গলার ভেতর থেকে মুখে উঠে এল।

কুটিরের ভেতর ঢুকল ও। পোড়া সীমবিচির গন্ধে গন্ধে জায়গাটা ভারি হয়ে আছে। স্টোভ থেকে সীমবিচির পাত্রটা তুলে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল এরিখ। তারপর একটা কোদাল হাতে বেরিয়ে এল কুটির থেকে।

লেকের কাছাকাছি উঁচু একটা ঢিবির ওপর দু'জনের উপযোগী কবর খুঁড়তে শুরু করল ও। ভেতর থেকে দলা পাকিয়ে উঠছে একই সাথে ক্রোধ এবং ঘৃণা; অসুস্থ বোধ করছে ও।

দু'জনকে কবর দিয়ে চারদিক থেকে পাথর খণ্ড কুড়িয়ে এনে কবরের ওপর বিছিয়ে দিল এরিখ। তারপর জিস্টারকে নিয়ে র‍্যাঞ্চের পথ ধরল।

ওয়েন্ডি অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। ওর জামায় রক্তের দাগ দেখে নিচুস্বরে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে, এরিখ?'

'গরুচোর,' এরিখ শান্তকণ্ঠে বলে গেল, 'পাইনস ভ্যালিতে হানা দিয়ে সবগুলো গরু নিয়ে গেছে। বাটলার ছিল না, ওর লোক ছিল দু'জন। খাচ্ছিল, এমন সময় ওরা আক্রমণ করে। বাধা দিতে গিয়ে দু'জনই মারা গেছে। জন রাফ সাথে সাথেই, আর জ্যাক মূন কয়েক মিনিট পরে।' ওয়েন্ডির দিকে চাইল ও কথা শেষ করে।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মেয়েটা। 'কারা ওরা, ওয়েন?' দুই হাতে নিজের বুক বেঁধেছে ও।

এরিখ কাঁধ ঝাঁকাল। 'চার-পাঁচজন ছিল—প্রত্যেকেই মুখোশধারী। গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণে খাঁড়ির দিকে। আমি জন আর জ্যাককে কবর দিয়ে এসেছি।'

ওয়েন্ডি বুক থেকে হাত নামাল। 'আমি অবাক হব এরপরও কেউ থাকতে চাইলে।'

এরিখ নিচের উপত্যকার দিকে তাকাল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। 'আমি থাকছি,' বলল সে। 'যদি একাও থাকতে হয়।'

করালে গিয়ে ঢুকল ও। ঘোড়া বেঁধে বেরিয়ে এল একটু পরে। বাড়ির ভেতর ঢুকে ওয়েন্ডির কাছে গিয়ে বলল, 'আমি ওদের অনুসরণ করব ভাবছি।'

'একা?' ওয়েন্ডি অবাক হলো। 'গাস আর চ্যানি আসুক।'

'অনেকদূর চলে গেছে ওগুলো,' মাথা নাড়ল এরিখ। 'পাওয়া যাবে না। তবে খুঁজলে কিছু তথ্য হয়তো—'

'না।' রাজি হলো না ওয়েন্ডি। 'প্রয়োজন নেই, এরিখ। এই অর্থহীন গামেলায় আমি আর থাকব না ভাবছি।'

এরিখ ওয়েন্ডির গালে আঙুল বুলাল আলতো করে। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না, ম্যাম। এর শেষ দেখবে বলেছিলে, মনে নেই? আমিও শেষ দেখতে চাই।'

'কিন্তু তোমাকে খুন হতে দেখতে চাই না আমি।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মেয়েটা।

এরিখ হাসল। 'আমাকে খুন করা ওদের জন্যে সহজ হবে না। যাই হোক, গাটলার এলে অপেক্ষা করতে বলো। আমি ঠিকই ফিরে আসব। ভাল কথা, তোমাদের এদিকে রাইল নামের কেউ আছে?'

'কেন?'

'জ্যাক মূন মারা যাবার আগে এই নাম উচ্চারণ করেছিল।'

'না।' ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। 'আমার জানা নেই।'

এরিখ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। করাল থেকে ঘোড়া বের করে উপত্যকার উৎরাই বেয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল। অপরাহ্নের দিকে উপত্যকার শেষ মাথায় উপস্থিত হলো ও। গরুগুলোর পায়ের দাগ এখনও তরতাজা।

উপত্যকার শেষ মাথায় খাঁড়িটা। গরুর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে খাঁড়ির ভেতর নামল ও। স্বচ্ছ, খরস্রোতা কিন্তু অগভীর খাঁড়ি। গরুগুলো খাঁড়ি পেরিয়ে অপর পাড়ে গিয়ে উঠেছে। এরপর এগিয়ে গেছে পাড় বেয়ে সামনের দিকে। নরম বালুর ওপর তাদের খুরের গভীর ছাপ ধরে এগোল

এরিখ, একটা উঁচু দেয়াল বেষ্টিত ক্যানিয়নে গিয়ে পৌঁছল। ঝোপঝাড় আর কাঁটা গুল্মে পরিপূর্ণ ক্যানিয়নের ভেতরটা। উরুর ওপর স্পেন্সারটা আড়াআড়িভাবে রেখে জিস্টারকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ও।

সন্ধে হবার কিছু আগেই এবড়োখেবড়ো পাথরে ভর্তি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছল ও। ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল পাথুরে জমিতে। অনুর্বর জায়গাটাকে দেখে মনে হয়, ওখানে কখনও কোন গরু বা ঘোড়ার পা পড়েনি। পাথুরে ভূমির ওপর দিয়ে আরেকটু সামনে গিয়ে তিনটি ক্যানিয়নের মুখের সংযোগস্থলে উপনীত হলো সে। বাইরে থেকে সবগুলো ক্যানিয়নের ওপর চোখ বুলাল, তারপর একটার ভেতরে ঢুকল। কিন্তু ওটা একটা বক্স ক্যানিয়ন, গরু রাখার মত জায়গা নেই ওটার মধ্যে।

বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় ক্যানিয়নে ঢুকল ও। এটা আগেরটার চেয়ে সুপরিসর। কিন্তু প্রস্তরবিহীন নরম বালুর জমিতে গরুর পায়ের ছাপ দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে এসে তৃতীয় ক্যানিয়নটাতে ঢুকল। ঘন ঝোপঝাড়ে ঠাসা বিরাট ক্যানিয়নটা ঢালু হয়ে পশ্চিম দিকে নেমে গেছে। এরিখ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল, বাঁধল ওটাকে একটা গাছের সঙ্গে, তারপর সাবধানে চোখ বুলাল ক্যানিয়নের দেয়ালে। ওত পেতে থাকা শত্রুর সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না ও। আস্তে আস্তে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কোনমতে পথ করে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল। সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই। ক্যানিয়নের ভেতর অন্তিম গোধূলির ধূসরতাও ক্রমঅপসৃয়মান। একটু পরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে আসবে। এ সময় একটা খাড়া পাহাড়ের ঝুলের নিচে পাথুরে ঢালের ওপর ধ্বংসাবশেষটা চোখে পড়ল ওর। ঝুলের গায়ে অজস্র গুলির দাগ; তামাটে রঙ ধারণ করেছে জায়গাটা বারুদ আর ধোঁয়ার আঁচে।

এরিখ ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল। ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরগুলোর গায়ে শেষ সূর্যের রঙিন আলো পড়ে উজ্জ্বল হলুদ আর গোলাপী আভা ফুটেছে। বিস্ময় বোধ করল ও। কতকাল ধরে এসব এভাবে পড়ে আছে কে জানে! ওর নিঃসঙ্গ চলার পথে সে এর আগেও অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখেছে, কিন্তু এ রকম ব্যাপক আর দেখেনি। ঘরগুলোর প্রত্যেকটিরই ধসে পড়ার অবস্থা হয়েছে। কিছু কিছু ঘরের ছাদ ধসে পড়ে ভেতরে ঢোকার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। এরিখ অভিভূত হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে ঘরগুলোর সামনে যেটুকু পথ, সেটুকু দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল ও। সমাধিস্থানের স্তব্ধতা চারদিকে। ঢালের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচে ক্যানিয়নের দিকে চাইল সে। শান্ত, নিরিবিলি ক্যানিয়নের বুক। জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ও।

কিছুই নেই, তবু কেমন যেন একটা শিরশিরে ভাব অনুভব করছে ও মেরুদণ্ডে। মনে হচ্ছে, কেউ কোথাও লুকিয়ে থেকে চোখ রাখছে ওর ওপর। গা ছম ছম করে উঠল ওর। এর আগেও, এরকম জনপ্রাণীবিহীন পোড়ো বাড়িতে ঢুকে ওর একই অনুভূতি হয়েছে।

হঠাৎ একটা ঘরের ওপর ওর দৃষ্টি সেঁটে গেল। লেখার মত কিছু আঁকিবুঁকি ওখানে। এগিয়ে গেল ও। আঁকিবুঁকিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখে। দেয়াল কুঁদে লেখা, পড়ল ও:

'জেফ ক্লীন। মারা যাচ্ছি এখানে। ঈশ্বর রক্ষা করুন আমায়। খাবার নেই, পানি নেই। চারদিক থেকে অ্যাপাচিরা ঘিরে ফেলেছে।'

এরিখ সবচেয়ে কাছের ঘরটার ভেতরে উঁকি দিল। চমকে উঠল ও। একটা কঙ্কাল! পড়ে আছে ঘরটার এক কোণে। ধুলোর স্তর পড়েছে কঙ্কালটার সারা গায়ে। পাশে দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া মরচে ধরা একটা রাইফেল।

'জেফ ক্লীন!' অস্ফুটস্বরে নিজেকে শোনাল ও। মাথা থেকে টুপি খুলে হাতে নিল।

ঢাল থেকে নেমে আসতে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে ধ্বংসস্তূপটাকে বার কয়েক দেখে নিল ও। সম্ভবত জেফ ক্লীনের মৃত্যুর পর ওই প্রথম মানুষ, যে এখানে এসেছে, অনুমান করল ও। এটার খবর আর কেউ জানে না। সিদ্ধান্ত নিল, যদি কখনও আবার ওকে নিরাশ্রয় হতে হয়, এখানেই আসবে। মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলার জন্যে এরকম একটা আশ্রয়ের দরকার ওর। দ্রুতপদে হেঁটে জিস্টারের কাছে চলে গেল ও।

ঘোড়ায় চড়ে উত্তরের পথ ধরল এরিখ। গরুগুলো কোথায় হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। ক্যানিয়নের ভেতর অন্ধকার জমে আসছে দ্রুত, খোঁজাখুঁজির সময় আর নেই। আরেকদিন এসে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল এরিখ। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, চাঁদের ক্ষীণাভাস মাত্র ফুটেছে পুবাকাশে। ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চের মালিকের ঘর থেকে বাতির হলুদ আলোর আভাস দেখা গেল। ও গেটের কাছে আসতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল রবার্ট বাটলার। এরিখের মুখোমুখি হলো লালচুলো র‍্যাঞ্চার।

'কোন সূত্র পেয়েছ?'

'না।' ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এরিখ। 'দক্ষিণ দিকে' বলল সে। 'খাঁড়ির ভেতর দিয়ে লম্বা একটা ক্যানিয়ন পর্যন্ত ট্র্যাক অনুসরণ করতে পেরেছিলাম। একটা পাথুরে জমিতে গিয়েই মিলিয়ে

গেছে ছাপ। দেখে মনে হয় আচমকা গরুগুলোর ডানা গজিয়েছিল, উড়ে গেছে ক্যানিয়নের উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়ে।'

'ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের কথা বলছ তুমি। ওটার পরেই বিগ স্টোন ক্যানিয়ন। আমার মনে হচ্ছে, ওদিকেই গেছে গরুগুলো।'

'না,' এরিখ দ্বিমত পোষণ করল। 'ট্রেইলটা ওখানেই হারিয়ে গেছে। আমি ভালভাবে খুঁজে দেখেছি।'

'অতগুলো গরু গেল কোথায়?'

'জানি না,' এরিখ সিগারেট রোল করল।

ওর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল বাটলার। 'তোমাকে দেখে কিন্তু খুব বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল ও।

এরিখ সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। উগ্র লোকটার দিকে সরু চোখে তাকাল। 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তোমার মত রকস্প্রিঙে বসে ফুর্তি করে সময় কাটাইনি। তাছাড়া,' সিগারেটের ছাই ঝাড়ল ও, 'তোমার চাকরি করছি না আমি, বাটলার।'

রাগে লাল হয়ে গেল লালচুলোর মুখ। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে গেল ও। 'তোমার কথা-বার্তা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'তাহলে শুনো না,' মৃদু হাসল এরিখ। 'চ্যাপম্যান শহরে ছিল?'

'ছিল।'

'ডগ, জো, ওক?'

'জো ছাড়া সবাই ছিল।'

'চ্যাপম্যানের কাজের লোক কতজন হবে?'

'হবে পনেরো থেকে বিশজন,' জবাব দিল বাটলার। 'ওর র‍্যাঞ্চটা বড়, শহর থেকে কিছুটা দূরে। এছাড়া কয়েকটা চারণভূমি রয়েছে ওর।'

'তাহলে এর মধ্যে ও ছিল না বলে ধরে নেয়া যায়,' হাত দিয়ে টুপিটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিতে দিতে মন্তব্য করল এরিখ। 'অবশ্য আমাদের জানার বাইরেও ওর আরও কেউ থাকতে পারে।'

'আমার একটা গরুও ফিরে পাইনি আমি,' বাটলার অভিযোগ করল। 'কি করব বুঝতে পারছি না।'

'তোমার একারই শুধু এ অবস্থা নয়,' এরিখ বলল মৃদু কণ্ঠে, 'আমাদের সবারই তাই।'

'আমাদের?' বাটলার সরুচোখে চাইল এরিখের দিকে।

'কি বলতে চাচ্ছি ঠিকই বুঝেছ তুমি। আমি মিস ক্লে'র কাজ করছি। পাইনস ভ্যালিতে ওর গরুও ছিল। ছিল না?'

'হুঁ।' লালচুলো প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'নতুন লোক দু'জন গরু নিয়ে কখন

ফিরবে?'

'দু'দিনের মধ্যে।'

'যদি ফেরে, তাই না?'

'ঠিকই ফিরবে,' ওয়েন্ডির প্রতি চ্যানি বিয়ারির মনোভাবের কথা স্মরণ করল এরিখ।

'ফিরলেই ভাল।' ঘরের দিকে পা বাড়াল বাটলার। 'গরুগুলো কি আবার খুঁজতে যাবে ভাবছ?' ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন করল ও আবার।

এরিখ জিস্টারকে নিয়ে করালের দিকে যেতে যেতে বলল, 'তাছাড়া আর কি করার আছে?'

করালে ঢুকে জিন খসাল ও জিস্টারের পিঠ থেকে। ভাল মত দলাই মলাই করে খেতে দিল ওটাকে। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে কিচেনের দিকে গেল। কপাটে মৃদু টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও।

ওয়েন্ডি উনোনের ধারে বসা, লাল হয়ে আছে ওর মুখ। এরিখ ঢুকতেই ফিরল ও, হাত দিয়ে কপালে এসে পড়া চুলের গোছা ঠিক করে নিতে নিতে চকিতে একবার বাটলারের দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর জন্যে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিল। খেতে শুরু করল এরিখ, বুঝতে পারল, ওর আগমনে বাটলারের প্রেমালাপে ব্যাঘাত ঘটেছে। খেতে খেতে ওয়েন্ডিকে কাজের বিবরণ শোনাল ও। তার বক্তব্য শেষ হতেই ওয়েন্ডি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি আর এসব চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি না, ওয়েন। এসব অর্থহীন।'

এরিখ জবাব দেবার আগেই বাটলার দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমরা চালাব, ওয়েন্ডি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

কিছুই বলল না এরিখ। খাওয়া শেষ করে পাইপ ধরাল ও। আজকের হামলায় বাটলারের শেষ দু'জন লোকও মারা গেছে। কিন্তু, আশ্চর্য বোধ করল ও, এ পর্যন্ত একবারও বাটলার সে কথা তোলেনি। এরিখ মনে মনে স্বীকার করল, বাইরে থেকে লোকটাকে যতই উষ্ণ দেখাক, আসলে ওর ভেতর একটা কঠিন শীতল ভাব আছে।

বাঙ্ক হাউসে এসে নিজের স্পেন্সারটা পরিষ্কার করতে বসল এরিখ। মাঝে মাঝে কিচেনের দিকে তাকাচ্ছে সে ওখান থেকে। ওদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সামান্য ঈর্ষা বোধ করল এরিখ। পরক্ষণেই অবাক হলো নিজের মনোভাব টের পেয়ে। এর কোনই অর্থ হয় না, নিজেকে শাসন করল ও। ওয়েন্ডি ওকে সামান্যতম প্রশ্রয়ও দেয়নি এ ব্যাপারে। জোর করেই ঈর্ষাবোধটাকে সরিয়ে দিল এরিখ ভেতর থেকে।

ধীরে-সুস্থে কাজ করতে লাগল ও। যত্নের সাথে ঘষে ঘষে সাফ করল অস্ত্রটাকে, এরপর ভাল করে মুছে নিয়ে খাপে ঢুকিয়ে পাইপে তামাক ভরল।

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বেঞ্চির ওপর বসল ও। চাঁদ এখন অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে অনতিদূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো। মৃদু বাতাস বইছে মাঝে-মধ্যে। বাটলার এবং ওয়েন্ডির কথা-বার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে শুনতে হঠাৎ চমকে উঠল ও। ওয়েন্ডি রেগে গেছে।

উঠানে নামল এরিখ। ওয়েন্ডি তার ঘরের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে। বাটলার প্রস্থানোদ্যত।

'এটাই যদি হয় তোমার মনের কথা, তাহলে এখানে ফালতু সময় নষ্ট না করে আমি আমার নিজের কাজে মন দেব। সেটাই ভাল হবে আমার জন্যে,' যাবার আগে ওয়েন্ডিকে শোনাল লালচুলো।

'আমার বাবার সঙ্গে তোমার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল,' সমান তেজে জবাব দিল মেয়েটি। 'সে জন্যে আমার কাছে বিশেষ কোনও সুবিধা দাবি করতে পারো না।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে জানো। আমার সম্বন্ধে সবসময় ভাল ধারণাই পোষণ করতে। করতে না?'

'করতাম। এখন তা পাল্টেছে, এমনও নয়। তবে তুমি একটা বিষয় বুঝতে চাইছ না যে, বাবার মৃত্যুর পর থেকে কোন ব্যাপারেই ঠিকমত চিন্তা করতে পারছি না আমি।'

'ঠিক আছে, তোমাকে সময় দিচ্ছি।'

এরিখ চলে আসার জন্যে পা বাড়াল। এটা ওদের সাময়িক কলহ, মিটে যাবে ফের, ভাবল ও।

ওয়েন্ডি ঘরে ঢুকে গেল। বাটলার দ্রুত হেঁটে এরিখের পাশে চলে এল। 'তুমি আমাদের কথা শুনছিলে?' রুক্ষস্বরে জানতে চাইল ও।

'না।' এরিখ মাথা নাড়ল। 'তবে তোমাদের তর্কাতর্কি শুনলাম।'

'আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না, ওয়েন।' হুমকি দিল লালচুলো।

এরিখ হাসল, 'আজ সারাটা সন্ধে ধরেই তুমি তেতে আছ, বাটলার।'

'তার কারণও আছে।'

'বেশ,' উৎসাহ দিল এরিখ। তারপর বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'এখন দয়া করে বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করো।'

বাটলার জ্বলে উঠল। ওয়েন্ডির ঘরের দিকে চাইল ও, 'মনে হয়, আমার চলে যাবার অপেক্ষায় আছ তুমি?'

'ঠিক ধরেছ,' হাই তুলল এরিখ, 'আমি ঘুমুতে যাব।'

থুতু ফেলল বাটলার, 'আমার হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা

করলে তোমাকে স্রেফ খুন করে ফেলব।'

এরিখ রাগল না। 'যা তুমি শেষ করতে পারবে না,' লালচুলোকে পরামর্শ দিল ও, 'তা কখনও শুরু করতে যেয়ো না, বাটলার।'

ডান হাত পিস্তলের বাঁটের দিকে বাড়াল বাটলার। এরিখ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মিশে গেল ওর গায়ে। খপ করে ওর কবজি ধরে ফেলল একহাতে, সাথে সাথেই বের করে ফেলল নিজের কোল্ট। ঠেসে ধরল ওটা লালচুলোর পেটে। 'দেখলে তো?'

বাটলারের হাত ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল ও। খাপে ঢোকাল পিস্তল। বাটলারের হাত তখনও পিস্তলের বাঁটে। ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করল লালচুলো। তারপর খালিহাত ফিরিয়ে আনল কোমরের কাছ থেকে। চোখের দৃষ্টিতে এরিখকে ভস্ম করতে চাইল সে।

এরিখ নির্বিকার। ঠোঁটের কোণে সামান্য বাঁকা হাসি ওর।

'গোল্লায় যাও!' খিস্তি করল বাটলার। ওয়েন্ডির ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল সে চোখ নাচিয়ে। 'অপেক্ষা করছে ও তোমার জন্যে। ওই তৃতীয় শ্রেণীর বেশ্যাটা...'

কথা শেষ করতে পারল না লোকটা, কাঁধের ওপর প্রবল ধাক্কা অনুভব করল। কি হচ্ছে বুঝে ওঠার আগেই নিরেট ঘুঁসিটা ওর চোয়াল থেঁতলে দিল। পর মুহূর্তেই তলপেটে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল সে। প্রায় সাথে সাথেই কপালে আরেকটা ঘুসি খেয়ে উল্টে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল।

এরিখের শীতল গলা কানে এল বাটলারের, 'একজন মহিলা সম্পর্কে কিভাবে কথা বলতে হয় তা যদি না জেনে থাকো, শিখে নিয়ো। নইলে ওর ধারে-কাছেও যেন আর তোমাকে না-দেখি।'

ঠোঁটের কোণ বেয়ে নেমে আসা রক্ত মুছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বাটলার। এরিখের দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল। তারপর ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। ঘোড়ায় উঠে নির্মমভাবে স্পার দাবাল সে ওটার পেটে। চমকে উঠল ঘোড়াটা, ঘোঁৎ করে নাক ঝেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল দ্বিতীয়বার গুঁতো খাবার ভয়ে।

ওয়েন্ডি বেরিয়ে এল বারান্দায়। 'কি হয়েছে, এরিখ, ওর সাথে?'

এরিখ এগিয়ে গেল ওর দিকে। 'কিছুই হয়নি,' মিথ্যে বলল ও। এসব কথা ওকে না জানালেও চলবে।

ওয়েন্ডির দিকে তাকাল এরিখ। নাইট ড্রেসের ওপর ধবধবে শাদা ঢিলে একটা পোশাক জড়িয়েছে মেয়েটা। এরিখের মুখ সামান্য লাল হলো। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে।

ওয়েন্ডি এগিয়ে এল। 'মাঝে মাঝে,' উদ্বিগ্ন স্বরে জানাল ও, 'আমাকে খুব চিন্তায় ফেলে দেয় বাটলার।'

'তোমার সঙ্গে কিসের ব্যবসার কথা বলল যেন?' এরিখ জানতে চাইল।

'এখন বুঝতে পারছি, আমি একটা ভুল করতে যাচ্ছিলাম,' জবাব দিল ওয়েন্ডি। 'ওর সাথে এনগেজমেন্ট হয়েছিল আমার। বাবার ধারণা ছিল দু'দিকের সম্পত্তি এক হলে ব্যবসা ভাল চলবে। এ ব্যাপারে কথাবার্তাও চালাচালি হচ্ছিল দুই পক্ষ থেকে। কিন্তু,' একটু থামল ও, 'ওটার ছুতো ধরে বাটলার খুব বেশি দাবি করছে আমার কাছে। আমি মত পাল্টেছি, তাছাড়া বাবাও মারা গেল এর মধ্যে···ও অনেক বদলে গেছে, এরিখ।'

এরিখ এগিয়ে গেল ওর দিকে, বারান্দার রেলিঙের ওপর রাখা ওর হাতের ওপর নিজের ডান হাত রাখল। ওয়েন্ডি হাত সরাল না।

'ওর ব্যাপারে চিন্তিত হবার দরকার নেই, ম্যাম। ও একটু বেশি কথা বলে, এই যা।'

ছয়

পরের কটা দিন এরিখ বলতে গেলে ঘোড়ার পিঠেই কাটাল। র‍্যাঞ্চের চারপাশে ঘুরে ফিরে জায়গাটাকে জরিপ করল ও। ভাল, সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চল, প্রচুর ঘেসো জমি, পানির অভাব নেই। যে কেউই আন্তরিকভাবে চাইলে এটা থেকে সোনা ফলিয়ে নিতে পারবে। বুড়ো ক্লে অভিজ্ঞ লোক ছিল, জায়গা চিনতে ভুল করেনি; চ্যাপম্যানও পাকা লোক, সন্দেহ নেই। গ্রাস করার জন্যে উপযুক্ত জায়গাই বাছাই করেছে সে।

এর মধ্যে ওয়েন্ডির সাথে ওর আর বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। ওই দিন রাতে ওকে চুমু খেয়েছিল এরিখ। ওয়েন্ডি বাধা দেয়নি, তবে সাড়াও যে দেয়নি, এরিখ তা বুঝতে পেরেছে। মেয়েটা সম্ভবত আড়ষ্টবোধ করছে কিছুটা, অনুমান করল ও। এই কদিনের মধ্যে খাবার টেবিলে টুকটাক কথাবার্তা ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোনও আলাপ-আলোচনা হয়নি।

গাস আর চ্যানির যেদিন গরু নিয়ে দক্ষিণ থেকে ফেরার কথা, সেদিন বেলা কিছুটা বাড়ার পর এরিখ ঘোড়া নিয়ে খাঁড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। গাস আর চ্যানি ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে। এরিখ গিয়ে ওদের গরুগুলোকে পানি খাওয়াতে দেখল। গরুগুলো কিছু সংকরসহ বেশিরভাগ হেয়ারফোর্ড, বাকি অল্প কয়েকটা দুরহাম।

গাস অভ্যর্থনা জানাল ওকে, বিক্রয়-রসিদ বের করে দেখাল, 'কোন ঝামেলা হয়নি। নেট হলওয়ে ভাল লোক। বেছে বেছে সেরাগুলোই আনতে দিয়েছে।'

'ওয়েন্ডি কেমন আছে?' চোখ নাচাল চ্যানি।

'খুব ভাল।' হুল ফোটাবার লোভ সামলাতে পারল না এরিখ। 'কেবল দুশ্চিন্তা করছিল গরুগুলো তোমরা ঠিকঠাকমত নিয়ে আসতে পারো কিনা।'

'উঁহুঁ,' পাল্টা হুল ফোটাবার চেষ্টা করল চ্যানি, 'মনে হচ্ছে, ও আমার অদর্শনেই উতলা হয়েছিল ওয়েন।'

'মোটেই না। তোমার অনুমান শক্তি এতই কম যে, প্রায় নেই বললেই চলে,' হাসল এরিখ।

জ্বলে উঠল চ্যানি বিয়ারি। গাসের দিকে তাকাল সে। গাসও হাসল।

'বাদ দাও,' কাজের কথা পাড়ল গাস। 'তারচে' বরং গরুগুলো নিয়ে যাই।'

ওরা গরুগুলোকে উত্তরে উপত্যকার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। উপত্যকায় প্রবেশ-পথের কাছাকাছি পৌঁছতেই ওদিক থেকে জনাছয়েক অশ্বারোহীর একটা দলকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে গরুর পালের সামনে চলে গেল এরিখ। অশ্বারোহীদের একজনকে চিনতে পেরেছে ও। ডগ লেইকার। নেতৃত্ব দিচ্ছে অশ্বারোহীদের।

কাছাকাছি হতেই লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল লেইকার। হাসল এরিখের দিকে চেয়ে, এমনভাবে, যেন ওদের মধ্যে কখনও কিছু ঘটেনি। এরিখ লক্ষ করল, ওর মুখ থেকে মারের দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি।

'তোমাদের সাথে কিছু গরু দেখছি?' হাসিমুখে বলল লেইকার।

'স্বীকার করছি, তুমি অন্ধ নও।'

অন্য লোকদের দিকে চাইল এরিখ। ওদের একজন জো রীভস, বাকি চারজন অপরিচিত। শক্ত সমর্থ কঠোর মনে হচ্ছে লোকগুলোকে। জো রীভস খানিকটা দূরে একপাশে থামিয়েছে ওর ঘোড়া।

এর মধ্যে গাস চলে এসেছে এরিখের পাশে। ডগ লেইকার সিগারেট রোল করল। 'বাটার বলগুলো,' চোখ নাচিয়ে গরুর পালের দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'কোথায় পেয়েছ?'

'নেট হলওয়ের কাছ থেকে কিনেছি,' জবাব দিল গাস। এরিখের দিকে ফিরল ও, 'চলো যাই।'

ডগ ওর লোকদের দিকে তাকাল, 'আমরা আবারও চেকিঙে বেরিয়েছি, এরিখ।' সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ও, 'কয়েকদিন আগে মি. চ্যাপম্যানের বিশ-তিরিশটা গরু হারিয়েছে। ওগুলো খুঁজছি আমরা। কিছু মনে কোরো না,

সম্ভবত এখানেও আমাদের খুঁজে দেখা উচিত।'

গরুর পালের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল এরিখ। 'এগুলোর গায়ে নেট হলওয়ের ব্র্যান্ড দেখতে পাবে। তাছাড়া, কাঁচা কাজ করেনি গাস। নেটের কাছ থেকে বিক্রির-রসিদও নিয়ে এসেছে।'

'তাই নাকি? ঠিক আছে।' নিজের লোকদের দিকে চাইল ও। 'তবু-এডি, জো, ম্যানিউ! এমনিই একটু চোখ বুলিয়ে নাও। এসেছি যখন।' এরিখের দিকে ফিরল সে, 'কি বলো?'

চ্যানি বিয়ারি পেছনে ছিল এতক্ষণ। ঘোড়া ছুটিয়ে এবার সামনে চলে এল। ডগ লেইকারের হুকুম তামিল করতে যাওয়া লোকগুলোর দিকে চাইল এক নজর, তারপর কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করল, 'কি হচ্ছে এসব?'

'কিছুই না,' ডগ সহজ কণ্ঠে জবাব দিল। 'এমনিই রুটিন চেক। কে ও, এরিখ?'

'চ্যানি বিয়ারি।'

'তুমি ওদের দিচ্ছ চেক করতে?' এরিখকে জিজ্ঞেস করল বিয়ারি।

'ক্ষতি কি, এতেই যদি ওরা খুশি হয়?' এরিখ নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'ডব্লিউ বারের লোকদের করার মত তেমন কোন কাজ নেই যখন।'

'আমি দিচ্ছি না,' বলেই পিস্তলের বাঁটে হাত দিল বিয়ারি। দুটো পিস্তল উঠে এল ওর দু'হাতে। ডগের দিকে তাক করে হুকুম করল, 'ওদেরকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে বলো, বাঁটকুল মিয়া। আমার হাত কাঁপছে, রাগে। গুলি ছুটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। তাড়াতাড়ি বলো।'

শীতলচোখে ওর দিকে চাইল ডগ। তারপর এরিখের দিকে ফিরল। 'তোমরা তাহলে পিস্তলবাজ ভাড়া করেছ?'

'মিস ক্লে ওদের কাজ করার জন্যে রেখেছে,' এরিখ জবাব দিল। চ্যানির দিকে চাইল ও, 'পিস্তল নামাও, চ্যানি।'

চ্যানি ভেংচি কেটে থুতু ফেলল। 'তুমি ভয়ে লেজ গুটিয়ে ফেলেছ। আমিই ব্যবস্থা নিচ্ছি তাই।'

লেইকার সামান্য নড়ে হাত তুলে নিজের লোকদের নিরস্ত করল। চ্যানির দিকে তাকাল সে। 'ওয়েন ভয় পায়নি, মিস্টার। কিন্তু তোমাকে হঠাৎ পিস্তল বের করতে বলল কে?'

'কেউ বলেনি। আমার ইচ্ছেতেই চলি আমি,' দাঁত বের করে হাসল ও। হুকুম পালিত হয়েছে দেখে খুশি। 'কেউ যেতে পারবে না গরুর কাছে।'

'ত্যাঁদোড় লোক, না? বেশ,' নিজের লোকদের দিকে ফিরল লেইকার, 'চলো তোমরা। আরেক সময় এ-ব্যাপারে কথা হবে।'

'আরেক সময় কেন? সাহস থাকলে এখনি বের করো পিস্তল!' আস্ফালন

করল বিয়ারি।

'আমি পিস্তলবাজ নই,' পিছিয়ে গেল ডগ।

গরুগুলো তত্ত্বাবধানের অভাবে পাল থেকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে শুরু করেছে। গাস ওগুলোকে সামলানোর জন্যে পেছনে চলে গেল। ডগ ঘোড়া ঘুরাল। নিজের লোকদের নিয়ে চলে যেতে শুরু করল ও। গজ পঞ্চাশেক যেতেই ওদের একজন আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে গুলি করল। মিস করল সে। বিয়ারি দ্রুত নড়ে উঠল। পিস্তল বের করে গুলি করতে গেল ও। এরিখ ওকে থামানোর জন্যে নিজের মাথার হ্যাট খুলে নিয়ে ওর পিস্তলে আঘাত হানল।

ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে চ্যানি বিয়ারি। এরিখের হ্যাটের আঘাত বুলেটকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করল। গজ দশেক দূরে মাটিতে বিঁধল গুলি। ধূলি উড়ল ওখান থেকে। বিয়ারি খিস্তি করল। এরিখের দিকে ফিরল সে। এরিখের হাতে পিস্তল।

'তুমি আবার নাক গলালে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বিয়ারি।

এরিখ শ্রাগ করল। 'এমনিতে যথেষ্ট ঝামেলায় আছি আমরা,' মাথা গরম ছেলেটাকে বোঝাবার প্রয়াস পেল ও। 'তুমি বেন থম্পসনের ভূমিকায় নামলে ওটা বাড়বে বৈ কমবে না।'

ডগ তার দলবলসহ কিছুটা দূরে চলে গেছে। চ্যানি সেদিকে তাকাল। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে, ছুটতে ছুটতে গুলি করল। তারপর লাগাম টেনে ঘোড়ার গতি রোধ করল।

ডগের দলের একজন চিৎকার করে উঠল। নিজের কাঁধ খামচে ধরেছে লোকটা। ডগ থামল না, হাত নেড়ে নিজের লোকদের তাড়া দিয়ে দ্বিগুণ বেগে ঘোড়া ছোটাল।

ঘোড়া ঘুরিয়ে এরিখের পাশে চলে এল চ্যানি বিয়ারি। রাগে মুখ বিকৃত হয়ে আছে ওর। পিস্তল উঁচিয়ে ও এরিখকে শাসাল, 'ফের যদি তুমি ওরকম কিছু করো, তোমাকে খুন করব আমি।'

গাস ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের মাঝখানে চলে এল। 'তোমার হয়েছেটা কি, চ্যানি। ঠিকই করেছে ও। এ মুহূর্তে বন্দুকবাজির চেয়ে আমাদের জন্যে জরুরী গরুগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া।'

চ্যানি পাত্তা দিল না বুড়োকে। একদৃষ্টে তাকিয়ে এরিখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে ও। এরিখ নির্বিকার। অপেক্ষা করল চ্যানি, তারপর পিস্তল খাপে ঢোকাল। 'স্টা বুয়েনো।' মৃদু কণ্ঠে বলে গরু সামলাতে চলে গেল সে।

'খুব বাড়াবাড়ি করছে ও, গাস,' এরিখ শান্তস্বরে মন্তব্য করল।

সিগারেট রোল করল গাস। 'গরুর জন্যে যাবার পর থেকে শুধু মেয়েটার কথাই বলছে। ভেবে বসে আছে যেন মিস ওয়েন্ডিকে রক্ষা করার

সব দায়িত্ব তারই।'

'ওদের একজন মারাত্মক চোট পেয়েছে মনে হচ্ছে। এটা ঝামেলা ডেকে আনবে,' এরিখ শুকনো স্বরে বলল।

'বাদ দাও,' কাঁধ ঝাঁকাল গাস, 'চলো, গরুগুলো নিয়ে যাই।'

'ওগুলো র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি নিয়ে রাখব। আরও লোক যোগাড় করার আগে পাইনস ভ্যালিতে রাখা ঠিক হবে না।'

'মাত্তর পঞ্চাশটা গরু!' হাসল গাস।

'এ-ই অনেক।' এরিখ হাসল না। 'তুমি একবার গরুচোরদের দেখিয়ে দাও গরুগুলো তোমার আছে, ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণের শক্তিও তোমার আছে। পরবর্তীতে তুমি যদি গরুর স্টক আরও বাড়িয়ে দাও, তাহলে তার সাথে তোমার শক্তিও যে বেড়েছে, এটা আপনা থেকেই বুঝে নেবে ওরা।'

'মনে হয়,' সায় দিল গাস, 'তোমার কথাই ঠিক।'

এরিখের অপেক্ষায় ছিল ওয়েন্ডি। এরিখ লিভিং রুমে গিয়ে ওর সাথে দেখা করল। হাসল সে। 'গরুগুলো র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে নিয়ে এসেছি, ম্যাম পাইনস ভ্যালিতে রাখা ঠিক হবে না এখন। আরও কিছু লোক রাখা উচিত এবার আমাদের।'

'কেন?' ওয়েন্ডিও হাসল, 'ঠিক আছে, না হয় একজন রাঁধুনি রাখা যাবে।'

'না,' মাথা নাড়ল এরিখ। 'রাঁধুনির দরকার হবে না। আমাদের যা আছে, তার দেখাশোনার জন্যে আমরাই যথেষ্ট। তবে চুরি ঠেকাতে হলে আরও লোকের দরকার হবে।'

'না, এরিখ। লোক বাড়লে শুধু খুনোখুনিই বাড়বে। আমি বরং আগের মত হলেও খুশি।'

'তোমার যেটা ইচ্ছা,' এরিখ বলল নিচু স্বরে।

'কোন ঝামেলা হয়েছিল আনতে?'

এরিখ ইতস্তত করল। 'লেইকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথে। পাঁচজন লোকসহ আমাদের পাশ কাটিয়ে গেছে,' পুরো ঘটনা বলল না ও।

'সত্যি কোনও ঝামেলা হয়নি তো?' ওয়েন্ডির গলায় উদ্বেগ।

'মোটেই না।'

ওয়েন্ডি চুপ থাকল কিছুক্ষণ। একসময় এরিখের পাশে এসে দাঁড়াল। 'তুমি অনেক করেছ, এরিখ,' কোমল স্বরে বলল ও।

এরিখ ওকে কাছে টানল। ওদিনের মত জড়তা নেই আজ ওয়েন্ডির মধ্যে। ওর ঠোঁটে চুমু খেলো এরিখ। আস্তে করে নিজেকে মুক্ত করে নিল

ওয়েন্ডি। এরিখ জানালার দিকে চাইল। কেউ একজন খুব দ্রুত সরে গেল ওখান থেকে। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর।

ওয়েন্ডির দিকে ফিরল এরিখ। নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। তৃপ্তির হাসি ওর ঠোঁটে।

'তুমি একদম চিন্তা কোরো না, ওয়েন্ডি,' আশ্বাস দিল এরিখ মেয়েটিকে। 'ক্রস অ্যারোকে আমরা দাঁড় করাবই।'

'বাবা বেঁচে থাকলে,' বিষণ্ন মুখে বলল ওয়েন্ডি, 'তোমাকে ঠিকই কাজে লাগাতে পারত। বেচারী সারা জীবন একাকী লড়ে গেল।'

'হত্যাকারীকে একদিন না একদিন খুঁজে বের করবই আমরা।'

এগিয়ে এসে নিজে থেকে এবার চুমু খেলো ওয়েন্ডি। 'জানি, এরিখ। আমি জানি।' সরে গেল আবার।

নিজের ঠোঁটে আলতো করে আঙুল বুলাল এরিখ। 'বাটলারের খবর কি? এসেছিল আর?'

'না,' ওয়েন্ডি হাসল, 'মনে হয়, আমার মুখ আর দেখবে না বলে পণ করে ফেলেছে।'

'ফেলুক। ওকে ছাড়াও চলবে তোমার।'

বারান্দা পেরিয়ে উঠানে নামল এরিখ, বাঙ্কহাউসের বারান্দায় গিয়ে উঠল। চ্যানিকে দেখল ও, বসে বসে নিজের অস্ত্রের পরিচর্যা করছে। এরিখের সাড়া পেয়ে চোখ তুলল, পলকের জন্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিজের কাজে মন দিল আবার। এরিখের যা বোঝার, সে-জন্যে ওইটুকুই যথেষ্ট। বিয়ারির চোখে নগ্ন ঘৃণা আর তীব্র বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নেই।

সন্ধে হলো। উপত্যকার রাস্তায় হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল এরিখ। দ্রুত পায়ে উঠান পেরিয়ে বাইরে বেড়ার কাছে এগোল ও। কোমরে আটকানো কোল্টের খাপে হাত বুলিয়ে নিল একবার। চ্যানি রান্নাঘরে। ডিনারের পর ওয়েন্ডিকে ধোয়া মোছায় সাহায্য করছে

ছয়জন লোক গেটের কাছে এসে ঘোড়া থামাল। সবার সামনে শেরিফ চ্যাপম্যান; নেতৃত্ব দিচ্ছে। হাঁসফাঁস করে ঘোড়া থেকে নামল মোটা লোকটা, এগিয়ে আসতে আসতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার নিজের লোকদের দেখে নিল। সন্দেহমুক্ত হলো, ওরা আছে পেছনে।

ডগকে দেখল এরিখ। ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে ওর দিকে চেয়ে আছে বাঁটকুল। একজন লম্বা, পাতলা লোক কুঁজো হয়ে বসে আছে একটা ধূসর রোয়ানের পিঠে। লোকটার এক হাত গলার সাথে বাঁধা। দুপুরে বিয়ারির গুলিতে আহত লোকটাই, অনুমান করল এরিখ।

'শেরিফ হল চ্যাপম্যান! কি খেদমত করতে পারি তোমার?' ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল এরিখ।

ওর কথায় কান দিল না শেরিফ। মোটা থ্যাবড়া বুড়ো আঙুলটা উঁচিয়ে আহত লোকটার দিকে নির্দেশ করল সে, 'তুমি, অথবা তোমাদের কেউ একজন ডব্লিউ বারের এই লোকটাকে বিনা উস্কানিতে গুলি করে আহত করেছ। মারাও যেতে পারত ও। আমি অপরাধীকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

ডগ এগিয়ে এল। তথ্য যোগাল সে, 'ওটা ওয়েন, শেরিফ। আমি ওকে গুলি করতে দেখেছি।'

'তুমি একটা জঘন্য মিথ্যুক, লেইকার!' এরিখ প্রতিবাদ করল।

চ্যাপম্যান বাড়ির ভেতরে তাকাল। 'কে কে আছে ওখানে?'

'মিস ক্লে আর চ্যানি বিয়ারি নামের নতুন একজন কাজের লোক।'

'গরুর সাথে কে আছে?'

'গাস ল্যামেল।'

'ডাকো ওদের,' আদেশ দিল শেরিফ। 'দাঁড়াও, তুমি না।' নিজের লোকদের একজনের দিকে ফিরল, 'জো, তুমি যাও। ল্যামেলকে নিয়ে এসো।'

ওয়েন্ডি আর চ্যানি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে ভেতর থেকে। এরিখের পেছনে দাঁড়াল ওরা। ওয়েন্ডিকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, চুপচাপ দেখছে ও সবাইকে। একটু পরেই গাস এল, একা।

'আমার লোক কই?' শেরিফ জানতে চাইল।

'গরুর কাছে রেখে এসেছি।' জবাব দিল গাস। এরিখের দিকে চাইল। 'ব্যাপার কি?'

চ্যাপম্যান গলা খাঁকারি দিল সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার ভঙ্গিতে। 'এখন বলো।' আহত লোকটাকে দেখাল সে। 'ওকে কে গুলি করেছে?'

'আমি তো আগেই বলেছি যে, ওয়েন…' শুরু করল ডগ।

গাস ওকে বাধা দিল। 'ওরাই আগে গুলি করেছে, শেরিফ।'

'কাকে?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'আমাদের কারও গায়ে গুলি লাগেনি।' গাস একটু থামল। 'তবে ওদের দিক থেকেই প্রথম গুলির শব্দ আসতে শুনেছি।'

'গুলি কে করেছে দেখোনি?'

'না। আমি তখন গরু সামলাচ্ছিলাম।'

বিয়ারির দিকে তাকাল শেরিফ। 'তুমি কি দেখেছ?'

'ওরা গুলি করাতে আমিও পিস্তল বের করতে যাচ্ছিলাম। ও,' এরিখের

দিকে ইঙ্গিত করল বিয়ারি। 'আমাকে থামায়। ওরা চলে যেতে থাকে। হঠাৎ ও নিজেই ওদের তাড়া করে পেছন থেকে গুলি চালায়। ওতেই—'

'মিথ্যে কথা বলছে ও,' এরিখ আবারও প্রতিবাদ জানাল।

'ও সত্যি কথাই বলেছে, শেরিফ,' ডগ মাথা নাড়ল। 'ওয়েনই আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল।'

এরিখ বুঝতে পারল ফেঁসে গেছে। ঠাণ্ডা একটা ভয়ের অনুভূতি গ্রাস করল ওকে। ওয়েন্ডির দিকে চেয়ে দেখল, মেয়েটি অবাক হয়ে ওকেই দেখছে। হতাশা বোধ করল এরিখ। গাসের দিকে ফিরল সে, 'কি দেখেছ তুমিই বলো, গাস।'

গাস মাথা নিচু করল। শীর্ণহাতে নিজের চোয়াল ঘষল। 'এরিখ, আমি ঠিক নিশ্চিত নই যদিও, তবু আমার মনে পড়ছে, তুমি- মানে তোমার হাতেই যেন একটা পিস্তল ছিল—ধোঁয়া বেরোচ্ছিল ওটার মুখ দিয়ে।'

শেরিফ চ্যাপম্যান বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল এরিখের দিকে। এগিয়ে এল সে। 'তাহলে ওয়েন, এই ব্যাপার? তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। ওয়ারেন্ট আছে আমার কাছে।'

প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়াল শেরিফ, 'তোমার পিস্তল জমা দাও, প্রথমে।'

এরিখ পিস্তল বের করে দিল। চ্যানির দিকে চাইল ও। 'তোমার সাথে বোঝাপড়া হবে, অপেক্ষা কোরো। সত্যি কথা বলার পুরস্কার থেকে, কথা দিচ্ছি, বঞ্চিত হবে না তুমি।'

চ্যানি অবাক হবার ভান করল, 'আমি শুধু যা দেখেছি, তা-ই বললাম। গাসও তাই বলেছে।'

গাসের দিকে চাইল এরিখ, 'কেন সত্যি কথা বললে না, ল্যামেল? কার ভয়ে?'

গাস ল্যামেল সরে দাঁড়াল একটু। 'যা জানি, তা-ই বলেছি আমি।' এরিখের দিকে তাকাল না সে।

'ওর ঘোড়াটা নিয়ে এসো, গাস,' শেরিফ অনুরোধ জানাল।

ওয়েন্ডি এগিয়ে এল এরিখের কাছে। 'তুমি আমার কাছে মিথ্যে বলেছ, ওয়েন। তুমি খুনোখুনিকে ঘৃণা করো বলেছিলে।'

এরিখ কোমল কণ্ঠে বলল, 'আমি গুলি করিনি, ওয়েন্ডি। আমি বরং—'

ওয়েন্ডি ঘুরে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে ঘরের দিকে পা বাড়াল ও। গাস এরিখের ঘোড়া নিয়ে এল করাল থেকে।

'চলো,' চ্যাপম্যান আদেশ দিল।

ঘোড়ায় চড়ল এরিখ। উপত্যকা বেয়ে নামতে লাগল ওরা সবাই। জো এসে যোগ দিল একটু পরেই। এরিখের পেছনে দু'জন অশ্বারোহী, বাকিরা

সামনে। আহত লোকটার মাথা নুয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়। এক হাতে কাঁধের ক্ষত চেপে ধরে কোনমতে বসে আছে ও ঘোড়ার পিঠে। এরিখ ভেবে পেল না লোকটার চিকিৎসার ব্যবস্থা না-করে তাকে এতদূর পর্যন্ত টানা হেঁচড়ার কি দরকার ছিল। এ অন্ধকার রাতে বন্ধুর পথে রকস্প্রিং পৌঁছতে পৌঁছতেই মনে হয় ওর জান বেরিয়ে যাবে।

দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল ওরা। এরিখের মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। এরা ওকে ভয়ঙ্কর লোক হিসেবেই জানে। ওদের এ-ভীতিবোধটাকে নিজের কাজে লাগাতে হবে। কেন যেন ওর মনে হলো, বিচার করার জন্যে এ-জীবনে ওকে রকস্প্রিঙে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই। পথে গুলি করে মেরে ফেলে শহরে গিয়ে রটিয়ে দেয়া হবে যে, আসামী পালাবার চেষ্টা করায় তাকে ওরা গুলি করতে বাধ্য হয়েছে। এটা অবিশ্বাস করবে না কেউ।

'লে ডেল ফুয়েগো।' অভিজ্ঞতা থেকে স্মরণ করল এরিখ। এটা একটা মেক্সিকান পদ্ধতি। সীমান্তের ওদিকে যথেষ্ট দেখেছে ও। প্রথমে পালিয়ে যাবার সুযোগ দাও এবং পালাবার সময় গুলি করো।

নীরবে, দ্রুত এগিয়ে চলল ওরা। এরিখ পালাবার কোন সুযোগ পাচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তেই ওর আশঙ্কা হতে লাগল, এই বুঝি ওর ধারণা সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। এক সময় ওরা রকস্প্রিঙের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এরিখের সন্ধানী চোখ সুযোগটা দেখতে পেল মুহূর্তেই।

ক্রীকের এক পাড় ধরে রকস্প্রিঙের রাস্তা; অপর পাড়টা ঘন ঝোপঝাড়বেষ্টিত জঙ্গল। অন্ধকার; পুবাকাশে চাঁদের ক্ষীণাভাস জেগেছে মাত্র। এই সময় চ্যাপম্যান ডাকল লেইকারকে। লেইকার ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে শেরিফের পাশে চলে গেল। বারকয়েক এরিখকে দেখে নিয়ে নিচু স্বরে আলাপ জুড়ল ওরা। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল এরিখের। ওর অনুমান তাহলে সত্যি হতে চলল!

জিনের ওপর নড়েচড়ে বসল এরিখ। লক্ষ করল, ওর পেছনের লোকটা সিগারেট রোল করছে মনোযোগের সাথে। নির্দয়ভাবে স্পারের গুঁতো লাগাল ও জিস্টারের পেটে, ডাকাতে-হুঙ্কার ছাড়ল আচমকা। পেছনের লোকটার হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে দিতে চমকে ওঠা ঘোড়াটাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা। ওরা সচকিত হয়ে গুলি করার আগেই জিস্টার ক্রীকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা গুলি এরিখের হ্যাটের ব্রীম ছুঁয়ে উড়ে গেল। প্রাণপণে সাঁতার কেটে ক্রীকের ওপারে গিয়ে উঠল জিস্টার। অন্ধকারে পেছন থেকে আগুনের হলকার সাথে শব্দ শোনা গেল কয়েকবার। এরিখের সামনে ঝোপঝাড়ে বিদ্ধ হলো বুলেটগুলো। পেছন থেকে শেরিফ চ্যাপম্যানের কর্কশ গলা শোনা গেল। 'ওর পেছনে ছোটো!'

ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে লাগল জিস্টার। খোঁচা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এক হাতে মুখ ঢেকে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল এরিখ। জিস্টার একটা ঢালুমতন জায়গা বেয়ে নিচে নামল। এরিখের মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে গেল কয়েকটা বুলেট।

পেছনে ঝরনার পানিতে আওয়াজ শোনা গেল। আরেকটা ঢালে গিয়ে উঠল এরিখ। এক মুহূর্তের জন্যে একদম খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল জিস্টার। পেছনে গুলির শব্দ শোনা গেল। এরিখের বুটের হীলে ছোবল বসাল একটা বুলেট।

খোলা জায়গাটা একটা তৃণভূমি। ওটা পেরিয়ে পেছনে ফিরল এরিখ। চারজন লোক তৃণভূমির ওপারে এসে পৌঁছেছে। আরেক ঝাঁক গুলি ছুটে এল পেছন থেকে। জিস্টার ততক্ষণে একটা ট্রেইলে গিয়ে পড়েছে, পেছনের লোকগুলোর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

ধাওয়াকারীদের ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনল এরিখ। একটা খাড়া ঢাল পেয়ে ওটা বেয়ে উঠে গেল ও, তারপর বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পিছলে ওপাশে নামল। শুকনো খটখটে পাথুরে জমি। কিছুদূর গিয়ে বামে তাকিয়ে অন্ধকারে আবছাভাবে একটা ক্যানিয়নের মুখ দেখে ঘোড়া ছোটাল ওদিকে। মনে মনে প্রার্থনা করল, বক্স ক্যানিয়ন যেন না হয়।

ক্যানিয়নের বাইরে ওদের হৈ-চৈ শোনা গেল। একটু পরেই ক্যানিয়নের পাশ দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল। অপেক্ষা করল এরিখ, তারপর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ঘোড়া ছোটাল দক্ষিণে। প্রায় আধঘণ্টা পর থামল এক জায়গায়। কান পাতল, কোন সাড়াশব্দ নেই পেছনে। চাঁদ উঠেছে আরও পরিষ্কার হয়ে; চারদিকে কবরের নীরবতা। দক্ষিণে গেল ও, থেমে নিঃশ্বাস ফেলল। আজ থেকে ও একজন আউট-ল। অথচ অস্ত্র বলতে এ মুহূর্তে ওর কাছে একটা পিস্তল পর্যন্ত নেই। হল চ্যাপম্যান পেছনে লেগে থাকবে জোঁকের মত। ওকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগ পর্যন্ত শান্তি পাবে না সে। এদিকে চ্যানি বিয়ারি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এরিখের জায়গায়। এ জন্যেই সুযোগ পেয়ে ওকে ফাঁসিয়েছে ছোকরা। সবচে' খারাপ কথা, ওর ভালবাসার নারীর মনে ঢুকে গেছে সন্দেহের বীজ। ঈর্ষাতুর ওই ছোকরা দারুণ মওকা পেয়েছে। এরিখ নিজের ভেতরে গোয়ার্তুমির আভাস পেলো। ও একজন আউট-লয়ে পরিণত হয়েছে। যা করার, এখন থেকে একাই করতে হবে ওকে।

সাত

ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চ হাউসের টিলার পাশে একটা অ্যারোয়োতে এসে জিস্টারের লাগাম টানল এরিখ। সময় প্রায় মধ্যরাত। চারদিকে সুনসান নীরবতা। উপত্যকা বেয়ে-আসা শোকাবহ নিঃশ্বাসের মত নৈশ বাতাসে কটনউড পাতার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ম্লান চাঁদের আলোয় অ্যারোয়ো থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। এরিখ বাঙ্ক হাউসের দিকে তাকাল। আলো জ্বলছে ভেতরে, জানালা দিয়ে ছটা বেরিয়ে আসছে। জিস্টারের পিঠ থেকে নামল ও, ওটার ঘাড়ে মৃদু চাপড় দিয়ে শান্ত থাকার নির্দেশ দিল, তারপর ধীরে-সুস্থে টিলা বেয়ে উঠে গেল নিঃশব্দে।

ওপরে উঠে চারদিক সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিল ও। হল চ্যাপম্যানের লোকজনদের এখানে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকার আশঙ্কাকে সে বাদ দিচ্ছে না। করালের দিকে হেঁটে গেল ও সন্তর্পণে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে নতুন কোন ঘোড়া বাঁধা আছে কিনা দেখল, তারপর ছায়া-অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে বাঙ্ক হাউসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে দৃষ্টি দিল ও। গাস আর চ্যানি দু'জনেই জেগে আছে। চ্যানি টেবিলে তাস ছড়িয়ে একা একা খেলছে; গাস শুয়ে আছে বাঙ্কে, পাইপ টানছে।

চ্যানির হাতে তাসের মৃদু খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না কিছুক্ষণ। তারপর চ্যানি কথা বলে উঠল। 'আগামীকাল ভোরে উঠে প্রথম কাজ হলো গরুগুলো পাইনস ভ্যালিতে নিয়ে যাওয়া। তুমি ওখানে ওগুলোর দায়িত্বে থাকবে, গাস।'

গাস জবাব দিল, 'এখানেও মনে হয় আমাদের কারও থাকা উচিত ছিল গরুর সাথে।'

'ধ্যাৎ, এখানে কেউ ঝামেলা পাকাতে আসবে না। আমি আছি, ওরা এটা জানে।'

'তা ঠিক,' গাস একমত হলো। 'তাহলে আগামীকাল তুমি কী কাজ করবে?'

'কিছু লোক যোগাড়ের চেষ্টা করব,' চ্যানি জানাল। 'চ্যাপম্যানকে এবার মাশুল গুনতে বাধ্য করব, যদি লাগতে আসে ও আমার সঙ্গে।'

মাথা দোলাল গাস। 'তা বটে। ওয়েনকে নিয়ে ওরা কী করবে জানো?'

'জানার দরকার আছে?' অর্ধেক তাসের ওপর বাকি অর্ধেক তাস দিয়ে বাড়ি লাগাল চ্যানি। 'কোন ফালতু ভ্যাগাবন্ডের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় আমার?'

'চ্যাপম্যানদের ঘাঁটিয়েছে ও। মনে হচ্ছে রকস্প্রিঙে নিয়ে যাবার ঝামেলা পোহানোর চাইতে পথেই ওকে মেরে ফেলার কথা ভাববে ওরা। সহজ কাজ। চ্যাপম্যানদের ওপরে কথা বলার কেউ নেই এখানে। এরিখ পালাতে গিয়ে গুলি খেয়েছে বললেই হজম করে নেবে সবাই কথাটা।'

'তাতে আমাদের কী?'

'লোক হিসেবে খারাপ ছিল না ওয়েন। মিথ্যে কথা বলে ওকে ফাঁসিয়ে দিয়ে খারাপ লাগছে আমার।'

ঠাস করে টেবিলের ওপর তাস ফেলল চ্যানি বিয়ারি। 'দেখো, গাস, তুমি জানো, ও আমাকে ঘাঁটিয়েছে। আমি চ্যানি বিয়ারি। এ-অঞ্চলের সবচে' বড়লোক হতে চাই। এ-র‍্যাঞ্চটাই আমাকে সে-সুবিধা এনে দেবে। ওয়েন্ডি একা মেয়েমানুষ। আমার মত শক্ত সমর্থ অথচ সুদর্শন লোককে সে পছন্দ না-করেই পারে না। ওয়েনকে না সরিয়ে উপায় ছিল না আমার।'

মাথার নিচে দু'হাত রেখে চিৎ হয়ে শুলো গাস, সিলিঙের দিকে তাকাল। 'তাও ঠিক। তবে এটাও ঠিক যে, শত্রুও পাবে তুমি, সুযোগের সাথে। চ্যাপম্যান র‍্যাঞ্চ চায়, বাটলার ওয়েন্ডিকে। আর এরিখ যদি পালিয়ে যেতে পারে ওদের হাত থেকে, তাহলে সেও ছুটে আসবে তোমাকে গেঁথে ফেলার জন্যে।'

থুতু ফেলল চ্যানি। 'ভাল কিছু লোক রাখব আমি, বন্দুকে চালু। বাটলারকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই, আর ওয়েনের সাহস হবে না আমার মোকাবেলা করার।'

'এ-ব্যাপারে ফুটো পয়সাও বাজি ধরব না আমি তোমার পক্ষে।'

'তুমি যেন ওর পক্ষে কথা বলছ!'

'হ্যাঁ।' গাস উঠে বসল। 'বলছি। ওয়েন ভাল লোক। আর ও নিজে না জানলেও আমি জানি যে, এই মেয়ে ওকে পছন্দ করে।'

চ্যানির সুন্দর মুখ রাগে কালো হয়ে গেল। খিস্তি করল সে, 'গোল্লায় যাও তুমি, বুড়ো! আর কোনদিন আমার কাছে এসব বলবে না।'

'তুমি কখনও সত্যের মুখোমুখি হতে চাও না, চ্যানি।' গাস বিষণ্ন স্বরে বলল। 'তোমার ধারণা তুমি পশ্চিমের সবচে' সেরা ঘোড়সওয়ার, সবচে' চালু বন্দুকবাজ, এবং মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণেও সবচে' পটু।'

উঠে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল চ্যানি। 'তোমার কী বিশ্বাস? ধারণাটা

ভুল?'

ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল গাস। 'মাথা গরম না করে আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো, চ্যানি। আমি শুধু তোমাকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করছি।'

ভেংচি কাটল চ্যানি বিয়ারি। 'হাহ্! এখন আমি কী বলছি শোনো। তুমি আমার পরামর্শ অনুযায়ীই তো ওকে ফাঁসিয়েছ, না কি?'

গাস উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক তাই। আমি ওকে গুলি করতে দেখিনি।'

চ্যানি হাসল। 'সম্ভবত তুমি এখন রকস্প্রিং গিয়ে বলতে চাইবে যে, ওয়েন নির্দোষ! ঠিক আছে, যেতে পারো। আমি কিছুই বলব না তোমাকে।'

গাস অন্যদিকে তাকাল। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, চ্যানি। তুমি জানো, আমি কেবল তোমাকে ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখতে চাই।'

চ্যানি ঝুঁকল গাসের দিকে। 'অবশ্যই চাইবে, গাস। তোমার সম্বন্ধে কী জানি আমি, সেটা ভুলে না গেলে না চেয়ে পারবে না তুমি।'

শোবার জন্যে তৈরি হলো সে। গায়ের শার্ট আর গানবেল্ট খুলে ঝুলিয়ে রাখল নিজের বাঙ্কের মাথার দিকের দেয়ালে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। গাস পাইপ ধরিয়েছে আবার। প্রতিটি টানের সাথে পাইপের আগুনের আঁচে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। এরিখ এখনও বুঝতে পারছে না গাস ওর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য কেন দিয়েছিল।

বাঙ্কহাউসের কোনার দিকে গেল এরিখ। ধূমপানের নেশা চাগিয়ে উঠেছে তারও। ইচ্ছেটাকে নির্মমভাবে দমন করতে হলো। সিগারেটের আগুন কারও চোখে পড়ে গেলে সমস্যা হবে। যে-উদ্দেশ্যে ও এখানে এসেছে, সেটা পূর্ণ হবে না। অন্ধকারে একটা কাঠের খালি বাক্স পেয়ে ওটার ওপর বসল ও। অপেক্ষা করতে লাগল। চ্যানি বিয়ারি আর গাস ল্যামেল ঘুমিয়ে পড়ুক।

এরিখ যখন উঠে দাঁড়াল, তখন চাঁদ ডোবার আর বেশি দেরি নেই। পা থেকে বুট খুলে ফেলল ও, বিড়ালের মত নিঃশব্দে বাঙ্কহাউসের কাছে পৌঁছে গেল। বাঙ্কহাউসের জানালাগুলো খোলা। এরিখ ওর নিজের বাঙ্কের কাছাকাছি জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পাতল ও। অঘোরে ঘুমুচ্ছে কাউবয় দু'জন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

জানালার সাথে লাগোয়া নিজের বাঙ্কের পাশে দেয়ালে-গাঁথা একটা পেরেকে স্পেন্সারটা ঝুলিয়ে রেখেছিল এরিখ। আস্তে আস্তে জানালা দিয়ে হাত বাড়াল ও ভেতরে। দেয়াল হাতড়ে তার হাত গুলির বেল্ট আর

স্পেন্সারের ছোঁয়া পেল। সাবধানে খসিয়ে নিল ওগুলো পেরেক থেকে, বের করে আনল। এখন একটা সিক্সগান দরকার। ওরটা শেরিফ চ্যাপম্যান গ্রেফতারের সময় বাজেয়াপ্ত করেছিল।

বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এসে লিভিং রুমে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল এরিখ। লিভিং রূমের দরজা বন্ধ, কিন্তু গরাদবিহীন জানালাগুলো খোলা। এরিখ জানে লিভিংরুমের দেয়ালে কিছু অস্ত্র আছে ঝোলানো। স্পেন্সারটাকে একটা ঝোপমতন জায়গায় লুকিয়ে রেখে লিভিংরুমের জানালা গলে ভেতরে ঢুকল ও।

এ-ঘর থেকে ওয়েন্ডির শোবার ঘরের মাঝখানের দরজা খোলা। এরিখ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে মেয়েটি। জানালা দিয়ে মোলায়েম চাঁদের আলোর সামান্য ছটা এসে পড়েছে ওর ঘুমন্ত শরীরের ওপর। ওর মধুরঙা খোলা চুল রূপোলি আলো পড়ে চকচক করছে। চঞ্চল হয়ে উঠল এরিখ। ওয়েন্ডির পাশে বসে ওকে ছুঁয়ে দেবার দুরন্ত ইচ্ছে জাগল ওর ভেতরে। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছেটাকে সংযত করল ও। এরকম বেয়াড়া ইচ্ছে জাগার কোনও মানে হয় না।

নিজের কাজে মন দিল ও। দুটো ক্যাপ অ্যান্ড বল, একটা কনভার্টেড রেমিংটন আর এক জোড়া স্টার তুলে নিল দেয়াল থেকে। দেরাজ খুলে কিছু কার্তুজ নিয়ে আরেকবার ওয়েন্ডির দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে এরিখ, ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটা তো ওকে ভুল বুঝেছে!

আচমকা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইল ওর মন। ইচ্ছে হলো ওয়েন্ডিকে ডেকে তুলে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু আচমকা ঘুম ভেঙে ভয় পেয়ে মেয়েটা হৈ-চৈ শুরু করলে বিপদ হতে পারে। তাছাড়া···এরিখ সিদ্ধান্ত নিল, এখন নয়, ক্রস অ্যারোয় ফিরে এসে ওর ভুল ভাঙাবার আগে তার নিজের আরও কিছু কাজ আছে করার। নিঃশ্বাস ফেলল এরিখ, তারপর জানালা গলে বেরিয়ে এল।

পাইনস ভ্যালিতে কুটিরটির সামনে এসে ঘোড়া থামাল এরিখ। ঘোড়া থেকে নেমে কুটিরের ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল। জন আর জ্যাকের ব্যবহৃত কম্বল, রান্নার পাত্র এবং পানির ক্যান্টিনটা নিল ও। আরেকটু খুঁজতেই কিছু খাবারও মিলল। জিনিসগুলো বাইরে এনে এক জায়গায় জড় করে জিস্টারকে নিয়ে ক্যান্টিন হাতে জলাশয়ে গেল ও। ক্যান্টিনে পানি ভরে নিয়ে জিস্টারকেও পানি খাওয়াল। তারপর জিস্টারের পিঠে মালপত্র তুলে নিয়ে ভ্যালি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের পথ ধরল। ওই হারানো ট্রেইলটির রহস্য এখনও টানছে ওকে। ওর বিশ্বাস, যদি ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নই

হয় গরুচোরদের ব্যবহৃত পথ, তাহলে তারা আবার ব্যবহার করবে পথটা। অতএব তাদের খোঁজ পেতে হলে ওখানে কোথাও লুকিয়ে থেকে ওটার ওপর নজর রাখা ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল এরিখ। জিস্টারকে হাঁটিয়ে একদম ভেতরে নিয়ে গেল। ওটাকে দাঁড় করিয়ে চারদিকের জরাজীর্ণ ছোট ছোট ঘরগুলো থেকে মোটামুটি অক্ষত একটা ঘর বাছাই করল। তারপর ঘরটার সামনের সরুপথ ধরে হেঁটে গিয়ে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল। ধুলো-বালির প্রাচুর্য সত্ত্বেও ঘরখানি মোটামুটি পরিষ্কার। বেরিয়ে এসে জিস্টারকে একটা ছোট ঝোপের সাথে বেঁধে রেখে মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল আবার। ধুলো-বালি ঝেড়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্তিতে ওর শরীর অবসন্ন হয়ে গেছে, শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘরের 'T' আকৃতির দরজা-পথে আলো পাঠিয়ে ভোরের সূর্য ঘুম ভাঙাল ওর। উঠে কম্বল গুটিয়ে বুট পরে নিল ও। বেরিয়ে এসে উপত্যকার দিকে তাকাল। পরিষ্কার রোদে উদ্ভাসিত উপত্যকা, মেঘহীন উন্মুক্ত আকাশ, প্রায় স্থির হয়ে ওখানে ভাসছে একটা চিল অলস ভঙ্গিতে। চারদিকে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। ভাল লাগল ওর।

ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা খাবার দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল এরিখ। তারপর কোমরে পানির ক্যান্টিন ঝুলিয়ে স্পেন্সার হাতে বেরিয়ে এল।

হাঁটতে হাঁটতে রুইন্স ক্যানিয়নের প্রবেশ পথে চলে এল এরিখ। ওখানেই দেখতে পেল ও জিনিসটা। গোবর। একটা মেসকিট গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ও। নেড়ে চেড়ে দেখল ওটাকে। শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে গেছে। তাড়িয়ে নেবার পথে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কোনও গরুর গোবর হবে এটা, ও অনুমান করল।

উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল এরিখ। হাঁটতে শুরু করল ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে দক্ষিণে। এবড়োখেবড়ো পাথুরে ভূমিতে হাঁটতে গিয়ে জিস্টারের অভাব অনুভব করল। কিন্তু সম্ভাব্য শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দেয়ার সুবিধার দিকটা চিন্তা করে অভাববোধটাকে ভুলতে দেরি হলো না ওর।

দুপুরের দিকে এক জায়গায় পৌঁছে থামল ও। মাথার ওপর আগুন ছড়াচ্ছে জ্বলন্ত সূর্য। রোদে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। চারদিকে চাইল সে। নীরব, নিস্তব্ধ। মানুষ অথবা গরুর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

যেদিক থেকে এসেছিল, ঘুরে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল এরিখ। ওর দু'পাশে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল; অন্যমনস্কভাবে দেয়ালের দিকে তাকাতেই ফাটলটা নজরে পড়ল ওর। আসার সময় লক্ষ্য করেনি ফাটলটা। এগিয়ে

গেল সে ওটার দিকে। একটা পরিকল্পনা খেলেছে মাথায়।

ঘণ্টাখানেক লেগে গেল ওর ফাটল বেয়ে উঠতে। ওপরে উঠে একটা পাথুরে ঢিবির ছায়ায় বসল এরিখ। গরমে, ঘামে আর পরিশ্রমে হাঁফাতে হাঁফাতে ক্যান্টিন থেকে পানি খেলো। তারপর সিগারেট ধরাল।

ধূমপান করতে করতে চারদিকে চোখ বুলাল সে। পুবদিকে উঁচু-নিচু পাথুরে টিলায় পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল; এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়ের আধিপত্য। দূরে তাকাতেই একটা সরু ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেল ও, বাতাসে পাক খেয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। এরিখ নিশ্চিত হলো, ওর অনুমান মিথ্যে নয়। এ অঞ্চলেই কোথাও লুকোনো আছে চোরাই গরুগুলো। খুঁজলে অবশ্যই ওদের হদিশ পাওয়া যাবে। তবে শুধু একজনের পক্ষে কাজটা কঠিন হবে।

সিগারেটের শেষাংশটা বুটের তলায় পিষে উঠে দাঁড়াল এরিখ। ঝোপঝাড় আর লতাপাতা সরিয়ে পাথুরে পথে হাঁটতে শুরু করল। ঘামছে ও, দর দর বেগে ঘাম ঝরছে গা থেকে, জামা-কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ও যখন রুইন্স ক্যানিয়নের কাছাকাছি এসে পৌঁছল, তখন গলা শুকিয়ে কাঠ। থামল ও। ক্যান্টিন থেকে পানি খেলো এক ঢোক, সিগারেট ধরাল আবার, তারপর নজর বুলাল চারদিকে।

সূর্যের আলোতে ঝিক করে উঠল একটা কিছু, ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে। এরিখ সতর্ক হলো, নিজের ফিল্ডগ্লাসটা চোখে লাগাল ও। হ্যাটের সাহায্যে আড়াল করল গ্লাসটাকে সূর্য থেকে, যাতে আলো প্রতিফলিত হতে না-পারে। ক্যানিয়নের পাথুরে মেঝেয় একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। নিঃসঙ্গ। হাতে ধাতব একটা কিছু, এখনও মাঝে-মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল এরিখ। চিনেছে ও লোকটাকে। এবড়োখেবড়ো পাথুরে মুখ। টিকাউ। ব্লাড হাউন্ডের মত গন্ধ শুঁকেই যেন দোআঁশলাটা ওকে ট্রেইল করেছে। কিছু দূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল টিকাউ। ঝুঁকে মাটিতে কিছু একটা দেখতে লাগল।

মাটি শুঁকছে বেজন্মাটা! গাল বকল এরিখ, নিজের স্পেন্সারটার দিকে চাইল। খাটো মোটা অস্ত্রটার রেঞ্জের বাইরে লোকটা। নইলে পেছনে ঘুর ঘুর করার মজাটা টের পাইয়ে দেয়া যেত।

ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল দোআঁশলা। ধীরে-সুস্থে ঘোড়ায় চড়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরিখ অপেক্ষা করল। টিকাউ একটা প্রেতকেও ট্রেইল করতে পারে, চ্যাপম্যানের মন্তব্য মনে পড়ল ওর। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা কী করবে, আন্দাজ করার চেষ্টা করল। একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে, ব্লু

বার্ডস ক্যানিয়নের পাথুরে জমিতে ও কোন ট্র্যাক রেখে যায়নি।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও টিকাউকে বেরোতে দেখা গেল না। আচমকা এরিখের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নামল। লোকটার পরিকল্পনা আঁচ করতে পেরেছে ও। টিকাউ সম্ভবত, যেভাবেই হোক, এখানে এরিখের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছে এবং সে জন্যে নিচে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ওত পেতে থাকবে অ্যামবুশ করার জন্যে। অথবা চ্যাপম্যানের ধারণানুয়ায়ী প্রেতকে ট্রেইল করার অলৌকিক শক্তিবলে যদি ও এরিখকেও ট্রেইল করতে পারে স্রেফ পাথর শুঁকে, তাহলে রুইন্স ক্যানিয়নে ঢুকেছে—এবং ওখানেই অপেক্ষা করছে এরিখের জন্যে।

চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামাল ও, খাপে ঢোকাল ওটা, তারপর উঠে ঘুরপথে এগুলো রুইন্স ক্যানিয়নের দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এরিখ; টিকাউ যদি ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের কোথাও ওত পেতে থাকে, তাহলে ওকে হতাশ হতে হবে ক্যানিয়নের ঢালের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েই ও রুইন্স ক্যানিয়নে নামবে। খুঁজলে ওদিক দিয়ে নামার জন্যে একটা পথ পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর এরিখ রুইন্স ক্যানিয়নে পৌঁছল। একটা ভাঙাচোরা ধারে থামল ও, ঝোপঝাড়ের আড়াল হতে নিচের দিকে নজর দিল। শান্ত উপত্যকা। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। টিকাউর চিহ্নও নেই।

নামার পথ খুঁজল এরিখ। খাড়া ক্যানিয়নের দেয়াল। প্রথমে প্রায় আশাই ছেড়ে দিল। এরকম খাড়া দেয়াল বেয়ে নামা, মানুষ দূরের কথা, সরীসৃপেরও অসাধ্য। আরও কিছুক্ষণ খুঁজতেই এক জায়গায় মোটামুটি ঢালু মনে হলো ওয়ালটাকে। ওখান দিয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিল ও।

প্রায় আধঘণ্টা লাগল ঢাল বেয়ে নামতে। নেমে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে যাওয়া শরীরটাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে বসল ও কিছুক্ষণ। চোখ বুলাল আবার উপত্যকায়। দেয়ালের ছায়া পড়তে শুরু করেছে উপত্যকা সমতলে। সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই।

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ঝোপের আড়ালে হাঁটতে লাগল আস্তানার দিকে; কাছাকাছি এসে থামল আবার। ঝোপ থেকে গলা বাড়িয়ে সন্তর্পণে পর্যবেক্ষণ করল চারদিক। বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল।

একটু দূরে একটা মেস্কিট গাছের গোড়ায় চোখ পড়ল ওর। এগোল সেদিকে। কাঁচা গোবর। মাটিতে ঘোড়ার পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। টিকাউ তাহলে রুইন্স ক্যানিয়নে ঢুকেছিল!

আস্তানার দিকে এগোল এরিখ। একটু পরে জিস্টারকে দেখতে পেল। যেখানে বাঁধা ছিল, ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। চুপচাপ। নিশ্চিন্ত হলো এরিখ। ওর সাড়া পেয়ে কান খাড়া করল জিস্টার, ডেকে উঠল অভ্যর্থনার সুরে। এরিখ কাছে গিয়ে আশ্বস্ত করল ঘোড়াটাকে, টুপি খুলে ক্যান্টিন থেকে পানি ঢেলে খাওয়াল; তারপর নিজের ঘরে ঢুকল।

খেতে বসল ও। খেতে খেতে পরিস্থিতি বিচার করল ঠাণ্ডা মাথায়। টিকাউ যে তার খোঁজেই এখানে ঢোকেনি, এ-ব্যাপারে ও এখন নিশ্চিত। জিস্টারের এত কাছাকাছি পৌঁছেও ওটাকে দেখতে না পাওয়ার মানে হলো, ও ঘোড়াটাকে দেখার আশাও করেনি। অতএব অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে দোআঁশলার।

কী সেটা? ভ্রূ কুঁচকাল এরিখ। সেটা জানতে হলে আপাতত চুপচাপ অপেক্ষা করতে হবে।

খাওয়া শেষ করে এরিখ ধূমপান করল। তারপর শুয়ে পড়ল কম্বল বিছিয়ে। আজ রাতে রকস্প্রিং যাবে ও। ওখান থেকে খাবার আর খবর দুটোই নিয়ে আসতে হবে। রকস্প্রিং এখন ওর জন্যে বিপজ্জনক, শেরিফ টের পেলে ছিঁড়ে খেতে আসবে। তবু ঝুঁকি নিতে হবে ওকে। উপায় নেই।

ঘণ্টা দুয়েক পর জাগল এরিখ ঘুম থেকে। রকস্প্রিং যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসে জিস্টারের কাছে দাঁড়াল ও। রাতের উপত্যকা জুড়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জিস্টারের পিঠে চড়তে গিয়ে হঠাৎ কান খাড়া করল ও। চারদিক থেকে রাতের নিজস্ব শব্দ ভেসে আসছে। ও চেনে এসব শব্দ। তবু এমন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ওর কানে এসে পৌঁছেছে, যেটা রাতের স্বাভাবিক শব্দের সাথে মেলে না।

শব্দটা আবার শোনার জন্যে কান খাড়া করে রইল এরিখ। কিন্তু আর শোনা গেল না। আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও। তারপর জিস্টারের পিঠে চড়ে চলতে লাগল সামনের দিকে।

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে খাঁড়ির পাড়ে পৌঁছল ও। জিস্টারকে খাঁড়িতে নামিয়ে পানি খাইয়ে নিল, তারপর খাঁড়ির পাড় ধরে রকস্প্রিঙের দিকে যাত্রা করল আবার। পুবাকাশে চাঁদের ক্ষীণাভাস দেখা দিয়েছে। স্বল্পালোকে আলোকিত হয়ে উঠেছে রকস্প্রিঙের রাস্তা। শহরের কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে চাঁদ আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে এল। থামল এরিখ। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের ভেতর জিস্টারকে বাঁধল, তারপর খাঁড়ির ভেতর দিয়ে শহরের দিকে এগোল।

শহরের বরাবর এসে খাঁড়ি থেকে উঠে এল এরিখ। অন্ধকার গলিপথ

ধরে ক্র্যামারের দোকানের কাছে এসে উঁকি দিয়ে রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথায় চোখ বুলাল। লোকজনের চলাচল নেই রাস্তায়, দোকানপাট সব প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওয়েস্টার্ন মূন সেলুন থেকে মাঝে-মধ্যে ভেসে-আসা মাতালের হুল্লোড় ছাড়া আর কোথাও মানুষের সাড়া-শব্দ নেই।

ক্র্যামারের দোকানের সামনের দরজা বন্ধ। তবে আলোর আভাস দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলো ও। ক্র্যামার জেগে আছে এখনও।

সাবধানে রাস্তা পেরিয়ে জেনারেল স্টোরটার পেছনে চলে এল এরিখ। জানালা দিয়ে উঁকি দিল দোকানের ভেতরে। ক্র্যামার একমনে হিসেব দেখছে। এরিখ চাপাস্বরে ডাকল, 'ক্র্যামার!'

চমকে উঠে মুখ তুলল ক্র্যামার। 'কে?'

'আমি। এরিখ ওয়েন। দরজা খোলো।'

বিড়বিড় করে গাল বকল বুড়ো, দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। এরিখ ভেতরে ঢুকে পড়ল। জেমস দরজা লকআপ করে জানালার শাটার নামিয়ে দিল দ্রুত।

'গর্দভ নাকি তুমি!' মৃদু স্বরে বকুনি লাগাল ও। 'চারদিক চষে বেড়াচ্ছে হল আর তার চেলারা তোমার খোঁজে।'

এরিখ বসল, মৃদু হেসে বলল, 'এখানে খোঁজার কথা ভাববে না।'

একটা বোতল নামিয়ে নিয়ে গ্লাসে মদ ঢালল জেমস। 'তা ভাববে না।' একটা গ্লাস এগিয়ে দিল ও এরিখের দিকে। 'কিন্তু কপাল খারাপ হলে—যাক গে, যাচ্ছ কোথায় এখন?'

'কোথাও না,' গ্লাসে চুমুক দিল এরিখ। 'আমি আশেপাশেই আছি, জেমস।'

'তুমি ফেঁসে গেছ, বাছা। ডগ লেইকার শত্রু হিসেবে একাই একশো। তার ওপর চ্যাপম্যানদের লেজে পা দিয়েছ ওদের একটা লোককে গুলি করে।'

'আমি করিনি গুলি।'

'আমি ওরকমই শুনেছি।'

দোকানদারকে সব খুলে বলল এরিখ। মাথা দোলাল বুড়ো। 'বিয়ারি শহরে এসেছিল আজ। পিস্তলবাজ ভাড়া করবে, বলে বেড়িয়েছে সবাইকে। আমি রেঞ্জ ওয়ারের আশঙ্কা প্রকাশ করাতে আমার মুখের ওপর হেসেছে বেজন্মাটা!'

'বিয়ারি গোলমেলে লোক,' এরিখ মন্তব্য করল।

'গোলমেলে নয় শুধু, উদ্ধতও। সারাক্ষণ মুখিয়ে আছে গোলমালের আশায়। এরিখ,' উদ্বিগ্ন দেখাল ক্র্যামারকে, 'ওয়েন্ডির জন্যে ভয় হচ্ছে

আমার।'

এরিখ খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিল দোকানদারের দিকে। 'বিয়ারির আশা পূর্ণ হবে, জেমস। আর ওয়েন্ডি শক্ত মেয়ে। ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে বাঘিনীর মত রুখে দাঁড়াবে ও।'

গ্লাস নামিয়ে রেখে মুখ মুছল জেমস। 'টোকার মারা গেছে, এরিখ।'

'টোকার?'

'মোট টোকার। যাকে তুমিই গুলি করেছিলে বলে জানে সবাই।'

তলপেটে শীতল অনুভূতি টের পেল এরিখ। 'তাহলে আর কী? একটা মার্ডার ওয়ারেন্ট জারি হতে যাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে, এই তো?'

'ঠিক তাই।' ক্র্যামার ঝঁকল এরিখের দিকে। হাড্ডিসার একটা হাত রাখল ওর হাঁটুতে। 'এরিখ, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগই পাবে না তুমি। ডব্লিউ বারের লোকেরা তোমাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। পালাও, এবার।'

এক হাতে ক্র্যামারের হাতটা সরিয়ে দিল এরিখ। শূন্য গ্লাসটি অন্যহাতে টেবিলে রাখল। 'আমি পালাব না।'

'তাহলে তোমাকে মরতে হবে, পেছন থেকে গুলি খেয়ে কিংবা ডেভিডের মত ফাঁসিতে ঝুলে।'

'দুটোর একটাও পছন্দ নয় আমার।'

ওর চোখে তাকাল দোকানদার। 'কেন থাকছ তুমি, ওয়েন?'

এরিখ সিগারেট ধরাল। 'চ্যাপম্যানরা ওয়েন্ডি ক্লে'কে ভাগিয়ে দিক এখান থেকে, তা আমি চাই না। তাছাড়া, বিয়ারির সঙ্গেও আমার বোঝাপড়া রয়েছে। মোট টোকারকে ও-ই গুলি করেছিল, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও। অথচ এখন ও আর গাস ল্যামেল মিলে দোষ চাপিয়েছে আমার ঘাড়ে, যাতে আমি ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চ থেকে দূর হই এবং চ্যাপম্যানের হাতে গ্রেফতার হই। বিয়ারির পরিকল্পনা কি, আমি জানি। ওর উদ্দেশ্য ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চটা হাতিয়ে নেয়া। আমি তা হতে দেব না, জেমস।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ ওর কথা শুনে গেল জেমস। সিগার জ্বালাল এরপর। 'তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত বলে মনে হচ্ছে। কেন, তা জানি না। তবে লেইকারকে যে ধোলাই দিয়েছ, এজন্যে আমি খুশি। অনেকদিন থেকেই এটা ওর পাওনা ছিল। এরিখ, একটা কথা জেনে নিতে পারো। লেইকারের বিরুদ্ধে তুমি একা নও। এখানকার শান্তিপ্রিয় লোকেরা তোমার পক্ষে থাকবে। আরেকটা কথা—এবং সেটাই মুখ্য।'

'কি কথা?' এরিখ জানতে চাইল।

ক্র্যামার উঠল। দরজা খুলে বেরোল সে। ফিরে এসে দরজা আটকাল

আবার। চেয়ার টেনে এরিখের কাছাকাছি গিয়ে বসল। চাপাস্বরে বলতে শুরু করল, 'ছোট-বড় কয়েকটা র‍্যাঞ্চের মালিক রাসলিঙের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। এ জন্যে একজন স্টক ডিটেকটিভ ভাড়া করেছি আমরা।'

'তোমরা?'

'কয়েকটি ছোটখাট র‍্যাঞ্চে আমার টাকা খাটছে। এছাড়া গরু চুরির উপদ্রবে রকস্প্রিঙের ব্যবসা-বাণিজ্যও মার খাচ্ছে ভীষণ। আমার খদ্দেরদের মধ্যে ছোট র‍্যাঞ্চের মালিক আছে অনেক। তারা এখন ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার কথা ভাবছে। ওরকম হলে আমার ব্যবসাও লাটে উঠবে। খদ্দের হারাব আমি। সে যা-ই হোক, আমাদের একজন লোক আছে জর্জ চ্যাপম্যানের র‍্যাঞ্চে।'

'কে সে?'

'তুমি চেনো ওকে। জো রীভস।'

'জো রীভস!'

'ভাল লোক,' হাসল দোকানদার, 'ওয়াইওমিং আর কলোরাডোয় পিঙ্কারটনের হয়ে প্রচুর কাজ করেছে।'

রাইটা ভাল। এরিখ নিজের গ্লাস ভর্তি করে নিল। 'কিছু বের করতে পেরেছে, জো?'

'তেমন কিছু না। জর্জ চ্যাপম্যান যদি রাসলিঙে মদদ যুগিয়ে থাকেও, কোনও ভাবে সেটা প্রমাণ করা যাবে না।'

'আর কে থাকতে পারে এর পেছনে?' এরিখ স্বগতোক্তি করল।

'সেটাই যদি জানতাম!' হাত ওল্টালো জেমস ক্র্যামার হতাশার ভঙ্গিতে। 'শুধু জানি, গরু হারাচ্ছি আমরা। এ পর্যন্ত পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে সর্বমোট।'

'কোথায় থাকতে পারে ওগুলো?'

'আমাদেরও সে-প্রশ্ন। এখান থেকে কয়েকমাইলের মধ্যে ওগুলোর কোন ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতেই বোঝা যায়, ওগুলো এ অঞ্চলেই লুকানো আছে কোথাও।'

'ঠিক আছে,' সিদ্ধান্ত জানাল এরিখ। 'আমিও আছি।'

সিগারের ধোঁয়া ছাড়ল ক্র্যামার। 'তুমি আমাদের এসোসিয়েশনের হয়ে কাজ করবে?'

'না। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পছন্দ করি আমি।'

'একা তুমি আর কতটা করতে পারবে, এরিখ? বরং আমাদের সাথে কাজ করলে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য পাবে তুমি।'

এরিখ শ্রাগ করল। 'তাহলে আলোচনায় আসা যাক। আমার কাজ কি

হবে?'

'নিজের সুবিধেমতন জায়গায় লুকিয়ে থাকবে। খোঁজখবর রাখবে। কিছু জানতে পেলেই আমাদের জানাবে।'

'রীভস কি করবে?'

'ওকে আমি জানাব তোমার কথা।'

'কতটা বিশ্বাস করা যায় ওকে?'

'পুরোপুরি।'

'ও কি এখনও ডব্লিউ বারে কাজ করছে?'

'হ্যাঁ।'

ক্র্যামারকে নিজের জন্যে গ্লাস পূর্ণ করতে দেখল এরিখ। 'অদ্ভুত!'

'কোনটা?' গ্লাসে চুমুক দিল দোকানদার।

'ডব্লিউ বার রাসলিঙে আছে কি নেই—এটা বের করতে না পারাটা।'

'চ্যাপম্যান চতুর, এরিখ। দারুণ চতুর।'

এরিখ উঠে দাঁড়াল। 'আমি এখন যাব।'

'তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে যোগাযোগ করার জন্যে?'

'ব্রিজের নিচে, পশ্চিম পাশে, যেখানে ভ্যালি আর ক্রীক রোড মিলেছে। কোনও খবর থাকলে ওখানে রেখে দিলে আমি পাব। নাম-ধাম উল্লেখ কোরো না যেন।'

ক্র্যামার হাসল। 'কালকের ছেলে পেয়েছ আমাকে?'

স্টারটা বের করল এরিখ। 'এটার জন্যে কিছু কার্তুজ, স্পেন্সারের জন্যেও। এছাড়া বেকন, ময়দা, টিনের খাবার, শুকনো মাংস, তামাক, কফি আর লবণ চাই। ভাল রশি হবে তোমার কাছে?'

'সব হবে।'

'চমৎকার! একজন মানুষের ভার সইতে পারে এমন দেড়শো ফুট রশি চাই।'

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে থলে পূর্ণ করল ক্র্যামার। কাজশেষে এরিখের সামনে এনে রাখল মালপত্রে ঠাসা থলেটা। এক বোতল রাই বের করল সে। 'রাতে ঠাণ্ডায় জমে যাবার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এটা।' হাসল বুড়ো দোকানদার।

এরিখও হাসল। 'বিলটা তৈরি করো।'

লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে এরিখের কাঁধে রাখল দোকানদার। 'দাম দিতে হবে না।'

চোখে চোখে চাইল এরিখ, তারপর বলল, 'ধন্যবাদ। এবার যাই।'

আলো নেভাল ক্র্যামার। 'সাবধানে থেকো। ভারি বিপজ্জনক কাজ

এটা।'

অন্ধকারে হাসল এরিখ। 'তবে নতুন নয়, এই যা। জেমস, আমি সিক্সথ টেক্সাসে একজন স্কাউট ছিলাম।'

থলে তুলে নিল এরিখ, অন্ধকারে পা বাড়াল বাইরে।

আট

পরবর্তী এক সপ্তাহ দারুণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটল এরিখের। হারানো গরুগুলোর অবস্থান কিংবা ওগুলোর ট্রেইল খুঁজে পাবার আশায় আশপাশের সম্ভব-অসম্ভব প্রায় সব ধরনের জায়গা আঁতিপাঁতি করে খুঁজল ও। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাথুরে জমি, আলগা পাথরের মেসা, সেজ আর শিনারির জঙ্গল; মাঝে-মধ্যে কিছু ব্যবহৃত-অব্যবহৃত রহস্যময় ট্রেইল। কোথাও বড় বড় পাথরের চাঁই নগ্ন কাঁধ মেলে ধরেছে আকাশের দিকে। অসংখ্য ক্যানিয়ন আর বক্সক্যানিয়নে ঠাসা এ অঞ্চলে হাজারখানেক গরু কোন চিহ্ন না রেখে অনায়াসেই মাসের পর মাস লুকিয়ে রাখা যায়। এরিখ সত্যিকার অর্থেই গরুখোঁজা করল, ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতই মনে হলো ওর। ক্লান্ত এবং কিছুটা হতাশ হয়ে একটা দিন আস্তানায় কাটাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

বিশ্রাম নিতে নিতে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করল ও। বিশেষ কিছু লাভ হলো না তাতে। কোথাও কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

শুধু একটা ব্যাপারে সামান্য আশার আলো দেখতে পেল এরিখ। পাইনস ভ্যালিতে গরুচোরদের হামলায় নিহত জ্যাক মূন মারা যাবার আগে মুখ খুলতে চেয়েছিল। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছিল বেচারা। 'রাইল'। রাসলিঙের রহস্য ভেদ করার ব্যাপারে এটা সম্ভবত ইঙ্গিতবাহী কোন শব্দ। হয়তো জো কিংবা ক্র্যামার কিছু বলতে পারবে এ সম্বন্ধে।

উঠে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসল এরিখ। 'রাইল, রিলি কিংবা রাইলিও হতে পারে,' নিজেকে শোনাল ও। 'এটাই এখন একমাত্র সূত্র। জঙ্গল চষে বেড়ানো বাদ দিয়ে ওদিকেই ভাবা উচিত আমার,' বুট পরতে পরতে নিজেকে পরামর্শ দিল সে। স্পেন্সারটা তুলে নিয়ে হাইড-আউট থেকে বেরিয়ে জিস্টারের পিঠে স্যাডল চাপাল। প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে জিস্টার ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে ছুটল।

ক্যানিয়ন পেরিয়ে খাঁড়ির পাড় ধরে মৃদু চাঁদের আলোয় ব্রিজের কাছে এসে হাজির হলো এরিখ। ঘোড়া থেকে নেমে ব্রিজের তলায় ঢুকে দেশলাই বের করে আলো জ্বালাল। জেমস ক্র্যামারের কাছ থেকে মেসেজ আশা করছে ও।

অয়েলক্লথের মোড়কটা একটু খুঁজতেই পাওয়া গেল। মোড়ক খুলে ভেতরের ভাঁজ করা একটা কাগজ দেখল সে। বেরিয়ে এসে জিস্টারকে নিয়ে কাছের একটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল আবার। স্বল্পালোকে জেমসের দেয়া মেসেজ পড়ল ও:

ক্রস অ্যারো বিয়ারিকে ফোরম্যান বানিয়েছে। পিট গুজম্যান, রস ম্যাসটন আর টম টিংকার নামের তিনজনকে ভাড়া করেছে বিয়ারি। জর্জ লোকজন নিয়ে ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে তল্লাশি চালাবার কথা ভাবছে। টোকারকে খুনের অভিযোগে শেরিফ তোমার নামে ওয়ারেন্ট জারি করেছে। ডগ লেইকার আর ওক টিকাউ কদিন ধরে ডব্লিউ বারে অনুপস্থিত। হারানো গরুর কোন খবর পাওয়া যায়নি এখনও।

পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করে এরিখ তাতে লিখল

'মেসেজ পেয়েছি। "রাইল" কিংবা "রাইলি" নামের কারও সম্বন্ধে জানা দরকার। খুব জরুরী। গরুর চিহ্নই নেই।'

ভাঁজ করে কাগজটা অয়েলক্লথে মুড়ে ব্রিজের নিচে রেখে দিল ও। তারপর ঘোড়া ছোটাল ক্রস অ্যারোর দিকে। আরেকবার ঢুঁ মারা যাক ওখানে, সিদ্ধান্ত নিল এরিখ।

সেদিনের সে অ্যারোয়োটাতে গিয়ে ঘোড়া থামাল এরিখ। নেমে জিস্টারকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে সন্তর্পণে টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছে পৌঁছে একটা পাথরের আড়ালে থেমে সাবধানে মুখ বাড়াল। ওয়েন্ডিকে দেখার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে ওর মনে। করালের দিকে নজর দিল ও। কয়েকটা মাত্র ঘোড়া বাঁধা ওখানে। একটু দূরেই একটা ঢালের মধ্যে কিছু বাছুর। গরুগুলো সম্ভবত পাইনস ভ্যালিতে। যাবার সময় সম্ভব হলে ওখানেও একবার ঢুঁ মারা যাবে, ভাবল এরিখ।

স্পেন্সারটা বাগিয়ে ধরে সাপের মত বুকে হেঁটে সামনে এগোল ও। র‍্যাঞ্চহাউসের প্রায় একশো গজের মধ্যে চলে গেল। ঘুমন্ত ওয়েন্ডির শরীর ভেসে উঠল তার চোখে। অস্থির হয়ে উঠল ও ভেতরে ভেতরে। ওয়েন্ডিকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, এক পলকের জন্যে হলেও।

আনমনা হয়ে পড়েছিল এরিখ। ফলে একটা পাথরের সাথে ওর স্পেন্সারের বাটের সংঘর্ষের শব্দটা যেন বজ্রপাত ঘটাল ওর কানে; জমে গেল

ও একদম।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। খানিকটা স্বস্তি অনুভব করল এরিখ। কেউ শোনেনি। ধীরে ধীরে মাথা তুলল ও। হঠাৎ কাছের একটা ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখাটা। এরিখের সামনে গজ সাতেক দূরে একটা পাথরে লেগে গুলিটা বিঙ শব্দে ছিটকে গেল একদিকে। গড়ান দিল এরিখ, নিচের দিকে ঢালমতন জায়গাটায় গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্কহাউসের দরজা খোলার শব্দ কানে এল ওর। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল, কিছু একটা বলল কাউকে ডেকে। এরিখ উঠে মাথা নিচু করে দৌড় লাগাল, জিস্টারের কাছে গিয়ে পৌঁছল। পেছনে গুলির শব্দ শোনা গেল আবার।

লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ওটাকে রাস্তার দিকে ছোটাল এরিখ। পেছনে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ; ধাওয়া করছে ওরা। স্পার দাবাল এরিখ জিস্টারের পেটে। লাফিয়ে উঠে গতি বাড়াল জিস্টার। পেছনে মানুষের চিৎকার আর গুলির শব্দ, ছুটে আসছে ওরা ধাওয়া করে।

এরিখ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদিকে। অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান দুটো মূর্তি নজরে এল ওর। স্পেন্সার তুলে পরপর দুটো বুলেট পাঠাল ও মূর্তিদুটোর দিকে। তাকাল আবার ঘাড় ফিরিয়ে। নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে পশ্চাদ্ধাবনকারী দু'জন, পিছিয়ে পড়েছে অনেকটা।

হাসল এরিখ। জিস্টারের গতি কমাল না একটুও। আরও কিছুদূর গিয়ে লাগাম টানল ওটার। রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল ও ঘোড়াসহ। একটা নিচুমতন রিজ বেয়ে উঠল, নেমে গেল আরেকদিকে। ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা খালি জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই পাশের রাস্তায় খুরের শব্দ তুলে পাইনস ভ্যালির দিকে ছুটে গেল ধাওয়াকারীরা।

জিস্টারের পিঠ থেকে নামল ও। ভ্যালি রোডের সমান্তরালে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। কিছুদূর যেতেই রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল, পাইন্স ভ্যালি থেকে ফিরে যাচ্ছে ওরা ক্রস অ্যারোতে। পুবাকাশে প্রভাতের আভাস ফুটে উঠতে শুরু করল আস্তে আস্তে। পাইন্স ভ্যালিতে ঢোকার পরিকল্পনা বাদ দিল সে।

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে পৌঁছতে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল প্রায়। ক্লান্ত শরীরে রুইন্স ক্যানিয়নে প্রবেশ করল এরিখ। ঘোড়াটাকে বাইরে বেঁধে রেখে হাইড-আউটে ঢুকল।

চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়। বিয়ারি যে ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চে জাঁকিয়ে বসতে যাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেভাবেই এগোচ্ছে ও। এরিখকে তাড়াতে পেরে নিশ্চিন্তবোধ করছে পিস্তলবাজ ছোঁড়াটা।

পা থেকে বুট খুলে নিয়ে দুই পা মেসেজ করতে লাগল এরিখ। বিয়ারিকে আর নিশ্চিন্ত থাকতে দেয়া ঠিক হবে না, ভাবল ও। ওর অশুভ পরিকল্পনায় সময় মত বাগড়া না দিলে ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। পরিণামে ওয়েন্ডির জন্যে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এখন যেটা সমস্যা, সেটা হলো এরিখের। বিয়ারির কাজে বাগড়া দিতে গেলে ওকে ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে বাহ্যত। সেটা ওয়েন্ডির মোটেও পছন্দ হবে না। এরিখের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা বাড়বে আরও, নতুন করে।

কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমাল প্রায় দুপুর পর্যন্ত। তারপর উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা তৈরি করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত।

খেয়ে-দেয়ে সিগারেট রোল করল ও। ধরাতে যাবে, এমন সময় চোখ পড়ল বাইরে। খিস্তি আউড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রের ওপর। মুখ থেকে সিগারেট ছিটকে পড়ল একদিকে।

অস্ত্র কক করল এরিখ, নিঃসঙ্গ আরোহীর দিকে তাকাল। এখনও বেশ খানিকটা দূরে; ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে আসছে অশ্বারোহী হাইড-আউটের দিকে।

ফিল্ডগ্লাস বের করে চোখে লাগাল এরিখ। ঘোড়াসহ লোকটা চলে এল ওর চোখের একদম সামনে। হালকা-পাতলা, কিছুটা বিষণ্নমুখের লোকটাকে চিনতে পারল ও। জো রীভস। উপত্যকা এবং পাহাড়গুলোর দিকে নজর বুলোতে বুলোতে আসছে লোকটা। একা।

কটা মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল এরিখ। চট করে কাউকে বিশ্বাস করা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। তদুপরি বর্তমান পরিস্থিতিতে যথাসম্ভব সাবধানে থাকা উচিত। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সে। কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ওর একার পক্ষে সবকিছু সামাল দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

হাইড-আউট থেকে বেরোল এরিখ। জো রীভস এদিকে তাকাতেই হাত নাড়ল। খেয়াল করল না লোকটা, চোখ ফিরিয়ে নিল। পর মুহূর্তেই তাকাল আবার। মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে এরিখ এবার ওটা নাড়াল।

একসঙ্গে তিনটে কাজ করল অশ্বারোহী। পিছলে নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে, ওটার পাছায় প্রচণ্ড এক থাপ্পড় লাগিয়ে ঝাঁপ দিল জঙ্গলের ভেতর হ্যাঁচকা টানে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা বের করে নিয়ে। হতচকিত ঘোড়াটা সরে গেল একদিকে। এরিখ হাসল। স্টক ডিটেকটিভ কোনরকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

টুপিটা মাথায় পরে নিল ও। হাত নাড়ল ফের। ডিটেকটিভ ধীরে ধীরে

উঠে দাঁড়াল। চিনতে পেরেছে এরিখকে। পিছিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগোল এবার।

এরিখ হাসল। 'চিনলে কিভাবে?' কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করল ও।

'মনে হচ্ছিল, এদিকে কোথাও আছ। জেমসকে বললেই পারতে…'

'ঝুঁকি নিতে চাইনি,' এরিখ ব্যাখ্যা করল।

'ঠিক আছে। তোমার সাথে আলাপ করতে এসেছি আমি।'

'ঘোড়া রেখে আসো ওখানে।' একটা ঝোপের দিকে ইঙ্গিত করল এরিখ। 'তারপর আমার প্রাসাদে ঢুকে পড়ো। কফি খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।'

ঘোড়া বেঁধে হাইড-আউটে ঢুকল রীভস। তাকাল চারদিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে।

'প্রাসাদই বটে!' মন্তব্য করল ও সকৌতুকে। 'জায়গাটা ভালই বাছাই করেছ, ভূতের ভয় বাদ দিলে।',

'আমার ভূতের ভয় নেই।'

'আমার আছে। বড্ড বেশি কল্পনাপ্রবণ মন আমার।'

দুটো কাপে কফি ঢালল এরিখ। ডিটেকটিভের দিকে এক কাপ বাড়িয়ে দিয়ে নিজের কাপে চুমুক দিল। আড়চোখে চেয়ে দেখতে লাগল ও লোকটাকে। লম্বা মুখের ওপর লম্বাটে নাক, একজোড়া ধূসর, তীক্ষ্ণ চোখ আর নাকের নিচে ঝোলানো মস্ত একজোড়া বাঁকানো গোঁফ লোকটার। হরিণের শিঙে তৈরি বাঁটঅলা কোল্ট ঝুলিয়েছে কোমরে ক্রস-ড্রয়ের ভঙ্গিতে। ওর যেটা বেশি চোখে পড়ল, সেটা রাইফেল। শার্পস রাইফেল ওটা, প্রচলিত শার্পসের চেয়ে কিছুটা খাটো, তবে কারবাইনের চেয়ে বড়। এরিখ হাতে নিয়ে দেখল অস্ত্রটা, ভারি।

'বিশেষভাবে তৈরি?' জানতে চাইল ও।

'নাহ্।' মাথা নাড়ল রীভস। 'ইউ এস ইস্যু; তিরিশ ইঞ্চি ব্যারেল থেকে চার ইঞ্চি কেটে বাদ দিয়েছি। ঘোড়ায় বসে চালাতে সুবিধে। অবশ্য কারবাইনের চেয়ে এখনও চার ইঞ্চি লম্বা।'

'অধিকাংশ লোক রিপিটার ব্যবহার করে এখন। হেনরী কিংবা স্পেন্সার,' মন্তব্য করল এরিখ।

'হতে পারে।' জো রীভস কফির তলানিটুকু বাইরে ছুঁড়ে দিল। 'আমি শার্পসেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। সৌভাগ্যবানও।'

রাইফেলটা নামিয়ে রাখল এরিখ। 'ওদিকের খবর কী?'

'ওক টিকাউ এসেছে গত রাতে। জর্জকে কিছু একটা রিপোর্ট করেছে।

শোনার চান্স পাইনি। আমার মেসেজ পেয়েছিলে?'

'পেয়েছি। জবাব রেখে এসেছিলাম, পাওনি?'

'না তো! আসার পথে ওখানে দেখে এসেছি। কিছুই ছিল না।'

পেটের ভেতর হিমবোধ হলো এরিখের। 'হয়তো জেমস পেয়েছে ওটা।'

'আশা করি তাই যেন হয়,' বিড়বিড় করল জো।

'রাইল কিংবা রাইলি- এই নামের কাউকে চেনো তুমি? মানুষ ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে।' এরিখ জিজ্ঞাসু চোখে চাইল ডিটেকটিভের দিকে।

'ডব্লিউ বারের কেউ নয়,' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়াল রীভস। 'এদিকে এই নামের আর কেউ আছে বলে মনে পড়ছে না। কোথায় শুনেছ এই নাম?'

'নাম—কিংবা শব্দ। জ্যাক মূন মারা যাবার আগে এটুকুই বলতে পেরেছিল।'

সিগারেট রোল করল জো রীভস। 'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি। শেষ পর্যন্ত যেখানেই যাক, ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের ভেতর দিয়েই যেতে হয় গরুগুলোকে।' সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল ও।

'আমার চোখে পড়েনি,' এরিখ বিরসকণ্ঠে বলল।

কাঁধ ঝাঁকাল ডিটেকটিভ। 'যায়। আমি জানি।'

'চ্যাপম্যান যে এতে জড়িত নয়, কতটা নিশ্চিত তুমি?'

'একশো ভাগই হওয়া উচিত। সারাক্ষণই গরুচোরদের খোঁজে ব্যস্ত থাকে জর্জ। এরপরেও যদি সে এতে জড়িত থাকে, তাহলে আমার জানামতে যত ধুরন্ধর আছে, ও তাদের ওস্তাদ।'

'বিয়ারির খবর কী?' এরিখ প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'গোলমাল পাকিয়েছে কিছু?'

জো রিভস হাসল। 'জোড়াপিস্তলবাজ? পাকাবার তালে আছে বৈ কি! বিখ্যাত সব লোক ভাড়া করেছে ও। চিনি সবগুলোকে। গুজম্যান যেটা, সেটা এক সময় ব্লু রিভার গ্যাঙে ছিল। অন্য দু'জন, ম্যাস্টন আর টিংকার, টেক্সাসের ঘাঘু; পেকোস অঞ্চলের মাল। এদের নিয়েও যদি সে রেঞ্জওয়ার না বাধায়, তাহলে অবাক হব আমি।'

'ডগের খবর কী?'

'ছুটি নিয়ে বাইরে গেছে কয়েকদিনের জন্যে।'

'তুমি ডব্লিউ বার থেকে বেরোলে কিভাবে?'

হাসল জো। 'ভেনিসন খুব পছন্দ করে চ্যাপম্যান। ফুরিয়ে গেছে মনে হয়; আমাকেই পাঠাল।'

'কেউ অনুসরণ করেনি তো তোমাকে?' এরিখ চিন্তিত হলো।

'কালকের ছেলে পেয়েছ আমাকে, না? একটা চোখ সারাক্ষণই পেছনে ছিল আমার। কাউকে দেখিনি অনুসরণ করতে।'

'তবুও,' এরিখ বাইরে তাকাল। 'এটা একটা ভয়ঙ্কর খেলা, জো। তুমিও তা জানো। কোনভাবে যদি ওরা তোমার আসল পরিচয় জেনে যায়, তাহলে বাঁচার কোন সুযোগই পাবে না তুমি।'

জো কফির কাপ ভর্তি করল নিজের জন্যে। 'তুমি সম্ভবত জানো না, এরিখ, আমি কেন স্টক ডিটেকটিভের কাজটা করছি।' হাত ঘুরাল সে চারদিকে। 'আমি এই দেশটা পছন্দ করি। আমার বউ-ছেলেমেয়েরা কলোরাডোয়, অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। আমাকে দেখার জন্যে অধীর হয়ে আছে ওরা। কিন্তু আমি এখন যেতে পারছি না। এই জঘন্য রাসলিঙ বন্ধ হওয়া উচিত, সে জন্যে কাজ করছি আমি। এটা শেষ হলে আমার ছুটি। বউ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসব এখানে, ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলব ওদের জন্যে।'

একটু থামল জো। 'যে কেউই,' শুরু করল আবার, 'যদি র‍্যাঞ্চ গড়তে চায়, তার জন্যে উপযুক্ত সময় এখনই।'

এরিখ মাথা দুলিয়ে সায় দিল। 'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। আমার উদ্দেশ্যও তাই।'

জো ওর দিকে চাইল। 'প্রথম সাক্ষাতের কথা আমার মনে আছে এখনও।' বলল সে। 'তুমি তখন একজন ভবঘুরে ছিলে!'

এরিখ হাসল। ভাঙা চোরা হাইড-আউটে চোখ বুলাল ও। 'এখনও তাই, জো।'

'কিসে তোমার মত পাল্টেছে, এরিখ?'

'তোমাকে সত্যি কথাই বলছি,' এরিখ শান্তস্বরে বলল, 'ডেভিড ক্লে'কে ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে ঝুলন্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম আমি। তাছাড়া···ওয়েন্ডি পালাতে চায় না এখান থেকে। সবকিছুর বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়াতে চায়।'

'হ্যাঁ।' হাসিমুখে মাথা দোলাল ডিটেকটিভ। 'চমৎকার মেয়ে ওয়েন্ডি!'

'কিন্তু ডেভিডকে ঝুলিয়েছে কারা?'

'কুইন সাবে! কে বলতে পারে?' গম্ভীর হলো জো রীভস। 'অন্যান্য অনেক কিছুর মত এটাও একটা রহস্য।'

আগুন নিভিয়ে দিল এরিখ। 'তোমার যাওয়া উচিত এখন। চ্যাপম্যান যে কোন সময় ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে আসতে পারে, জানিয়েছিলে তুমি।'

'চিন্তার কিছু নেই। এক্ষুণি আসছে না ও।'

'তবু তোমার যাওয়া উচিত।'

শার্পসটা তুলে নিল রীভস, বেরিয়ে গেল হাইড-আউট থেকে। কিছু দূর গিয়ে ফিরল ও। 'ব্রিজের তলায় আর কোন মেসেজ রাখার দরকার নেই, তাই না?'

'না,' এরিখ জবাব দিল। 'ক্র্যামারের কাছ থেকে খবর জেনে আসব আমি।'

'ওটা তোমার জন্যে আরও বিপজ্জনক হবে। রকস্প্রিঙে জামাই আদর পাবে না তুমি।'

'তবু ঝুঁকি নিতেই হবে।'

ট্রেইলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেল রীভস। 'দেখো!' পিছু ফিরে ডাকল ও এরিখকে। এরিখ ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ক্যানিয়নের মুখে তাকাল। ধুলো উড়ছে ওদিক থেকে। একটু পরেই পাঁচজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেল ওরা।

খিস্তি করল এরিখ। 'ফিরে আসো!' চিৎকার করে ডাকল সে জোকে। ভেতরে এসে স্পেন্সারটা তুলে নিল। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা ইঁদুরের মত।

নয়

মাথা নিচু করে ছুটে এসে হাইড-আউটে ঢুকল জো; জানালা দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। এরিখ পিছিয়ে দরজার কাছ থেকে ঘরের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশে সরে গেল। তিনজন লোকসহ ডগ লেইকার আর ওক টিকাউকে হাইড-আউটের কাছাকাছি চলে আসতে দেখা গেল। নেতৃত্ব দিচ্ছে লেইকার।

এক হাত তুলে নিজের লোকদের থামাল ডগ। চট করে একটা পাথুরে স্তূপের আড়ালে চলে গেল। একটু পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঁকি দিল।

'ওয়েন!' হেঁড়ে গলায় ডাকল ডগ। 'বেরিয়ে আসো তোমার গর্ত থেকে। আটকে গেছ তুমি। কোন আশা নেই...'

'তুমি এখানে আছ, ওরা জানে!' মন্তব্য করল জো।

'টিকাউ আগে থেকেই জানত।' থুতু ফেলল এরিখ। 'হপ্তাখানেক আগে ওকে এদিকে ঘুর ঘুর করতে দেখেছিলাম।'

'আমরা তোমাকে বের করে আনবই।' পাথরের আড়াল থেকে রাইফেল উঁচিয়ে নাড়ল ডগ। 'আমরা পাঁচজন আর তুমি একা। কথা কানে ঢুকেছে তোমার, ওয়েন? বেরিয়ে এসো এক্ষুণি।'

'বীর পুরুষ!' টিপ্পনী কাটল জো ডগের হম্বিতম্বি দেখে।

'তুমি আছ ওরা জানে না।'

'কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল জো।

'বেরোচ্ছি না। কি হয় দেখা যাক আগে।'

ডগের লোকেরা ঝোপের ভেতরে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। ডগ লেইকার বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল আবার। 'তুমি বেরিয়ে আসবে, নাকি আমাদের আসতে হবে গুঁতিয়ে বের করার জন্যে?' জানতে চাইল সে।

স্পেন্সারের সাইটে চোখ রাখল এরিখ। গুলি ছুঁড়ল। লেইকারের মাথার এক ফুটের ভেতর পাথরের কুচি ছড়াল বুলেট। গাল বকল ও, ডাইভ দিয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

'পরের বার,' হাসল এরিখ সশব্দে, চিৎকার করে বলল, 'তোমার কল্লায় লাগাব গুলি।'

অবিরাম গুলি বৃষ্টি শুরু হলো ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে। এরিখের প্রাচীন বাসভবনটির দেয়ালে লেগে ভোঁতা শব্দ তুলল প্রতিটি বুলেট। আচমকা একটা বুলেট শিস কেটে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। পেছনের দেয়ালে লেগে ছিটকে গেল ওটা, নাচতে লাগল ঘরময়।

মেঝেয় শুয়ে পড়ল এরিখ। 'ওদেরকে ভাগাতে হবে, জো। নইলে বেরোতে পারবে না তুমি,' হাসল ও। 'তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে খেল খতম হয়ে যাবে তোমার।'

নিজের শার্পসটার গায়ে হাত বুলাল জো রীভস। 'দু'একটা গুলি ছোঁড়ার সুযোগ এটাকেও দেয়া যাক। কি বলো?'

'না। গুলি করতে যেয়ো না। তোমার ওই কামানের শব্দেই ওরা বুঝে যাবে যে, আমি একা নই।'

গুলির তোড় কিছুটা কমে এসেছে এখন। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে মাঝে-মধ্যে দু'একটা এসে বিঁধছে বাইরের দেয়ালে। হঠাৎ আবার একটা গুলি এসে ঢুকল ভেতরে। দেয়ালের প্রতিবন্ধকতায় ছিটকে গিয়ে আঘাত হানল ওটা জো'র কাঁধে। গাল বকল জো নিচু স্বরে।

'উহ্! কাঁধটা গেছে আমার!'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল এরিখ, চিন্তিত।

'ওভাবে গুলি ছিটকালে আমাদের হাল খারাপ হয়ে যাবে।'

'কি করা যায় তাহলে?' কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে বলল জো। 'বেরোতে তো পারব না মনে হয়।'

দক্ষিণ দিকের দেয়ালে নজর বুলাল এরিখ। ওখানে একটা দরজার চিহ্ন। এক সময় দরজাই ছিল ওটা। পরে যে কোন কারণেই হোক, অধিবাসীরা চুন, বালি আর পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। বেশি পুরু নয়

নতুন দেয়ালটা, মূল দেয়ালের অর্ধেকের মত হবে। জো রীভসকে নির্দেশ দিল এরিখ, 'ওটার পলেস্তারা খসাতে শুরু করো। ওপাশের রুমে চলে যাব। তারপর ওটার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাব বনের ভেতর।

'তাতে কি হবে? ক্যানিয়ন থেকে তো আর বেরোতে পারছি না।' জো দ্বিমত পোষণ করল।

'সেটা পরে ভাবব। আগে তো ঘর থেকে বেরোই।'

কোমর থেকে ছুরি বের করল জো রীভস। কাজ শুরু করল। এরিখ মাঝে-মধ্যে গুলি ছুঁড়তে লাগল জঙ্গলের দিকে। কেউ একজন আর্তনাদ করে উঠল। গুলি লেগেছে, বুঝতে পারল এরিখ। কুকুরের মত কেঁউ-কেঁউ করছে আহত অবরোধকারী। এরিখ হাসল আপন মনে। পোড়া বারুদের গন্ধে ভারি বাতাসে হালকা ছেঁড়াখোঁড়া ধোঁয়া উড়ছে।

জো'র কাজের অগ্রগতি হয়েছে কিছুটা। শক্ত ছুরির আগায় চাড় দিয়ে একটা পাথর আলগা করে ফেলেছে ও। দু'হাতে ধরে ওটা নামিয়ে রেখে আরেকটায় ছুরি চালাল। দরজা দিয়ে মাঝে-মধ্যে গুলি এসে ঢুকছে ভেতরে, দেয়ালে লেগে ছিটকে যাচ্ছে এদিক-সেদিক। পরের পাথরটাও নামাল জো। ফিস ফিস করে এরিখকে জানাল, 'পালিয়ে যাবার মত পথ হয়েছে।'

'উঁকি দিয়ে দেখো আগে ওপাশে কি আছে?'

জো উঁকি দিল। ওপাশে অন্ধকার। কিছুটা চোখ সয়ে আসতেই মৃদু আর্তনাদ করে উঠল ডিটেকটিভ। বাইরে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল এরিখ, জো'র পাশে এসে উঁকি দিল ভেতরে। ম্যাচ জ্বালাল জো। 'দেখো!'

চারটে কঙ্কাল পড়ে আছে মেঝের ওপর। চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা পাত্র, মাদুর, জন্তুর হাড়গোড় আর ভুট্টা-জনারের রাশি।

'মনে হয়,' এরিখ মন্তব্য করল, 'প্রাচীন অধিবাসীরা ক্যানিয়ন ছেড়ে চলে যাবার আগে এখানে কবর দিয়েছিল ওদের।' কঙ্কালগুলোর দিকে ইশারা করল ও।

নতুন দরজা দিয়ে শরীর গলিয়ে ওপাশের রুমে ঢুকল এরিখ। ম্যাচ জ্বালিয়ে রুমটার পুবপাশের দেয়াল চেক করল। একটা দরজার আকৃতি দেখা গেল দেয়ালে।

'এখানে দরজা,' নিচুস্বরে জো'কে জানাল সে। 'বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। পুরোটা জঙ্গলে ঢেকে আছে।'

সামনের রুমে গেল আবার এরিখ। একজন অবরোধকারী সম্ভবত, কিছুটা দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল, সামনের খোলা জায়গাটা পেরোচ্ছিল সে, এরিখ গুলি চালাল। ডান কানের লতিটা হারিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে খিঁচে দৌড় লাগাল দুঃসাহসী, পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর।

জো দ্বিতীয় কক্ষের দরজা খুলল। 'ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল ও। 'পুরোটাই জঙ্গল।'

এরিখ ওত পেতে বসে রইল প্রথম ঘরে। একটা ঘোড়া উঠে এল নিচের খাত থেকে, হাইড-আউটের সামনের খোলা জায়গায় রাশ টেনে দাঁড় করাল ওটাকে ওটার আরোহী। মুচকি হাসল এরিখ, গুলি চালাল। পাছায় গুলি খেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা, মুখ ওপরে তুলে হ্যাঁচকা টান দিল নিচের দিকে। রাশ ছুটে গেল আতঙ্কিত আরোহীর হাত থেকে। রক্তাক্ত পাছা নিয়ে খিঁচে দৌড় লাগাল আহত ঘোড়া। ডগের খিস্তি শোনা গেল পেছন থেকে, পরক্ষণেই তার ঘোড়াটাও এসে পড়ল খোলা জায়গায়। প্রথমটার অবস্থা দেখে ভড়কে-যাওয়া দ্বিতীয় ঘোড়টাও ওটার অনুবর্তী হলো। হাসল এরিখ রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে।

দ্বিতীয় কক্ষটাতে ঢুকল ও। জো ওটার দরজা খুলে বাইরে টের‍্যাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'এখান দিয়ে নামতে হলে পাখা লাগবে,' এরিখের সাড়া পেয়ে মন্তব্য করল ও।

'অনেক নিচে, না?'

মাথা দোলাল ডিটেকটিভ। ঝুঁকে জঙ্গলের ফাঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রশি বেয়ে নামা যাবে। আছে?'

'দাঁড়াও, আছে।'

প্রথম কক্ষে গিয়ে ক্র্যামারের দোকান থেকে আনা রশির বান্ডিলটা নিয়ে এল এরিখ। জো হাত বাড়িয়ে রশিটা নিয়ে ওটার একমাথা বাঁধল একটা পাথরের সঙ্গে, তারপর সন্তর্পণে রশি বেয়ে নিচে নেমে গেল। এরিখ টেনে তুলল রশিটা। নিজের স্পেন্সার আর জো'র শার্পসটাকে ওটার মাথায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিল। নিজেও নেমে গেল ধীরে-সুস্থে রশি বেয়ে। হাতের ঝাঁকুনিতে ওপর থেকে খুলে নেমে এল রশিটা।

নিজের শার্পসটা হাতে নিল জো। বনের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেল। একটা মেস্কিট ঝোপের পাশে থামল ও। ওপর থেকে ডগের লোকদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। নেমে আসছে ওরা খাতে।

'পালিয়েছে ও!' একজনের চড়া গলা শোনা গেল।

'ঘরটায় খুঁজেছ ভাল করে?' ডগের গলা।

'দেখেছি। গাট্টি-বোঁচকা ছাড়া আর কিছু নেই।'

খাতে নেমে এসেছে ওরা সবাই। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছে এরিখ আর জো।

'ওদের ভাগাতে হবে, এরিখ।' রাইফেল বাগিয়ে ধরল জো।

'আমি যে একা নই বুঝে যাবে ওরা।'

'তাতে ওদের উৎসাহ বরং কমবে,' জবাব দিল জো। 'ওদেরকে খাত থেকে উঠতে দেয়া যাবে না। ঢালে উঠতে পারলে ঘিরে ফেলবে আমাদের,' যুক্তি দেখাল ও।

'ঠিক আছে,' এরিখ সায় দিল। উঁকি দিল ও জঙ্গলের ফাঁকে। ডগের দল ওদের পাশাপাশি চলে এসেছে প্রায়। লোকগুলো ভড়কে গেছে, বুঝতে পারল ও। একজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন হয়ে সহজে কাজ সারতে এসেছিল ওরা। বাধা পাওয়ার আশাই করেনি।

'তোমার কামান দাগাতে পারো,' অনুমতি দিল এরিখ। 'তবে আমি গুলি করার আগে নয়, পরে।'

জো'র কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল ও। শ'খানেক গজ দূরে খাতের মধ্যে ডগের দল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ওরা; ঢাল বেয়ে উঠে জঙ্গলে খোঁজার মতলব ভাঁজছে সম্ভবত।

পর পর চারটে গুলি পাঠাল এরিখ অনির্দিষ্টভাবে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল শত্রুদলের মধ্যে। একজন জঙ্গলের দিকে তাক করে রাইফেল ওঠাল, এমন সময় গুলি ছুঁড়ল জো। টলে উঠল লোকটা, হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল, নিজেও লুটিয়ে পড়ল ওটার পাশে।

এরিখ ডগকে টার্গেট করে ওর পায়ের কাছে গুলি পাঠাল। মাটিতে ঝাঁপ দিল লেইকার, কচ্ছপের মত বুকে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টিকাউর হেনরীটা ছিটকে পড়ল ওর হাত থেকে, যেন ভূতে থাবা মেরেছে ওটায়। খিস্তি করে জায়গা থেকে সরে গেল দোআঁশলা।

'ও একা নয়!' চিৎকার করে নিজের লোকদের জানাল ডগ লেইকার।

এরিখ আর জো অনবরত গুলি ছুঁড়তে লাগল। দ্রুত জায়গা বদল করছে ওরা। ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ওদের রাইফেলের শব্দ।

মনোবল হারাল চার অবরোধকারী। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু হটল ওরা; অবশেষে চম্পট দিল ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে।

এরিখের পাশে এসে বসল জো, মুখ থেকে ঘাম মুছল। 'যুদ্ধ বটে!'

'তুমিও যোদ্ধা বটে,' খালি স্পেন্সারে গুলি ভরতে ভরতে এরিখ মন্তব্য করল। 'কোথাকার? আর্মি অভ নর্দার্ন ভার্জিনিয়া?'

'না।'

'টেনেসি?'

'উঁহুঁ।' জো রীভস তার শার্পসের বাঁটে আদরের চাপড় লাগাল। 'পটোম্যাক। বার্জেস' ফার্স্ট রেজিমেন্ট অভ ইউ এস শার্পশূটার।'

এরিখ হাসল। 'তলে তলে পাক্কা চোর দেখছি তুমি!'

'তোমার মত বেজন্মা ডাকাত নই কিন্তু,' হাসল জো রীভস নিজেও।

'সিক্সথ টেক্সাসের বিপক্ষে ছিলে তুমি!' এরিখ অভিযোগ করল।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রীভস। 'সিক্সথ টেক্সাসই আমার পক্ষে ছিল না।'

'যা বলেছ,' একমত হলো এরিখ। ক্যানিয়নের দিকে তাকাল। 'তুমি থাকো এখানে। বিশ্বাস নেই, নিচে কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারে ওরা। আমি দেখে আসি আগে। তোমার ঝুঁকি নেবার দরকার নেই।'

'আমি তাহলে ঘোড়াগুলোর অবস্থা দেখে আসি।'

জঙ্গল সরিয়ে নিচে নামল এরিখ। খাতের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জো রীভসের গুলিতে মৃত লোকটা। বুকের কাছে প্রকাণ্ড গর্ত ওর। রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। আরেকটু এগিয়ে চারদিকে তাকাল এরিখ। ডগ লেইকার ও তার দলের চিহ্ন নেই কোথাও।

ফিরে এল ও। ততক্ষণে জো রীভসও হাজির হয়েছে ঘোড়া নিয়ে। এরিখ পরামর্শ দিল, 'ওদের সাথে দেখা হলে মুখে কুলুপ এঁটে রাখবে, জো।'

ঘোড়ায় চড়ল জো। একটু ইতস্তত করল, বলে ফেলল অবশেষে, 'তুমি ভাল লোক, ওয়েন।'

'তোমার চেয়ে বেশি নই, রীভস। সোজা চলে যাও, আমি কাভারে রাখব তোমাকে।'

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গেল ডিটেকটিভ। হাইড-আউটে গিয়ে এরিখ মালপত্র গোছাল। জিস্টারের পিঠে তুলে দিয়ে সেও যাত্রা করল ক্যানিয়নের মুখে। এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে ওর। ধীরে ধীরে এগোল সে জেফ ক্লীন আর প্রাচীন কঙ্কালগুলোর নীরব সঙ্গ ছেড়ে।

দশ

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে এসে পাহাড়ের একটা ফাটল মত জায়গায় এরিখ তার মালপত্র লুকিয়ে রাখল। ডিটেকটিভ জো রীভসের কথা ভাবছে ও। গৃহযুদ্ধের সময় লোকটা ওদের বিপক্ষ সেনাদলে ছিল, আর আজকের লড়াইয়ে তারা স্বপক্ষ। এরিখ ব্যাপারটা ভেবে মনে মনে কৌতুকবোধ করল। তবে, যাই হোক, জো'র সাহচর্য ওর অবিরাম একাকিত্ববোধকে কিছু সময়ের জন্যে হলেও দূর করতে পেরেছিল। লোকটা ইয়াঙ্কি নয়, না হোক, লোকটা ভাল।

শুধু ভাল লোকই নয়, এরিখ স্বীকার করল মনে মনে, জো একজন ভাল যোদ্ধাও। অস্ত্রহাতে নয় শুধু, আদর্শগতভাবেও। নিজের পরিবারের জন্যে

ন্যূনতম সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের লক্ষ্যে সৎ পথে উপার্জনের চেষ্টা করছে ও। এই দেশটায় ন্যায় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে অন্যান্য সৎ ও নিরীহ মানুষের বাসোপযোগী করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে।

এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে কিছুটা সময় কাটল ওর। বিকেলের দিকে ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চের প্রায় কাছাকাছি এক জায়গায় এসে ঘোড়া থামাল। ওয়েন্ডিকে দেখার অদম্য ইচ্ছেয় তাড়িত হচ্ছে ও। সে রাতের ব্যর্থ চেষ্টার পর আজ আবার ইচ্ছেটা চাগিয়ে উঠেছে ওর ভেতর।

ভ্যালি রোডে শেষ বিকেলের সূর্যালোকে হলদেটে ধুলো উড়তে দেখে ফিল্ডগ্লাসটা চোখে লাগাল এরিখ। একটা বাকবোর্ড আসছে। চালকের আসনে গাস ল্যামেলকে দেখল ও—এবং তার পাশেই, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ওর দেহ-মন, ওয়েন্ডি স্বয়ং!

শক্তিশালী ফিল্ডগ্লাস ওয়েন্ডিকে যেন এরিখের দশ গজের মধ্যে নিয়ে এল। ওয়েন্ডির মুখে একধরনের বিষণ্নতা। বাকবোর্ড বাঁক নিয়ে আড়ালে চলে যাবার আগ পর্যন্ত এরিখ ওয়েন্ডির মুখ হতে চোখ ফেরাতে পারল না।

'নিশ্চয়ই রকস্প্রিং যাচ্ছে ওরা,' জিস্টারকে বলল ও। জিস্টার সায় দিল ঘোঁৎ করে নাক ঝেড়ে। 'চলো, তাহলে আমরাও যাই।'

স্পার দাবাল ও জিস্টারের পেটে। সন্ধের অন্ধকারে শহরের পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া ক্রীকের ধারের জঙ্গলটাতে উপস্থিত হলো। একটা গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে ঘুরপথে ব্রিজ পেরিয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে শহরে ঢুকল।

আলোকজ্জ্বল রকস্প্রিঙের একমাত্র সেলুন ওয়েস্টার্ন মূন থেকে পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত দোকান ঘরের প্রায় ধসে-যাওয়া দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ও। শহরের হিচ-রেইলে নানান জাতের ঘোড়া বাঁধা। বাকবোর্ড এবং ওয়াগনগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নোংরা অপরিচ্ছন্ন রাস্তার এক ধার ঘেঁষে। অন্য সময়ের তুলনায় আজ শহরে লোক সমাগম অনেক বেশি। আজ শনিবারের রাত। কাল ছুটি। বিভিন্ন র‍্যাঞ্চের কর্মচারীরা সাপ্তাহিক বেতন পেয়ে খরচ করার জন্যে শহরে এসে জুটেছে।

ক্রীকের ধার ঘেঁষে সার বাঁধা দোকানগুলোর পেছন দিয়ে এগোল ও। রাস্তায় প্রচুর মানুষ, তাদের হৈ-হল্লা আর হাসি-ঠাট্টায় গমগম করছে ছোট্ট শহরটা। এরিখ জানে, ওর জন্যে এ-সময়টা মোটেও অনুকূল নয়। ডব্লিউ বারের লোকেরা এসেছে শহরে; শেরিফ চ্যাপম্যান, ডগ লেইকার আর ওক টিকাউর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। যে-কোন মুহূর্তে ওদের কারও চোখে পড়ে যাবার ভয়—তবু কিছু সময়ের জন্যে হলেও ওয়েন্ডির মুখোমুখি হবার একটা সুযোগের আশায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ও।

ক্র্যামারের দোকানের পেছনে পৌঁছে গেল এরিখ। থামল। হাত দিয়ে কোমরে-গোঁজা অস্ত্রটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিল অন্ধকারে। ছয় ইঞ্চি ব্যারেলের স্টার ওটা, প্রায় তিন পাউন্ড ওজন। দোকানের পেছনের দরজা খুলে অন্ধকার কক্ষে ঢুকে পড়ল ও।

ক্র্যামার সামনে খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত, এরিখ উঁকি মেরে দেখল। প্রচণ্ড ভীড় দোকানে। দু'জন নতুন কর্মচারী রেখেছে বুড়ো। আরেকটু তাকাতেই তাকে দেখতে পেল ও। বুড়োর সামনে ওয়েন্ডি, কথা বলছে দু'জনে।

কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল দোকানদার। 'দাঁড়াও, পেছনে কিছু নতুন প্যাটার্ন রেখেছি। তোমাকে এনে দেখাই।'

ওয়েন্ডি সায় দিল হাসিমুখে। ক্র্যামার পেছনের রুমে এসে ঢুকল।

অন্ধকারে ওর মুখে হাতচাপা দিল এরিখ। 'ওয়েন, আমি,' নরম গলায় বলল ও, হাত সরিয়ে নিল মুখ থেকে।

'ধ্যাত্তেরি, তুমি আমার পিলে চমকে দিয়েছিলে!'

'তুমি ভয় পেয়ে ভিরমি খাবে, বুঝতে পারিনি।'

অন্ধকারে হাসির শব্দ শোনা গেল। 'গোল্লায় যাও তুমি! জো'র খবর কী?'

'সকালে দেখা হয়েছিল ওর সাথে। ও আর আমি মিলে লেইকারের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করেছি।' এরিখও হাসল। 'ডগ তত ভাল সেনাপতি নয়, জেমস।'

অন্ধকারেই কিছু প্যাটার্ন বেছে নিল দোকানদার ক্যাবিনেট থেকে। 'সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে খরবটা। জেরি ফক্সকে খুন করেছ তুমি।'

'ডগ লেইকারের সাথের লোকটার কথাই বলছ তো? ও মারা গেছে জো রীভসের গুলিতে।'

'ওর কথা বলেনি লেইকার।'

'বিয়ারির নামও তো বলেনি ও। তাতে কী? এমনিতেই তো খুনী বলে অভিযুক্ত আমি। নতুন আর কি হবে?'

দরজার হাতলে হাত দিল জেমস। 'দাঁড়াও। প্যাটার্নগুলো ওয়েন্ডিকে দিয়ে আসি।'

'ভাল কথা। ওকে বলো, আমি ওর সাথে কথা বলব।'

'গাঁজা খেয়েছ?'

'না।'

'ঠিক আছে।' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল জেমস। 'কিন্তু সংক্ষেপে সারবে।' স্টোরে ঢুকে গেল ও।

এরিখ উঁকি দিল আবার। ক্র্যামার ওয়েন্ডিকে কিছু বলল মৃদুস্বরে।

ওয়েন্ডি চমকে উঠে একবার পেছনের রুমের দিকে তাকিয়ে তারপর খদ্দেরদের দিকে চাইল। জেমস এবার উঁচুস্বরে বলল, 'পেছনের রুমে আরও নানারকমের প্যাটার্ন আছে, ম্যাম। তুমি বরং নিজে গিয়ে বেছে নাও ওখান থেকে।'

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্ততভাব দেখা গেল ওয়েন্ডির মধ্যে, তারপরই হাঁটা দিল ও। রুমে ঢুকে পেছনের দরজা আটকে দিল। এরিখ একটা মোমবাতি খুঁজে নিয়ে জ্বালাল। ওয়েন্ডির মুখোমুখি হলো ও।

'ভাল?' ঠাণ্ডাস্বরে কুশল জিজ্ঞেস করল ওয়েন্ডি।

এরিখ ওর শীতল অভ্যর্থনায় সাড়া দিল না। 'তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো যে, টোকারকে আমিই খুন করেছি?' সরাসরি জানতে চাইল ও ওয়েন্ডির কাছে।

'কাকে বিশ্বাস করা উচিত,' ওয়েন্ডি শান্তস্বরে জবাব দিল, 'বুঝতে পারছি না আমি।'

এরিখ ওর কাছে এগিয়ে এল। ওর গায়ের মিষ্টি সৌরভ পেল সে। 'আমি শপথ করে বলছি, ওয়েন্ডি, আমি ওকে গুলি করিনি।'

'গাসের কথা বিশ্বাস করি আমি,' ওয়েন্ডি শুকনো কণ্ঠে বলল। 'ও বলেছে তুমিই গুলি করেছ।'

মাথা নাড়ল এরিখ। 'ওকে সত্য গোপন করতে বাধ্য করা হয়েছে। যে কোন কারণে হোক, বিয়ারির কথায় সায় দিতে হচ্ছে ওকে।'

ওয়েন্ডি একটা টুলে বসল। এরিখের নোংরা কাপড়চোপড় আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোথায় আছ তুমি এখন?'

'লুকিয়ে আছি।'

'ওরা বলছে, তুমি নাকি আজ আরেকজনকে খুন করেছ।'

'না।'

'কেন মিথ্যে বলছ অনর্থক? পসি যখন তোমাকে ধরতে যায়, তখন তুমিই ছিলে শুধু ওখানে। তুমি গুলি করতে করতে পালিয়েছ। তোমার গুলিতে মারা গেছে জেরি ফক্স।'

'তুমিও আমার কথা বিশ্বাস করবে না, ওয়েন্ডি? ওই দুটো খুনের সঙ্গে আমি কোনভাবেই জড়িত নই।'

ওয়েন্ডি নিচু অথচ ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'তুমি তো একাই ছিলে পসির বিরুদ্ধে। সুতরাং আর কে করবে গুলি?'

এরিখ চুপ করে রইল। 'আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন?' ওয়েন্ডি প্রশ্ন করল। 'কে ছিল আর ওখানে?'

'ওটা জানতে চেয়ো না,' জবাব দিল এরিখ। 'তবে এটা বলতে পারি যে, আমি একা ছিলাম না। কিন্তু এটাও তোমাকে গোপন রাখতে হবে।'

'সাক্ষীরা বলেছে, তুমিই টোকারকে গুলি করেছিলে।' ওয়েন্ডি উঠে দাঁড়াল। 'তুমি তা অস্বীকার করেছ। আজকের ব্যাপারটাও তোমার দ্বারা হয়নি বলছ। তাহলে, আমাকে বলতে পারো, এগুলো কে করেছে? বলতে পারো, আমাকে কার কথা বিশ্বাস করতে হবে?'

শ্রাগ করল এরিখ, জবাব দিল না। মেয়েটি পুরোপুরি বিভ্রান্ত এখন, তর্ক করে ফল হবে না।

'আমি তোমাকে ভাড়া করেছিলাম আমার কাজে সাহায্য করবার জন্যে। তোমাকে অন্যদের থেকে কিছুটা ভিন্ন ভেবেছিলাম, ওদের মত খুনে-বদমাশ ভাবিনি। কিন্তু তুমি পরপর দুটো খুন করেছ। অন্যদের কাছে তুমি ক্রস অ্যারোর লোক বলে পরিচিত। আর, এটা আমার অবস্থানকে কোথায় নিয়ে গেছে, ভাবতে পারো তুমি?'

'শুধু তোমার অবস্থান নয়, ওয়েন্ডি,' এরিখ ধীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'আমারটাও।'

'ধরা দিচ্ছ না কেন?'

'এখানে? হল চ্যাপম্যানের হাতে? তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থনের আগেই ওরা আমাকে গুলি করবে, নয়তো ঝুলিয়ে দেবে গাছ থেকে। সেটা আমার একটুও পছন্দ হবে না।'

'তাহলে পালিয়েই বেড়াও।'

এরিখ কাছে টানল ওয়েন্ডিকে। গাঢ়স্বরে বলতে লাগল, 'তোমার বাবাকে কবর দেবার আগে আমি আইনের আশ্রয় নেয়ার কথা বলাতে তুমি কি জবাব দিয়েছিলে, মনে আছে, ওয়েন্ডি? তুমি বলেছিলে, "আইন? কিসের আইন? আইন-টাইনের বালাই নেই এখানে।" বলোনি?'

চুপ করে রইল ওয়েন্ডি। কয়েকটি নীরব মুহূর্ত কেটে গেল এরপর। ওয়েন্ডি মুখ তুলল, এরিখের দিকে চাইল ও। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করতেই চাই, ওয়েন।'

'সত্যি চাও? তাহলে শোনো। বিয়ারি লোক ভাল না। ক্রস অ্যারোকে গোলমালে জড়িয়ে ফেলে নিজের ফায়দা লোটার তালে আছে ও।'

'সে আমার জন্যে প্রচুর খাটছে, এরিখ।'

'অবশ্যই।' এরিখ তিক্তকণ্ঠে সায় দিল। 'ওর নিজের জন্যেও বটে। এজন্যেই ও গাসকে চাপ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে বলিয়েছে, যাতে আমাকে ক্রস অ্যারো থেকে ভাগানো যায়—এবং যাতে ও নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের কাজ সারতে পারে।'

ওয়েন্ডির দিকে চাইল এরিখ। 'যাদের ও ভাড়া করেছে তোমার কাজ করার জন্যে, তারা কেমন লোক তুমি জানো?'

'না,' ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। 'তবে প্রচুর কাজ করছে ওরা আমার জন্যে।'

'আমি জানি। শোনো, গুজম্যান ব্লু রিভার্স গ্যাঙের সঙ্গে জড়িত ছিল এর আগে। সারা অ্যারিযোনার সবচেয়ে কুখ্যাত দস্যুদল ওটা। ম্যাস্টন আর টিংকারও একই ব্র্যান্ডের। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ওয়েন্ডি, একটা বাজে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছ তুমি। ওটা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে শেষ পর্যন্ত বিয়ারির উদ্দেশ্য পরিষ্কার। একই সঙ্গে ক্রস অ্যারো আর তার মালিককে লাভ করা। ওর পরিকল্পনায় ও যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে ইতোমধ্যে।' থামল এরিখ।

মোমবাতির মৃদু আলোকে ওয়েন্ডির মুখের রঙ বদল বুঝতে পারেনি এরিখ। হঠাৎ ওর ডান হাতটাকে ঝলসে উঠতে দেখল সে, পর মুহূর্তেই সশব্দ চড়টা অনুভব করল নিজের গালে। এক মুহূর্ত নির্বাক রইল এরিখ, জ্বলছে গালটা। আচমকা দু'হাতে ওয়েন্ডির দু'কাঁধ ধরে কাছে টানল ও রূঢ়ভাবে। ওর প্রশস্ত বুকের সাথে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাল মেয়েটা।

'আমি দুঃখিত,' মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বলল এরিখ। 'কিন্তু এটাই সত্যি।'

দরজা খুলে গলা বাড়াল জেমস। 'বেরিয়ে যাও, এরিখ,' চাপা কণ্ঠে বলল ও। 'রবার্ট বাটলার দোকানে ঢুকেছে।'

এরিখ পিছিয়ে গেল। 'বাটলারকে আমার সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়ো না, ওয়েন্ডি।'

'কেন বলব না?' বিদ্রূপ করল ওয়েন্ডি। 'ও আমার বন্ধু। তা ছাড়া, তুমি তো নাকি নির্দোষ!'

'আমার বন্ধু নয় ও।' দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত ক্যাবিনেটের আড়ালে চলে গেল এরিখ।

বাটলার এসে ঢুকল। দরজা আটকে দিয়ে বলল, 'একজন কর্মচারীর মুখে শুনলাম তুমি ভেতরে।'

'মিথ্যে যে শোনোনি তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই দিচ্ছ না তুমি,' বাটলার অনুযোগ করল, 'কেন?'

ওয়েন্ডি ঘুরল ওর দিকে। 'তোমাকে কখনও নিষেধ করেছি নাকি?'

'ল্যামেল কিন্তু ও রকম বলেনি।'

'ওকে কিছুই বলিনি আমি এ-ব্যাপারে।'

জ্বলে উঠল বাটলার। 'তাহলে ওটা নিশ্চয়ই সে দোপিস্তলবাজের কাজ।

সে-ই ল্যামেলকে বলতে বলেছে। খুব বাড়াবাড়ি করছে লোকটা।'

ওয়েন্ডির কাছে এগোল ও। 'আমি তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে লাগতে পারতাম তোমার, পারতাম না?'

ওয়েন্ডি হাসল। 'তোমার কাজে লাগার নমুনা আগেই দেখেছি, বাটলার। নতুন আর কী দেখাবে? তোমার তত্ত্বাবধানেই আমার গরুগুলো হারিয়েছে, তোমার নিজেরও দু'জন লোক মারা গেছে। অথচ চ্যানিকে ফোরম্যান বানানোর পর থেকে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে। একটা গরুও খোয়া যায়নি।'

'হাহ্!' হাসল বাটলার। 'সে জন্যে ওকে বাহবা দিচ্ছ, না? কিন্তু আমার এখনও ধারণা যে, গরু চুরির জন্যে দায়ী ছিল ওয়েন। ও চলে যাবার পর থেকে শুধু তোমারই নয়, আর কারও গরু চুরি হয়নি।'

'আমার ধারণা কিন্তু ভিন্ন। এরিখের অন্য দোষ থাকতে পারে, কিন্তু গরুচোর সে নয়।'

'বাদ দাও,' বাটলার প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'কিন্তু আমার কথা হলো, তুমি বিয়ারির ওপর নির্ভর করছ কেন? তাকে কাজে নেবারই বা কি দরকার ছিল? আমিই তোমাকে সাহায্য করতাম, তোমার বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতাম। তোমার বাবা কি চায়নি যে, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক?'

দরজা খুলে মাথা গলাল দোকানদার। 'গাস এসেছে, ওয়েন্ডি।'

বাটলার ঘুরে দাঁড়াল দোকানদারের দিকে। 'ও আর আমি একত্রে ব্যবসার ব্যাপারে আলাপ করছিলাম, জেমস। ওয়েন কিংবা বিয়ারির মত উটকো লোকের ওপর নির্ভর করার কি দরকার ওর? তুমি কি বলো?'

শ্রাগ করল দোকানদার। 'ওটা ওর ব্যাপার। তবে ওয়েনকে আমি খারাপ লোক মনে করি না।'

'তাহলে ভাল লোক বলেই মনে করো! হাহ্, কাকে, ক্র্যামার? একজন খুনীকে?'

'ওকে আমি একবারই দেখেছি,' ক্র্যামার শুকনো স্বরে জবাব দিল। 'আমার মনে হয়নি, ও খুন করতে পারে।'

'ওর ওপর দেখছি খুব বিশ্বাস তোমার?'

'কেন, জানতে চাও? ওকে আমি খুন করতে দেখিনি।'

'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল যে, ও খুন করতে পারে না?'

'শোনো, বাটলার,' ক্র্যামার ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে বলল। 'টোকার গুলিবিদ্ধ হবার সময় কিংবা জেরি ফক্স খুন হবার সময় আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম না। যতদূর জানি, তুমি নিজেও ছিলে না। ডগ আর টিকাউর মুখেই শুনেছি আমি। ওদের কথা সত্যি বলে গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

আছে?'

'টোকারের ব্যাপারে গাসের সাক্ষ্যও তো ওয়েনের বিরুদ্ধে গেছে।'

'বিয়ারিও ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। গাস বিয়ারির লোক। ওরা একসঙ্গেই এসেছে।'

ওয়েন্ডি দরজার দিকে এগোল। 'আমি যাচ্ছি,' মৃদুস্বরে জানাল ও। 'সম্ভবত জেমস ঠিকই বলেছে, তবে আমি নিশ্চিত নই। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমার লোকেরা ঠিকভাবে কাজ-কর্ম করছে। ওদের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নেই।' স্টোরে ঢুকল ও।

বাটলার সিগার ধরিয়ে ক্র্যামারের দিকে তাকাল। 'তুমি ওয়েনের পক্ষ নিয়েছ কেন?'

'ও খুন করেছে কি না আমি নিজের চোখে দেখিনি,' জবাব দিল জেমস। 'এটা বলার জন্যে পক্ষ নেবার দরকার হয় না।'

সিগারে লম্বা টান দিল বাটলার। 'তুমি,' হাতের টোকায় সিগারের ছাই ঝাড়ল, 'আমাকে কখনও পছন্দ করোনি।'

পায়ের ওপর ভর পাল্টাল জেমস ক্র্যামার। 'প্রচুর লোক আছে আমার পছন্দের তালিকায়।'

'মাঝে-মধ্যে,' দাঁতে দাঁত ঘষল বাটলার, 'তুমি খুব রহস্যময় আচরণ করো। এখনও করছ। কেন, ক্র্যামার? কি লুকোচ্ছ তুমি?'

দরজার দিকে আঙুল দেখাল বুড়ো দোকানদার। 'বেরোও, বেরিয়ে যাও! অনেকদিন ধরে জ্বালাচ্ছ তুমি মেয়েটাকে। এখন আমার সাথেও শুরু করেছ। তোমার ওসব ফালতু বক-বক শোনার চেয়ে করার মত প্রচুর কাজ রয়েছে আমার। ভাগো বলছি!'

এক পা এগিয়ে গেল বাটলার, ক্র্যামারের জামার কলার টেনে ধরল এক হাতে। 'গোল্লায় যাও তুমি, বুড়ো! বাজি ধরে বলতে পারি, আমার বিরুদ্ধে মেয়েটিকে খেপিয়ে তুলেছ তুমিই।'

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল ক্র্যামার। 'ছাড়ো। আমার ওপর বীরত্ব ফলিয়ে কোন লাভ হবে না তোমার।'

প্রচণ্ড চড় কষাল বাটলার বুড়ো মানুষটার গালে, পরক্ষণেই কুকুরের মত 'খ্যাঁক' করে উঠল ডান চোখের ওপরে ওর শীর্ণ হাড্ডিসার হাতে পাকানো মুঠোর মোক্ষম ঘুসি খেয়ে। কলার ছেড়ে দিল লাল চুলো, রাগে ও যন্ত্রণায় উন্মত্তের মত ক্র্যামারকে ধরে ঠেলতে ঠেলতে ক্যাবিনেটের ওপর নিয়ে ফেলল, ঠেসে ধরল ওটার সাথে, যেটার আড়ালে এরিখ লুকিয়ে ছিল। 'জাহান্নামে যাও তুমি!'

বেরিয়ে এল এরিখ, এগোল বাটলারের দিকে। 'যথেষ্ট দেখিয়েছ,

বাটলার। থামো এবার।'

ভূতের গলা শুনেই যেন আঁতকে উঠল বাটলার। ঠোঁট হতে সিগার পড়ে গেল ওর। লাফিয়ে পিছু হটল। 'ওয়েন! সারাক্ষণই তুমি ওখানে ছিলে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ।

'বেরিয়ে যাও,' লালচুলোকে দরজা দেখাল এরিখ। 'দ্বিতীয়বার বলার আগে।'

'সম্ভবত ক্র্যামারের মত তোমারও ধোলাই খাবার সাধ জেগেছে, ওয়েন।'

চিবুক থেকে রক্ত মুছল ক্র্যামার। 'চেষ্টা করে দেখো,' তিক্তস্বরে বলল ও। 'তুলোধুনো হয়ে যাবে।'

দেঁতো হাসি হাসল বাটলার, পিছোল একটু। ওর ডান হাত কোটের পকেটে ছোবল মারল, পিস্তল বের করে আনল ও। 'নড়ো না, ওয়েন।' হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল ও, 'হল তোমাকে দেখে দারুণ খুশি হবে।'

পিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিল এরিখ। পায়ের ওপর ভর পাল্টাল। খেঁকিয়ে উঠল বাটলার, 'নড়তে নিষেধ করিনি!' পিস্তল দোলাল সে।

'তাই?' হাসল এরিখ। 'চ্যাপম্যানদের খুশি করার জন্যে অতটা ব্যস্ত তুমি, জানতাম না তো?'

'ব্যস্ত তো বটেই।' খোশগল্পের মূডে হাসল বাটলারও। 'তোমাকে যে ধরে দিতে পারবে, তার জন্যে যৎসামান্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে! খবরটা পাওনি বুঝি কারও কাছে?'

সায় দিল জেমস। 'ঠিক বলেছ। কিন্তু তাতে তোমার বিশেষ লাভ হচ্ছে না। কামানটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে স্রেফ দূর হয়ে যাও এখান থেকে, এক্ষুণি। আর এরিখকে এখানে দেখেছ, এটা যেন ভুলেও মনে রেখো না।'

'কী?' হতভম্ব হয়ে গেল বাটলার।

ওর দিকে ডানহাতের তর্জনী উঁচিয়ে ধরল বুড়ো দোকানদার। 'টোকারকে এরিখ গুলি করেনি, কিংবা জেরিকেও হত্যা করেনি ও। এটা আমি ছাড়াও আরও অনেকেই মনে করে। হল চ্যাপম্যান আর তার চেলাদের ওপর কারও সুনজর নেই। বিভিন্নভাবে উত্যক্ত হচ্ছে তারা ওদের হাতে। ওদের সময় ঘনিয়ে এসেছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। তুমি যদি এখানে থাকার মতলবে এসে থাকো, তাহলে এদের সাথেই চলা উচিত হবে তোমার। এদের বিরুদ্ধে গেলে এরা ঠিকই তা মনে রাখবে। মাথায় যদি তোমার সামান্য ঘিলুও থাকে, তাহলে এরিখকে চ্যাপম্যানের হাতে তুলে দেবার কথা স্রেফ ভুলে যাও।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একবার জেমস, আর একবার এরিখের দিকে তাকিয়ে

মাথা নাড়ল বাটলার। 'যাহ্, ধাপ্পা দিচ্ছ তুমি!'

'তাই বুঝি!' ক্র্যামার হাসল। 'ঠিক আছে। কিন্তু ওয়েন্ডির ব্যাপারটা কিভাবে সামলাবে বলে ভাবছ?'

'ওর কথা আসছে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বাটলার।

'তুমি তো ওকে বিয়ে করতে চাও, তাই না? ও কিন্তু এরিখকে ভালবাসে। চ্যাপম্যানের লোকদের হাতে ওকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখলে মোটেও খুশি হবে না মেয়েটা। আর ও যখন জানবে যে, তুমিই দায়ী সে জন্যে, কী আশা করতে পারবে তখন ওর কাছে? পিস্তল নামাও, গর্দভ কোথাকার? সোজা বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে একদম।'

ইতস্তত করল বাটলার, বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ক্র্যামার সৎ লোক, পোড়-খাওয়া। 'ঠিক আছে।' পিস্তল পকেটে ঢোকাল ও। 'কাউকে কারও হাতে তুলে দেবার গরজ পড়েনি আমার। তবে ওয়েন, ওয়েন্ডির ধারে-কাছেও যেন তোমাকে না-দেখি আর। মনে রেখো, ও আমার।' বেরিয়ে গেল লালচুলো র‍্যাঞ্চার।

ক্র্যামার ঘুরল এরিখের দিকে। 'পালাও এরিখ। এক্ষুণি। বাটলারকে বিশ্বাস নেই। সারা শহরে ডব্লিউ বারের লোকজন গিজ গিজ করছে। জর্জ চ্যাপম্যান নিজেও আছে। খুঁজছে ওরা তোমাকে। জেরিকে মারার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলে নেকড়ের মত ছুটে আসবে সবগুলো দল বেঁধে।'

বাতি নিভিয়ে দিল এরিখ। 'ব্রিজের তলা থেকে আমার লেখা মেসেজটা সরিয়েছে কেউ। জো পায়নি ওটা।'

'কী?' আঁতকে উঠল দোকানদার। 'কার কাজ ওটা?'

'জানি না।'

'জো'র কাছে পরবর্তী নির্দেশ পাবে। পালাও এখন।'

এরিখ বেরিয়ে গেল পেছন-দরজা খুলে, অন্ধকারে পা বাড়াল। একটা বিল্ডিঙের শেষ মাথায় গিয়ে থেমে গেল আচমকা। বিপদের গন্ধ পেয়েছে। খাঁড়ি থেকে ভেসে আসা দ্রুত প্রবহমান পানির স্রোতের শব্দ কানে এল ওর। কান পাতল সে। সেলুন থেকে মাতালের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। রাস্তায় মানুষজনের চলাফেরা আর কথাবার্তার আওয়াজ। স্টারটার ওপর হাত বুলিয়ে খানিকটা এগোল ও আবার। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল পিস্তলহাতে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে।

অন্ধকারে পিস্তল কক করল এরিখ, একটা লোকের নড়াচড়া লক্ষ করল সামনে। এক ঝলক আগুন, সাথে সাথে লোকটার চিৎকার শুনল। 'এদিকে, এদিকে...'

লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা ওর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। গুলি করল না এরিখ প্রত্যুত্তরে, বরং উল্টোমুখে দৌড় লাগাল দালানের কোনার দিকে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে অন্ধকারে ঝলসে-ওঠা আগুনের শিখা দেখা গেল আবার। গুলিটা এসে বিদ্ধ হলো এরিখের মাথার ঠিক ওপরে দালানের দেয়ালে। বালি আর পাথরের কুচি ঝরে পড়ল ওর মাথায়। মাটিতে শুয়ে গড়ান দিল ও, ক্রীকের পাড়ে গিয়ে থামল।

'ধরো ওকে!' পরিচিত গলার শব্দ শুনল এরিখ। 'বেশিদূর যেতে পারেনি ও!' ডগের গলা।

আরেক গড়ান দিয়ে খাঁড়িতে নেমে গেল এরিখ। পায়ের ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে বসল ঠাণ্ডা পানির ধারে। ক্রীকের পাড়ে বুটের শব্দ। দু'তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে, খুঁজছে ওকে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে দু'তিনটা গুলি পাঠিয়ে দিল ও। দুদ্দাড় করে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো আড়ালের খোঁজে। হাঁটুতে ভর দিয়ে ভেজা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর হামাগুড়ি দিল এরিখ, খাঁড়ির ভেতর দিয়ে এগোল সামনের দিকে। ওপর থেকে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল ডগের লোকেরা, সেও প্রত্যুত্তর পাঠাল মাঝে-মধ্যে।

নিঃশব্দে কিছুদূর এগিয়ে গেল ও। সন্তর্পণে উঠে এল আবার খাঁড়ির পাড়ে, তাকাল পেছন ফিরে। আক্রমণকারীরা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি যে, ও এতদূর চলে এসেছে। দ্রুত হাঁটা দিল ও পাড় বেয়ে। আর কিছুদূর যেতে পারলেই পৌঁছে যাবে ক্রীকের ওপারে জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে রাখা জিস্টারের কাছে।

আরেকটু সামনে এগোতেই লোকটাকে দেখতে পেল এরিখ। ওর বিপরীত দিকে মুখ করে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। এরিখ পেছন থেকে নিঃশব্দে ভিড়ে গেল ওর সাথে, একহাতে গলা পেঁচিয়ে ধরে অপর হাতে পিস্তল ঠেসে ধরল তার পিঠে।

'চুপ একদম!' মৃদু স্বরে হুকুম দিল এরিখ। 'নইলে ফুটো করে দেব।'

আঁতকে উঠল অমনোযোগী অস্ত্রধারী। 'ফর গড'স শেক! গুলি করো না, ওয়েন।'

লোকটা জর্জ চ্যাপম্যান। আরও জোরে ঠেসে ধরল এরিখ স্টারের মাজল ওর পিঠে। 'চলে যেতে বলো তোমার লোকদের। আর এক পা এগোলেই আমি তোমার কলজে ফুটো করে দেব, বলে দাও এটা ওদের,' শাসাল ও।

বুঝে নিল চ্যাপম্যান, এরিখ মিথ্যে ধমক দিচ্ছে না। ধাওয়াকারীরা এগিয়ে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে তাদের। চ্যাপম্যানের পিঠে চাপ

বাড়াল আরেকটু।

'বলো এক্ষুণি!' ফিস ফিস করে গর্জে উঠল এরিখ।

হাঁক দিল চ্যাপম্যান নিজের লোকদের উদ্দেশে। 'ডব্লিউ বারের লোকেরা, তোমরা এদিকে এসো না। গুলি করো না কেউ। ও আমাকে আটকে ফেলেছে।'

'যে করেই হোক, বস্...' শুরু করতে গেল ডগ।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল চ্যাপম্যান, 'জাহান্নামে যাও তুমি! যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। আমার পেছনে পিস্তল ঠেসে ধরেছে ও। তোমরা বীরত্ব দেখাতে গেলে মারা পড়ব আমি।'

ঠেলে লোকটাকে আরেকটু সামনে নিয়ে গেল এরিখ। হুকুম দিল নিচুস্বরে, 'পিস্তল ফেলে দাও হাত থেকে।'

জর্জ পিস্তল ফেলে দিল। 'প্লীজ গুলি কোরো না।' কাঁপা গলায় মিনতি জানাল র‍্যাঞ্চমালিক।

'ঘুরে দাঁড়াও আমার দিকে।' চ্যাপম্যান ঘুরে দাঁড়াল। 'শুনলাম দড়িহাতে খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমরা আমাকে?' বলল এরিখ।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল চ্যাপম্যান। 'আমার দু'জন লোককে খুন করেছ তুমি।'

'আমি খুন করিনি।'

'তুমি আমাকেও খুন করতে চাইছ।'

এরিখ বিশালদেহী লোকটাকে ঠেলে আরেকটু অন্ধকারে নিয়ে গেল। 'না,' বলল সে, 'আমি খুনী নই—ছিলামও না কোনদিন।'

মাত্র ফুট দশেক দূরেই পা আছড়াল একটা ঘোড়া। অন্ধকারে তীক্ষ্ণচোখে ওদিকে তাকাল এরিখ।

'আমার ঘোড়া ওটা,' জর্জ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'কিন্তু ওয়েন, তুমি কেন এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে? প্রথম দিন তোমাকে অন্যরকম ভেবেছিলাম আমি।'

'প্রথম দিন কার সম্পর্কেই বা সঠিক ধারণা পাওয়া যায়?' হাসল এরিখ। 'শুনতে চাও কেন এসবে জড়িয়ে পড়েছি? শোনো তবে।' একটু থেমে গাঢ়স্বরে বলতে শুরু করল ও, 'ডেভিড ক্লে'কে ফাঁসিতে-ঝোলানো অবস্থায় আমিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম ডীপ শ্যাডো ভ্যালিতে। আমার মনে হয়েছে এটা তোমাদের কাজ। কারণ তোমাদের হাত তো সবক্ষেত্রেই চালু, দড়িতেও। এখন তোমার পিঠে যদি একটা পয়েন্ট চুয়াল্লিশ বুলেট ঢুকিয়ে দেয়া হয়, ব্যাপারটা কি রকম উপভোগ্য হবে তোমার কাছে, চ্যাপম্যান?'

'খোদার কসম!' ককিয়ে উঠল চ্যাপম্যান। 'আমার কোন হাত ছিল না

ওতে। ডেভিডকে আমি সত্যি পছন্দ করতাম।'

'করতেই তো!' বিদ্রূপ করল এরিখ। 'ওর র‍্যাঞ্চ আর গরুগুলোকে এখনও পছন্দ করো তুমি।'

'অবশ্যই। আমি ক্রস অ্যারো আউটফিটটা পেতে আগ্রহী। তাই বলে ডেভিডকে আমি ঝোলাইনি।'

'মিথ্যে কথা বলছ তুমি।'

গলিপথে বুটের শব্দ শোনা গেল দ্রুত। ডগের গলাও শোনা গেল তার সাথে, 'বস্।'

স্টারটা এবার চ্যাপম্যানের পেটে চেপে ধরল এরিখ। 'ওখানে দাঁড়াও তোমরা,' হাঁক দিল চ্যাপম্যান। 'এদিকে আসবে না। তাহলে ওর হাতে মারা পড়ব আমি।'

চ্যাপম্যানের ঘোড়াটার দিকে তাকাল এরিখ। 'তুমি ধরা দিলে ভাল করবে, ওয়েন। যাতে ন্যায় বিচার পাও, সেটা আমি দেখব।' ওকে বোঝাতে চাইল চ্যাপম্যান।

'থামো তুমি। উপদেশের দরকার নেই আমার।'

আচমকা পেট থেকে পিস্তল সরিয়ে নিল ও। চ্যাপম্যান কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানের পাশে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল। নিঃশব্দে জ্ঞান হারাল ও।

পড়ে যাবার আগে ওকে আলগোছে ধরে ফেলে মাটিতে শুয়ে দিল এরিখ। ঘুরে পেছনে এগোল ও, উঁকি দিল গলিপথে। গলির মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাপম্যানের লোকেরা। নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

নিঃশব্দে চ্যাপম্যানের ঘোড়ার কাছে চলে গেল ও। পিস্তলের গুঁতো লাগাল ওটার পাছায়। ভয় পেয়ে দৌড় লাগাল ঘোড়াটা। চুপচাপ নেমে গেল এরিখ খাঁড়িতে।

'পালাচ্ছে ও!' চিৎকার করে জানান দিল একজন পেছনে। গুলির শব্দ শুনল এরিখ।

ঠাণ্ডা পানিতে নেমে গেল ও, যথাসম্ভব নিঃশব্দে সাঁতরাতে শুরু করল। এদিকে খাঁড়িটা খরস্রোতা, খানিকটা গভীরও। ক্রীকের বরফশীতল পানি সুচ ফোটাচ্ছে ওর শরীরে। গাল বকল ও মৃদুস্বরে।

ডগ লেইকারের চিৎকার শোনা গেল পেছনে। 'তাড়াতাড়ি ঘোড়া নিয়ে আসো। পালাতে পারবে না ও এবার আমাদের হাত থেকে।'

প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়ে একটা উইলো ঝোপের পাশ দিয়ে খাঁড়ি থেকে উঠে গেল এরিখ। অবাক হয়েছে ও। ক্র্যামারের দোকান থেকে বেরোতে না-বেরোতেই আক্রান্ত হয়েছে ও। কার কাছে খবর পেল ডব্লিউ বার? বাটলারের কাছে? এত দ্রুত! ওয়েন্ডির কাছ থেকে? হতেই পারে না। তাহলে?

ভেজা কাপড় চোপড়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে জিস্টারকে বেঁধে-রাখা ঝোপটায় ঢুকল এরিখ। নাক ঝাড়ল জিস্টার মনিবের সাড়া পেয়ে। এরিখ ঘোড়ায় চড়ল। অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল সামনে।

যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে ও। কিন্তু যুদ্ধ ওকে এড়িয়ে যেতে দেয়নি। ডব্লিউ বারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ও এখন, ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও। এটাই কি ওর নিয়তি? তাহলে নিয়তি তাকে আর কতদূর নিয়ে যাবে এভাবে?

জানে না ও।

এগারো

ক্রীক রোড থেকে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে ঝোপঝাড় আর ভাঙাচোরা গাছপালার মধ্য দিয়ে ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের উদ্দেশে যাত্রা করল এরিখ। যেখানে ওর মালপত্র লুকোনো আছে, আজকের রাতটা ও ওখানেই কাটাবে স্থির করেছে। পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হয়ে উঠেছে, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক্যানিয়নের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মেঘ জমেছে আকাশে। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। বিদ্যুৎচমকের সাথে সাথে মেঘ ডেকে উঠল গুড়-গুড় শব্দে। জিস্টারের গতি বাড়াল এরিখ, বৃষ্টি শুরু হবার আগেই ক্যানিয়নে পৌঁছতে হবে।

লম্বা গাছপালায় পরিপূর্ণ একটা ঢালে চড়ল জিস্টার। হাঁটতে লাগল দুলকি চালে গাছপালার ভেতর দিয়ে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, চকিত আলোয় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে চারদিকের ছোট-বড় পাহাড়-টিলা আর গাছপালাকে।

ঢালের মাঝামাঝি একটা বুকসমান উঁচু লম্বাটে পাথর। ওটাকে পাশ কাটাবার সময় বিদ্যুৎ চমকাতেই এরিখ চোখের কোণে নড়াচড়াটা লক্ষ করল। সাথে সাথে রাশ টেনে পিছলে নামল ও ঘোড়া থেকে। পাছায় মনিবের মৃদু চাপড় খেয়ে বিপদের আভাস পেল শিক্ষিত ঘোড়া, সরে গেল একদিকে। এরিখ বিদ্যুৎবেগে খাপ থেকে অস্ত্র বের করল, ঘুরে বোল্ডারটার অপর পাশে চলে গেল ও। তারপর ধীরে ধীরে মাথা উঁচিয়ে পাথরটার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকাল যেদিক থেকে নড়াচড়ার ক্ষীণ আভাস পাওয়া গেছে,

সেদিকে। ঘন অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইল ও।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। শুকনো ঝরাপাতা আর ঝোপঝাড়ের ওপর টুপটাপ আওয়াজ তুলল বৃষ্টির ফোঁটা। বিদ্যুৎ চমকাল আবার। চুপচাপ শান্ত ভঙ্গিতে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল এরিখ বাঁ দিকের একটা গাছের তলায়। পাথরের আড়ালে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওদিকে এগোল ও, সোজাসুজি এসে আবার মাথা জাগাল পাথরের আড়াল হতে। জো রীভসের ঈষৎ বিকৃত মুখটা চিনতে পারল ও এবার। স্টক ডিটেকটিভের শরীর দু'পায়ে দাঁড়িয়ে নেই। ঝুলছে সামান্য উঁচু হয়ে গাছের ডাল থেকে। মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে বাতাসে দুলছে ওর পা দুটো।

একটা তিক্ত অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠল এরিখের অন্তস্তল হতে। গলা পর্যন্ত এসে যেন আটকে গেল ওটা। অস্ত্রটা খাপে ঢুকিয়ে ছুরি বের করল ও, এগিয়ে গেল মৃতদেহের কাছে। দড়ি কেটে নামাল ওটাকে, আলগোছে ধরে রাখল যেন মাটিতে পড়ে না যায়, তারপর শিস দিল জিস্টারের উদ্দেশে। ঝোপেঝাড়ে মচমচ আওয়াজ তুলে ছুটে এল জিস্টার।

কাছে এসেই নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা মৃতদেহের গন্ধ পেয়ে। দূরে সরে যাবার মতলব করতেই এরিখ কথা বলল ওর সাথে, মৃদুস্বরে আশ্বাস দিল। শান্ত হয়ে দাঁড়াল জিস্টার। এরিখ জো'র প্রাণহীন দেহটা ওর পিঠে তুলে বেঁধে নিল আড়াআড়িভাবে। পায়ের নিচে ঠাণ্ডা ধাতব কিছু একটা ঠেকতেই নিচু হয়ে তুলে নিল ওটা। জো'র শার্পস, যেটা নিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবত ডিটেকটিভ। শার্পসের ২৬″ লম্বা ব্যারেলটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। জিস্টারের পিঠে চড়ল এরিখ। বধ্যভূমি পেছনে রেখে যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে চলল জিস্টার। বৃষ্টি আগের চেয়ে কমেছে কিছুটা।

যেখানে মালপত্র রেখেছিল, তার কাছাকাছি একটা গুহা খুঁজে নিল এরিখ রাত কাটাবার জন্যে। গুহার মুখে জিস্টারকে দাঁড় করিয়ে লাশ নামাল ওটার পিঠ থেকে, একটা তেরপলে মুড়ে মাটিতে শুইয়ে রেখে সিগার বানিয়ে জ্বালাল। তারপর ধূমপান করতে করতে জো'র ব্যাপারটা ভাবতে লাগল।

সন্দেহ নেই, জো রীভসের আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে গিয়েছিল কারও কাছে, বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে ভাবল এরিখ, কিন্তু কিভাবে? জো দক্ষ লোক ছিল, জানত কিসের বিরুদ্ধে কাজ করছে, অতএব সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করাটাই ছিল ওর পক্ষে স্বাভাবিক। তবু ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যায় কি করে? এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত লোকজন ছাড়া ওর পরিচয় আর কারও পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। আর জো'র কাছে লেখা ওর চিঠিখানা যদি অন্য কারও হাতে পড়েও থাকে, তা থেকে ওর

পরিচয় বের করা সম্ভব নয়। কারণ চিঠিটা সে কার কাছে লিখছে- তার উল্লেখ ছিল না। তাহলে? পরিচয় ফাঁস হবার শুধু একটাই কারণ থাকতে পারে—এবং সেটা হলো এসোসিয়েশনের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এবং যে নিজেই রাসলিঙের সাথে জড়িত। কে সে?

রুইন্স ক্যানিয়নের হাইড-আউটে বসে নাস্তা খেতে খেতে বলা জো রীভসের কথাগুলো মনে পড়ল ওর। নিজের বউ-বাচ্চার জন্যে এই দেশে আইন ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটা স্বচ্ছল বর্তমান ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ছিল ওর। কিন্তু সময় পেল না বেচারা। স্বপ্ন পূরণের আগেই ঘাতকের দড়ি চিরতরে ওর স্বপ্নের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। এরিখ কষ্ট পেল ওর পরিবার পরিজনের কথা ভেবে। তাদের প্রিয় এই সৎ ও সুন্দর মনের মানুষটার মুখ থেকে আশা ও আশ্বাসের কথা আর কখনও শুনবে না তারা।

সিগারের শেষ অংশটা বুটের তলায় পিষে ফেলে গুহা থেকে বেরোল ও। জিস্টার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। এরিখ ঘোড়াটাকে কাছের একটা ওভার হ্যাঙ্গিঙের নিচে নিয়ে বাঁধল, তারপর গুহায় এসে শুয়ে পড়ল। ওর কাছ থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে জো'র মৃতদেহ।

এই অভিজ্ঞতা মোটেই নতুন নয় ওর জন্যে। ঘুম আসার আগে বাইরের বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে চোখ রেখে চার বছরের যোদ্ধা-জীবনের কথা ভাবল ও।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা করতে বসল এরিখ। ছোট্ট করে আগুন জ্বালিয়ে কফি বানাল। নাস্তা শেষ করে কাপে কফি ঢেলে নিয়ে মাত্র মুখে তুলতে যাচ্ছে, এমন সময়, ওর কানের কাছেই, শোনা গেল গুলির শব্দটা। এরিখের হাতে কাপের হাতলটা রইল শুধু। গরম কফি ছিটকে পড়ল ওর কোলে। কাপটা চুরমার হয়ে গেছে।

মাটিতে ঝাঁপ দিল এরিখ, স্পেন্সারের দিকে হাত বাড়াল। দ্বিতীয় গুলিটা এসে লাগল ওর সামনে একটা পাথরের খাঁজে। গড়ান দিল ও, গুহামুখের একপাশে মানুষ সমান উঁচু একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। স্পেন্সারটা হাতে নিয়ে পাথরের আড়াল হতে মুখ বাড়াল সন্তর্পণে—ক্যানিয়নের কোথাও জীবনের চিহ্ন যেন নেই।

অপেক্ষা করল ও।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গুহার বিপরীত দিকে, কিছুটা দূরে ঝোপঝাড়ে ভর্তি ঢালমতন জায়গাটায় ক্ষীণ নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। কেউ একজন অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওখানে, বুঝতে পারল এরিখ। অপেক্ষায় অভ্যস্ত নয় অদৃশ্য পিস্তলবাজ- নড়াচড়ার মাধ্যমে সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাল করে। হাসল ও, আপনমনে। এ-ব্যাপারটায় ও আবার বন্দুকবাজের বিপরীত

স্বভাবের। আপত্তি নেই ওর অপেক্ষায়। বিশেষ করে ইন্ডিয়ানদের মোকাবেলায় ও একদম পাথরের মতই স্থবির হয়ে যেতে পারে।

আবার নড়ে উঠল ঝোপটা। ধীরে-সুস্থে স্পেন্সারটা তাক করল এরিখ ঝোপ বরাবর, ট্রিগার টিপে দিল। ঝোপের ভেতর ককিয়ে উঠল কেউ একজন, খিস্তি ঝাড়ল।

কিছুক্ষণ চলে গেল এরপর চুপচাপ। সূর্য উঠে গেছে অনেকটা, ক্যানিয়নের পুবপাশের দেয়ালের ওপর দিয়ে ছটা পাঠাচ্ছে, একটু পরে নিজেই উঠে আসার পূর্বাভাস। ধোঁয়া উঠছে ভেজা ঝোপঝাড় আর স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে। একটা রাইফেলের নল উঁকি দিল ঝোপের ভেতর হতে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল এরিখ কিছুটা, গর্জন শুনে ঝট করে মাথা নিচু করল। পাথরের মাথায় ঘষা খেলো বুলেট, অজস্র পাথরকুচি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল ওটা পেছনে। ঘাড়ের অনাবৃত অংশে ঘষা খেলো এরিখ। হাত বুলাল জায়গাটায়, ধারাল পাথরকুচির আঘাতে ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

নিজের ওপর বিরক্তিবোধ করল এরিখ, বাঁ দিকে চোখ ফেরাল। একটা উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে জিস্টার। সম্ভবত গুলির শব্দ শুনে বাঁধন খুলে পালিয়েছে। জিস্টারকে সতর্কভাবে ডেকে উঠতে শুনল এরিখ; তাকিয়ে রইল ও। একটু পরেই ঢিবির ওপাশ থেকে একটা ঘোড়াকে জিস্টারের কাছে আসতে দেখা গেল। ডাকল সেটাও, জিস্টারের সাথে ভাব বিনিময় করল। এরিখ চিনতে পারল ঘোড়াটা। লেইকারকে চড়তে দেখেছে ওটার পিঠে।

স্পেন্সার তুলল এরিখ একটা ওকোটিলা ঝোপের ভেতর থেকে ক্ষীণ ধোঁয়ার আভাস দেখতে পেয়ে। গুলি করল সে। পর মুহূর্তেই চোখের কোণে একটা হ্যাটের কার্নিস দেখতে পেয়ে স্পেন্সারের নল ঘুরিয়ে আবার ট্রিগার টিপল। গুলি বেরোল না স্পেন্সার থেকে। দ্রুত চেক করল ও অস্ত্রটা, হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল, 'ধ্যাত্তেরি, মেইন স্প্রিংটাই গেছে!'

ওর কথার প্রত্যুত্তরেই যেন ওদিক থেকে বুলেট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। গুহার মুখে এবং দু'পাশের পাথরে বিঁধতে লাগল গুলি, ভেতরেও ঢুকল দু'একটা। জো রীভসের শরীরে গুলি বেঁধার শব্দ শুনল এরিখ, যেন কাদামাটির চাকে লাঠির গুঁতো দিচ্ছে কেউ।

'যতই গুলি লাগুক,' আপন মনে মন্তব্য করল এরিখ, 'এর চেয়ে আর বেশি কিছু হচ্ছে না ওর।'

গুহার ভেতরে জো'র তোবড়ানো ব্যারেলের শার্পসটার দিকে চাইল ও। ওটা দিয়ে দিনভর ঠেকিয়ে রাখা যেত আক্রমণকারীদের।

সূর্য ক্যানিয়নের দেয়াল পেরিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে এখন।

ক্যানিয়নের বাতাসে ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে ভাব আর নেই; উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ক্রমশ। ঝোপের ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে আগের চেয়ে কাছে এসে পৌঁছেছে শত্রু। মাত্র শ'দেড়েক গজ দূর থেকেই শেষবার গুলি করেছে ওরা। জবাবে এরিখ ওর ডবল-অ্যাকশন স্টারের দুটো গুলি পাঠিয়েছে।

'রাইফেল ব্যবহার করছে না ও!' ডগের উল্লসিত চিৎকার শুনল এরিখ। 'বাজি ধরতে পারি, গুলি ফুরিয়েছে ওটার।'

গুহামুখের সামনে সরু ঢালের ওপর পাথরে আছড়ে পড়ছে ডগ লেইকার আর ওক টিকাউর থেমে থেমে ছোঁড়া গুলি, পাথরের কুচি ছড়াচ্ছে চারদিকে।

'এগোও, ওক!' ডগ চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল টিকাউকে। 'বাগে পেয়েছি এবার ব্যাটাকে।'

অকেজো স্পেন্সারটার দিকে তিক্ত দৃষ্টিতে চাইল এরিখ। স্টারের আওতার বাইরে থেকে, খুব কাছ থেকে ওরা খেলছে ওকে নিয়ে। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও; যে কোন মুহূর্তে ওদের এলোপাতাড়ি ছোঁড়া গুলির যে কোন একটাই ওর দফা চিরতরে রফা করে দিতে পারে। হঠাৎ আইডিয়াটা খেলল ওর মাথায়। শার্পসের মেইন স্প্রিংটা অক্ষত। কাজে লাগতে পারে ওটা।

গুহায় ঢুকল ও। কম্বলের পাশে রাখা বাকস্কিনের থলে আর শার্পসটা নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। পাথরের আড়ালে বসে কাজ শুরু করল। স্পেন্সার খুলে ওটার ভেতর থেকে ভেঙে যাওয়া স্প্রিংটা তুলে নিয়ে ফেলে দিল এক পাশে। তারপর জো'র শার্পসের ব্রীচব্লক সরিয়ে ওটার মেইনস্প্রিং বের করে নিল। ঘামছে ও দরদর বেগে। অসহিষ্ণুহাতে মুখ মুছল। একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো গুহামুখে, আরও কিছু পাথরকুচি ছড়াল। এরিখ স্পেন্সারে লাগাল শার্পসের মেইনস্প্রিংটা। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল ও, প্রচুর সময় নিয়েছে কাজটা।

'গুলি করছে না ও!' ডগের গলা শোনা গেল। বেঁটেটা আরও কাছে এসে পড়েছে এখন।

'ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়,' টিকাউর জবাব এল খানিকটা দূর থেকে।

'হাহ্! বিশ্বাস নেই ওকে। ব্যাটা শেয়ালের চেয়েও চতুর,' অনিশ্চিত কণ্ঠে মন্তব্য করল ডগ।

হাসল এরিখ, স্পেন্সারে গুলি ভরল। পাথরের মাথায় ঘষা খেয়ে আরেকটা গুলি চলে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে। স্পেন্সারটা একপাশে রেখে স্টার রিলোড করল ও। ওটা একপাশে রেখে আবার স্পেন্সার তুলে নিল হাতে।

ডগ লেইকার উঠে দাঁড়িয়েছে ঝোপের ভেতর হতে। এরিখের নিষ্ক্রিয়তা ওকে দুঃসাহসী করে তুলেছে। কাঁধের ওপর থেকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে

গুহার দিকে তাকাল ডগ। এরিখ গুলি করল। খিস্তি আউড়ে ঝপ করে বসে পড়ল বেঁটে। এরকম আচমকা গুলির জন্যে তৈরি ছিল না বেচারা। আবার গুলি করল এরিখ ওর অবস্থান লক্ষ্য করে। বেগতিক দেখে শুয়ে পড়ল ডগ, পিছু হটল বুকে হেঁটে।

ওক টিকাউও গুলি ছুঁড়ছে অবিরাম। একটু ধাতস্থ হয়ে ডগও শুরু করল আবার। ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুলির শব্দ। এরিখের মাথার ওপর দিয়ে পাথরে লেগে ছিটকে যাচ্ছে বুলেট, পাথরের কুচি ছড়াচ্ছে। বি-ঙ করে একটা গুলি পাথরে ঠিকরে ছুটে এল ওর দিকে, মাথার পাশ ছুঁয়ে চলে গেল পেছনে।

আগুন ধরে গেল এরিখের মাথায়। স্পেন্সারটা হাত থেকে পড়ে গেল। আহত জায়গাটায় হাত বুলাল ও। সদ্যসৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ত ছুটেছে অবিরল ধারায়। হাঁটুর ওপর ঝুঁকল ও, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করল।

একটা ছায়া পড়ল ওর সামনে। ঝট করে মাথা তুলল ও। টিকাউ, ওক টিকাউ—হাসছে দোআঁশলাটা। কুৎসিত হাসিতে দু'চোখের কোণ কুঁচকে গেছে ওর।

হেনরী রাইফেলটা গুহার দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল টিকাউ। নিশ্চিন্ত বোধ করছে এরিখের হাতে অস্ত্র নেই দেখে। এরিখের স্পেন্সার কিংবা স্টার দুটোই ওর নাগালের বাইরে। টিকাউ মেক্সিকান চুচিলাটা বের করল কোমর থেকে। নোংরা একটা বুড়ো আঙুলে ধার পরীক্ষা করল ছুরিটার।

'এইবার,' নিচুস্বরে বলল টিকাউ। 'এবার আর রক্ষা নেই তোমার, মিস্টার!'

এরিখের দিকে এগোল ও আস্তে আস্তে। এরিখ ওঠার চেষ্টা করতেই ওর পাঁজরে বুটের গুঁতো লাগাল। গড়িয়ে সরে যেতে যেতে দুর্বল দু'হাতে ওর গোড়ালি ধরে টান দিল এরিখ। গাল বকল দোআঁশলা, কোনমতে টাল সামলাল পিছিয়ে দেয়ালের সাথে ভিড়ে গিয়ে। এরিখ উঠে দাঁড়াল সেই ফাঁকে। ছুরিহাতে আঘাত হানতে উদ্যত লোকটার মুখোমুখি হলো। আশ্চর্য রকমের ক্ষিপ্রতার সাথে ওকে আঘাত করল টিকাউ। ওর বাম বাহু থেকে রক্ত বেরোল ফিনকি দিয়ে। টিকাউ হাসল। 'মশকরা করলাম মাত্র!' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল।

নিচু হয়ে স্টারের দিকে ঝাঁপ দিল এরিখ। কিন্তু টিকাউ সাপের মতই ক্ষিপ্র, এরিখের হাত স্টারের কাছে পৌঁছার আগেই ওটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, আঘাত করল ওর হাতে। আঘাতটাকে উপেক্ষা করে সোজা হয়ে দাঁড়াল এরিখ, মুখোমুখি হলো দোআঁশলার।

খালি হাতেই টিকাউ ভয়ঙ্কর, তায় আবার ওর হাতে ছুরি। কৌশল পাল্টাল এরিখ। ওকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে ওর চারদিকে ঘুরতে শুরু করল সে, রেসলারের ভঙ্গিতে। উভয়ে উভয়ের দুর্বলতা খুঁজছে। নিঃশ্বাসে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ হচ্ছে এরিখের। একটা শীতল ভয়ের স্রোত শিরশির করে নামছে শিরদাঁড়া বেয়ে।

'ভয় পাচ্ছ?' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় প্রশ্ন করল টিকাউ। 'চাইলে ব্যাপারটা সহজে চুকিয়ে ফেলতে পারি আমি। কিন্তু ওতে মজা পাওয়া যাবে না, না?'

ঝিক করে উঠল ওর ছুরির ফলা, পিছিয়ে গেল এরিখ চকিতে। টিকাউ দাঁত বের করে হাসল। সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে ওকে। নিজের বিজয় সম্পর্কে ও পুরোপুরি নিশ্চিত। এরিখকে নিয়ে খেলছে ও, বিড়াল যেমন মারার আগে ইঁদুরকে নিয়ে খেলে। নিচু স্বরে কথা বলল, 'খুব শিগগিরই,' জো রীভসের মৃতদেহের দিকে মাথা ঝাঁকাল ও, 'আমাদের মৃত অ্যামিগোর সঙ্গী হতে যাচ্ছ তুমি।'

দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল এরিখ। ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা, আতঙ্ক এবং পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে ও, ফুঁপিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। ক্রূর চোখে তাকাতে তাকাতে দ্রুত এগোল টিকাউ ওর দিকে। ঝপ করে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল এরিখ। টিকাউর ছুরির ফলা পাথরে লাগল ঘ্যাঁচ করে। ঘুরে আবার তাড়া করল সে এরিখকে। এরিখের চালাকি ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাকে। অন্ধের মত ধাওয়া করল সে নিরস্ত্র লোকটাকে। এরিখ ডান দিকে লাফ দিয়ে জো'র লাশ ডিঙিয়ে গেল। লাফ দিল টিকাউ নিজেও, জো'র পাশে চলে গেল। ছুরি-হাতে ঘুরতে গিয়ে জো'র ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে যাওয়া পায়ের সাথে ধাক্কা খেলো। ভারসাম্য নড়ে গেল দোআঁশলার, জো'র লাশের পাশে পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বিদ্যুৎ বেগে লাফ দিল এরিখ একটু দূরে পড়ে থাকা জো'র অকেজো শার্পসটার দিকে, তুলে নিল ওটা, তারপর দুর্বল শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে আঘাত হানল টিকাউর খুলিতে। খুলি ফাটার শব্দের সাথে মিশে গেল রক্তপিপাসু লোকটার মরণ আর্তনাদ। মগজ ছিটকে বেরিয়ে এসে এরিখের মুখ ভরিয়ে দিল।

টিকাউর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে বসে পড়ল এরিখ। রক্তাক্ত শার্পসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দেয়ালে হেলান দিল। টিকাউর শরীরের মৃত্যুকালীন আক্ষেপ অসুস্থ করে তুলছে ওকে। ফুঁপিয়ে শ্বাস টেনে মুখ থেকে দু'হাতে রক্ত আর ঘাম মুছল ও, উঠে নিজের স্পেন্সারটা কুড়িয়ে নিল। দোআঁশলাটাকে এখন আর ভয় করার দরকার নেই।

'ওক!' ডগ চেঁচাল ঝোপের ভেতর থেকে। 'শেষ করেছ ওকে?'

'ওক আর তোমার সঙ্গী হবে না, লেইকার।' ডগের গলা শুনে ওর

অবস্থান অনুমান করল এরিখ, গুলি ছুঁড়ল। 'জো'র সঙ্গী হয়ে গেছে ও। তোমার ইচ্ছে আছে হবার?'

বোবা হয়ে গেল বেঁটে। এরিখ অপেক্ষা করল। কোন সাড়া-শব্দ নেই বেঁটের তরফ থেকে, যেন ডগ লেইকার বলে কেউ নেই ওখানে।

'ভাগো এখান থেকে,' খেঁকিয়ে উঠল এরিখ অদৃশ্য লোকটার উদ্দেশে, 'ওর সঙ্গী হতে না চাইলে!'

'তুমি শেষ করেছ ওকে?' ডগ কথা বলে উঠল।

'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো।'

চুপ হয়ে গেল লেইকার। পরপর দুটো গুলি পাঠাল এরিখ আগের লক্ষ্যে। 'গেলে?'

কোন প্রত্যুত্তর এল না অপর পক্ষ থেকে। আবার গুলি করল এরিখ।

'ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি,' কথা বলল লেইকার। 'গুলি কোরো না।'

'রাইফেলটা ওখানে ফেলে রেখে মাথার ওপর হাত দুটো তুলে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল এরিখ। 'তারপর হাঁটতে শুরু করো পেছনে না তাকিয়ে। ওদিকের ঢিবিতে তোমার ঘোড়া আছে।'

'হাহ্!' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল লেইকার। 'আর অমনি তুমি আমার পাছায় একটা গুলি ঢুকিয়ে দাও। বোকা পাওনি আমাকে।'

'প্রাপ্তবয়স্ক হওনি এখনও,' ব্যঙ্গ করল এরিখ। 'আমি কি বলছি শোনো। নিরস্ত্র লোকের বুক-পাছা দুটোই সমান।' থামল ও। 'ঠিক আছে। আমার পরামর্শ পছন্দ না-হলে চালিয়ে যাও। এক যাত্রায় দুই ফল হবে কেন? তাতে তোমার বন্ধু মিস্টার ওক টিকাউ নিশ্চয় মাইন্ড করবে।'

কিন্তু চালিয়ে যাবার প্রস্তাবেও সাড়া পাওয়া গেল না লেইকারের তরফ থেকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল এরিখ, অধৈর্য হয়ে উঠল এরপর। ডাকতে যাবে আবার—এই সময় কথা বলে উঠল অপর পক্ষ। 'গুলি ছুঁড়বে না তো?'

'ধ্যাত্তেরি, ব্যাটা ভীতুর আণ্ডা কোথাকার!' বিতৃষ্ণ কণ্ঠে গাল বকল এরিখ। 'আর মাত্র এক মিনিট সময় দেব। এর মধ্যে দূর না-হলে মত পাল্টে ফেলব আমি।'

আস্তে আস্তে, যেন নিচ থেকে কেউ ঠেলে তুলে দিচ্ছে, উঠে দাঁড়াল ডগ লেইকার। দুই হাত কানের দুই পাশ ঘেঁষে আকাশের দিকে তোলা। এরিখের দিকে তাকাল ও একবার, তারপর হাঁটতে শুরু করল ঝোপের ভেতর দিয়ে। কয়েক পা এগিয়ে পিছু ফিরে চাইবার উপক্রম করতেই ওর মাথার ওপর দিয়ে একটা গুলি পাঠিয়ে দিল এরিখ। 'পরেরটা কিন্তু ঠিকই পাছায় ঢুকবে, পিছনে ফিরতে চাইলে।'

পড়ি কি মরি ছুটল বেঁটে, যেন ভূতে তাড়া করেছে—ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল নিমেষে। অপেক্ষা করল এরিখ। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল পাথুরে মাটিতে। চলে যাচ্ছে লেইকার।

শিস দিল ও। জিস্টারের খুরের শব্দ শোনা গেল আড়াল থেকে। একটু পরেই বেরিয়ে এল ঘোড়াটা। এরিখ গুহার পাশে একটা ঝোপের সাথে বাঁধল ওটাকে। ডগের ফেলে যাওয়া রাইফেলটা নিয়ে আসার কথা ভাবল একবার, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল ইচ্ছেটা। দরকার নেই।

জো রীভসের মৃতমুখের দিকে তাকাল ও। 'সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, জো,' বিড়বিড় করে বলল। 'কথা দিচ্ছি, তোমার খুনের বদলা নেব।'

গুহার ভেতর থেকে মালপত্র বের করে এনে বাইরে জড়ো করল এরিখ। তারপর মৃতদেহদুটোকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। আশপাশ থেকে ছড়ানো-ছিটানো পাথরখণ্ড কুড়িয়ে এনে গুহামুখটা বন্ধ করে দিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল ওর।

'ঘুমোও, জো।' কপাল থেকে ঘাম মুছে সিগার জ্বালাল ও। 'মৃত্যুর পরের জগৎটা সম্ভবত অন্য রকম। আশা করি, টিকাউ ওখানে আচরণ পাল্টাবে।'

জিস্টারের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নির্জন ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে একটা কথা মনে পড়ল এরিখের। টিকাউ গুহার ভেতর ঢোকার সময় ওর বুটের তলায় লেপ্টে-থাকা মাটির দিকে নজর পড়েছিল ওর। হলদেটে কাদামাটি। ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের মাটির রঙ হলুদ নয়, কিছুটা লালচে। টিকাউর বুটে লেপ্টে-থাকা মাটির রঙের সাথে এদিকে ওর দেখা অন্য কোন জায়গার মাটির রঙের মিল আছে কিনা মনে করতে চেষ্টা করল ও। গুহামুখ থেকে মাইলখানেক যাওয়ার পর হঠাৎ খেয়াল হলো। রুইন্স ক্যানিয়নের লাগোয়া পাহাড়ের মাটির সাথে মিল আছে টিকাউর বুটের তলায় লেগে থাকা মাটির। জায়গাটায় আরেকবার ভাল করে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিল ও। ডগ কিংবা টিকাউর কি দরকার ছিল ওখানে যাবার? ওদিকে ডব্লিউ বার ব্যাঞ্চের কোন কাজ থাকার কথা নয়।

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে জীবনের কোন আলামত আছে বলে মনে হলো না। নির্জন চারদিক। শুধু পাথুরে মাটিতে জিস্টারের শক্ত খুরের আওয়াজ ওকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন রাখছে। আরও কিছুদূর এগিয়ে সদ্যভেজা মাটিতে গরুর পায়ের ছাপ দেখতে পেল ও।

শিস দিয়ে জিস্টারের পিঠ থেকে নামল এরিখ। ঘোড়াটাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে মাটিতে ঝুঁকল। বড়সড় একটা গরুর পাল চলে গেছে এ পথ দিয়ে, আন্দাজ করল ও। ট্র্যাক ধরে পাথুরে জমিতে উঠে এল।

পাথরের ওপর বুটের ঘষার শব্দে সচকিত হয়ে মাথা তুলতে যাবে, এ-সময় হুকুমটা এল, 'নড়ো না, মিস্টার। যেখানে আছ, ওখানে দাঁড়াও মাথার ওপর দু'হাত তুলে!'

বিনাবাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করল এরিখ, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। ঝোপের আড়ালে একজন মেক্সিকানকে দেখতে পেল রাইফেল হাতে, সোজা ওর পেটের দিকে তাক করা অস্ত্রটা।

'বস্!' কাউকে ডাকল মেক্সিকান কাউবয়।

আড়াল থেকে আরেক জোড়া বুটের শব্দ শোনা গেল। পর মুহূর্তে বেরিয়ে এল 'বস্' লোকটা। চ্যানি বিয়ারি। ওর সুদর্শন মুখটা হাসিভরা।

'ওয়েন!' ডাকল চ্যানি। 'যা ভেবেছিলাম।' কাউহ্যান্ডকে নির্দেশ দিল ও, 'টম, সবাইকে নিয়ে এসো এদিকে। আমি দেখছি একে।'

ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল টম। অস্ত্রহাতে বিয়ারি এরিখের পেছনে এসে ওর পিঠে ঠেসে ধরল নল। হোলস্টার থেকে ওর স্টারটা বের করে নিল। 'বসো, ওয়েন। জানোই তো কার হাতে পড়েছ। অতএব হাত নামিয়ে নিলে আমি আপত্তি করব না।' তৃপ্তির হাসি হাসল ও। 'তোমার সাথে অনেক কথা আছে।'

হাত নামিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল এরিখ। চ্যানিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সিগারেট রোল করতে করতে প্রশ্ন করল, 'তোমার মতলব কী, বিয়ারি? জানতে পারি?'

চ্যানি বসল সামান্য দূরে। 'কেন পারবে না?' হাতের অস্ত্র নাড়াল সে। 'কি করছিলে তুমি এখানে?'

'এখানে কোথায়?' এরিখ সিগারেট জ্বালাল।

'ব্লু বার্ডসে?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিল চ্যানি।

'থাকার জন্যে জায়গা খুঁজছিলাম।'

'কারা আছে তোমার সাথে?'

'কেউ না। আমি একা।'

'শুধু একা না,' মন্তব্য করল চ্যানি। 'তুমি একজন মিথ্যেবাদীও।'

'একটা সিক্সগান হাতে নিরস্ত্র কাউকে মিথ্যেবাদী বলার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই, না?'

'তোমার মত,' থুতু ছড়াল চ্যানি, 'তিনজনকে আমি খালিহাতে সামলাতে পারি।'

'হয়তো। তবে আমি আবহাওয়া বুঝে কথা বলি,' হাসল এরিখ।

'গরুগুলো কোথায়?'

'কার গরু?'

'আমাদের?'

'তুমি তো দেখছি আচ্ছা গর্দভ!' অবাক হবার ভান করল এরিখ। 'গরু তোমাদের আর খবর রাখব আমি, এটা কি করে ভাবছ?'

এরিখের স্টারটাই উঁচাল চ্যানি ওর দিকে। 'শোনো। গতরাতে আমাদের বিশটা গরু চুরি হয়েছে। এখানে এসে ওদের ট্রেইল গায়েব হয়ে গেছে। তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করছ। সঙ্গত কারণেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব আমরা ওগুলোর ব্যাপারে। দেখো, আবার বলে বসো না যেন ওদের তুমি ডানা মেলে উড়ে যেতে দেখেছ ব্লু বার্ডস ক্যানিয়ন থেকে। তার চেয়ে বলো, কোথায় .বখেছ গরুগুলো।'

'কী মুশকিল! আমি কি করে বলব?'

'তুমি এই অঞ্চলে থাকছ কোন উদ্দেশ্যে? দু'জনকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত তুমি। ধরা পড়লে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কেন লেজ তুলে পালাচ্ছ না?'

'ওটা তো তুমি বলবেই,' এরিখ বিতৃষ্ণ স্বরে জবাব দিল। 'টোকারকে যে তুমি হত্যা করেছ, সেটা আমি জানি কি না।'

হাসল বিয়ারি। 'ওটা তোমার দায়, আমার নয়। গাস আমার সাক্ষী।'

'ওকে আমি সত্য বলতে বাধ্য করব।'

'সে-সুযোগ পাচ্ছ নাকি?' স্টারটা নাড়াল এরিখ।

'পাব।'

'দেখা যাবে!' স্টারের মাযল দিয়ে নিজের চোয়াল চুলকাল চ্যানি। 'ভাল কথা, জেরির ব্যাপারে কি বক্তব্য তোমার? ডগ লেইকার আর ওক টিকাউ তো শপথ করে বলেছে যে, তুমি ওকে হত্যা করেছ।'

'তাই!'

'হ্যাঁ, তাই। এবার কি বলবে?'

মুখবন্ধ গুহায় জো রীভসের পাশে শোওয়া টিকাউর কথা ভাবল এরিখ। এ-জীবনে সে আর কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষী হবার সুযোগ পাচ্ছে না।

পেছনে দু'জন লোক নিয়ে টম টিংকার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। রস ম্যাস্টন আর পিট গুজম্যান হবে, ভাবল এরিখ। দু'জনের একজন বেঁটে আকৃতির; চ্যানিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'রুইন্স ক্যানিয়নের ভেতর পর্যন্ত খুঁজে এলাম, বস্। ট্র্যাক আর গরু—দুটোই গায়েব।'

'বাদ দাও, পিট,' চ্যানি ওকে বলল, 'ওগুলো এখানে, ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের ভেতরে আছে এখনও। আমরা পিছু ধাওয়া করায় সরিয়ে নেবার সময় পায়নি ওরা,' এরিখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ও।

'আমারও তাই ধারণা।' রস ম্যাস্টন তার হ্যাট সরাল পেছনে। 'তা ছাড়া, আমি মনে করি, ওরা গুগুলো ব্লু বার্ডসেই লুকিয়ে রাখে।'

'চমৎকার মনে করতে পারো তুমি, রস!' উপহাসের স্বরে বলল চ্যানি। 'শুধু, কোথায় রাখে, সেটা দেখিয়ে দিতে পারো না।'

এরিখের দিকে চাইল বেঁটে গুজম্যান। 'ও হয়তো দেখিয়ে দিতে পারবে।'

'রাজি হচ্ছে না ও।'

'আমরা ওকে রাজি করাতে পারি।' হাসল টম। 'সহজ কাজ। দেখতে চাও, বস্?'

'এখন না।' চ্যানি মাথা নাড়ল। 'আমি নিশ্চিত ও এখানে একা নয়। একা ওর পক্ষে অতগুলো গরু সামলানো সম্ভব নয়। ওকে রাজি করাতে চাইলে ওর সঙ্গীরা টের পেয়ে যাবে, নাক গলাতে চাইবে। তারচে' ওকে পাইনস ভ্যালিতে নিয়ে যাই। ওখানে কেউ খুঁজতে যাবে না।'

এরিখকে ঘোড়ার পিঠে তুলে ঘোড়ার পেটের নিচে ওর দুই পা বাঁধা হলো। দুই হাতও বাঁধা হলো পিছমোড়া করে। টম টিংকার জিস্টারের লাগাম ধরার দায়িত্ব নিল। রুইন্স ক্যানিয়নের প্রবেশ-পথ পেরিয়ে যাবার সময় এরিখ ট্র্যাকগুলো দেখতে পেল আবার। ক্যানিয়নের ভেতর চলে গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে? ভাবল ও। চুরি হয়ে-যাওয়া গরুর পাল পেছনে ট্র্যাক রেখে ব্লু বার্ডসের ভেতর দিয়ে রুইন্স পর্যন্ত আসে, তারপরই হাওয়া হয়ে যায় ট্র্যাকসহ। এরিখ তিক্ততার সাথে উপলব্ধি করল, এ ব্যাপারে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত একই জায়গায় ঘুরে মরছে ও। এক চুলও এগোতে পারেনি সামনে।

দুপুরের দিকে পাইনস ভ্যালিতে পৌঁছল ওরা। এরিখের পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ঘোড়া থেকে নামানো হলো ওকে, তারপর ধাক্কা মেরে কুটিরে ঢোকানো হলো। গুজম্যান আর টিংকারকে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দিল চ্যানি ওয়েভিকে রিপোর্ট করার জন্যে, তারপর রসকে খাবারের আয়োজন করতে নির্দেশ দিল। সামান্য আয়োজন। রস স্টোভে সীমের বিচি গরম করল। নিজের থালায় খাবার নিয়ে খেয়ে নিল চ্যানি। খাওয়া শেষ করে রসকে বলল এরিখকে খাবার দিতে।

'শুধু শুধু খাবার নষ্ট!' ঘোঁৎ করে উঠল রস।

'খেতে দাও ওকে!' ধমক লাগাল চ্যানি।

মেঝের ওপর থুতু ছড়াল রস ম্যাস্টন। প্লেট ভর্তি খাবার এনে এরিখের সামনে রেখে ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল। চ্যানি স্টোর তাক করে রাখল ওর দিকে। খাবার শেষ করে সিগার ধরাল এরিখ। ওর ধূমপান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরল চ্যানি। শেষ হতেই ওর ইঙ্গিতে রস বাঁধল আবার

এরিখকে। ওকে ভ্যালির শেষ প্রান্তের গরুগুলোর তদারকিতে পাঠিয়ে এরিখের মুখোমুখি হলো চ্যানি। ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে কর্তৃত্বের ছাপ। ডাঁট দেখাচ্ছে সে, এরিখ বুঝতে পারল। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসল ও।

সিগারেট ধরাল চ্যানি। 'তারপর, ওয়েন! মত পাল্টেছ নিশ্চয় এতক্ষণে। কথা বলবে?'

'আগে যা বলেছি, তাই বলব,' জবাব দিল এরিখ। 'তোমাদের হারানো গরুর খবর আমি রাখিনি।'

'জো রীভসের সঙ্গে কাজ করোনি তুমি?'

বিস্ময় চাপল এরিখ। রীভসের সম্বন্ধে ও জানল কিভাবে?

'কী, করোনি?'

'না।'

'ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত হারানো গরুর সাথে ওর গায়েব হয়ে যাবার সম্পর্ক রয়েছে।'

'তুমি নিজেও তো কম জানো না দেখছি?' ব্যঙ্গ করল এরিখ।

'আরও জানব।' গর্বের হাসি হাসল চ্যানি। 'শিগগির এই জঘন্য চুরির রহস্যভেদ করব আমি। তোমাকে আর চ্যাপম্যানকে সন্দেহ করি, তোমাদের দু'জনকেই কথা বলাব।'

হাসল এরিখ। 'সেই আনন্দেই থাকো। অচিরেই দেখতে পাবে জ্বলন্ত চুলোর ওপর বসে আছ তুমি। কিভাবে ভাবছ যে, জর্জ চ্যাপম্যান তোমার কথার জবাব দিতে ছুটে আসবে?'

থুতু ফেলল চ্যানি। 'ঠিকই বলাব।' ওর গলায় বড়াইয়ের সুর। 'তুমি দেখতে পাবে না বলে দুঃখিত। তবে এখানকার সরচে' বড় র‍্যাঞ্চটা যে চ্যানি বিয়ারির হবে, এটা জেনে যেতে পারো নিঃসংশয়ে। ক্রস অ্যারো খুবই সম্ভাবনাময় র‍্যাঞ্চ, ওয়েন।'

'তাই? কিন্তু এটা তো ওয়েন্ডির র‍্যাঞ্চ। তোমার হচ্ছে কি করে?'

'আমিই চালাচ্ছি এটা এখন। ওয়েন্ডিও চলবে আমার কথামত।'

'তুমি সেভাবেই এগোচ্ছ বটে!' তিক্ত কণ্ঠে ওর সঙ্গে একমত হলো এরিখ। 'আমাকে ভাগিয়েছ চালাকি করে। এরপর নিজের স্বার্থেই পছন্দমত কিছু খারাপ লোক ভাড়া করেছ। সত্যি সত্যিই ক্রস অ্যারো করজা করবে তুমি।'

নিজের মাথায় টোকা দিল চ্যানি। খুশি হয়েছে সে। 'আমি চালু লোক, ওয়েন। ভাল জিনিস দেখলেই চিনতে পারি। পেতেও চাই তা। তোমার মত জীবনভর তিরিশ ডলার মাস মাইনের চাকরি আমার পোষাবে না। বড় কিছু পরিকল্পনা ঘুরছে আমার মাথায়, সত্যিকার অর্থেই বড়। আমি ওয়েন্ডিকে

বিয়ে করব—আর এই ম্যালোন অঞ্চলের সব চাইতে ডাকসাইটে ধনী হব।'

'ওয়েন্ডি কি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?'

অসন্তুষ্ট হলো চ্যানি। 'কেন হবে না? নিজের ভাল-মন্দ না-বোঝার মত নির্বোধ ও নিশ্চয় নয়।'

'আমি জানি, ও তা বোঝে।' এরিখ শুকনো স্বরে মন্তব্য করল।

ওর স্টারটা নাড়াল চ্যানি। 'বাদ দাও। প্রচুর বকবক করা হয়েছে। এবার মুখ খোলো। শেষ সুযোগ দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'আমি কিছুই জানি না।'

ডবল-অ্যাকশন স্টারটা কক করল চ্যানি। এরিখের বুক বরাবর সই করল। স্টারের মাযলটাকে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বড় মনে হলো এরিখের। চ্যানি ঝুঁকল ওর দিকে। 'সহজেই মেরে ফেলতে পারি তোমাকে। এ জন্যে আইনের কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। দু'দুটো খুনের আসামী তুমি, আমার হাতে ধরা পড়ে পালাতে গিয়েছিলে, বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে।' হাসল ও এরিখের মুখের ওপর। 'ভাগ্য আমার পক্ষে, ওয়েন। তবু তোমাকে শেষ সুযোগ দিচ্ছি। আমার কাছে মুখ খুললে পঞ্চাশটা সোনার ঈগল পাবে, ঘোড়া পাবে আর পাবে এখান থেকে পালিয়ে যাবার সুযোগ। কি বলো?'

তিক্ত হাসি হাসল এরিখ। 'তুমি একটা নোংরা শেয়াল। ধাপ্পা দিচ্ছ আমাকে। আমি যদি কিছু জানতামও, বলতাম না তোমাকে। কারণ সব কথা শুনে নেবার পর আমাকে গুলি করে একটু আগে বলা গল্পটা শুনিয়ে দেবে সবাইকে। তাতে তোমার সোনার ঈগল আর ঘোড়া দুটোই বেঁচে যাবে। আর আমি দেশ ছাড়ার বদলে দুনিয়া ছেড়ে যাব চিরতরে।'

গর্জন করে উঠল চ্যানির হাতে এরিখের ডবল-অ্যাকশন স্টার। এরিখের মাথার ওপর কাঠের দেয়াল ভেদ করে বাইরে চলে গেল বুলেট। কানে তালা লেগে ওর। ঠাণ্ডা চোখে স্টারের মুখ থেকে বেরনো ধোঁয়ার দিকে চাইল চ্যানি। 'ভেব না মিস করেছি। পরের বার টের পাবে,' গম্ভীর স্বরে বলল ও।

চ্যানির পেছনে দেয়ালের জানালায় একটা ছায়া দেখা গেল। পরমুহূর্তেই এরিখ লোকটাকে দেখতে পেল। অতি কষ্টে মুখের ভাব অপরিবর্তিত রাখল ও। লোকটা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে আওয়াজ করতে নিষেধ করল ওকে। চ্যানির দিকে তাকাল ও।

'ঠিক আছে। কথা বলব আমি,' আপোষে এল ও।

'গুডবয়!' চ্যানি হাসল, বিজয়ীর হাসি। 'গরুগুলো কোথায়?'

'ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের এক জায়গায়।'

'কিভাবে যেতে হবে ওখানে?'

'আমি নিয়ে যাব তোমাদের।'

'কতগুলো আছে ওখানে?'

'পাঁচশোর মত হবে।'

মাথা দোলাল চ্যানি। 'রস এসে পড়লেই যাব আমরা। খবরদার, ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করলে কিন্তু সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।'

সিক্সগানহাতে দরজায় এসে দাঁড়াল গাস ল্যামেল। 'অস্ত্র ফেলে দাও! উঁহুঁ, নড়বার চেষ্টা কোরো না, বাছা। খুলি ফুটো করে দেব। ফেলে দাও ওটা হাত থেকে।'

মরা মানুষের মুখের মত শাদা হয়ে গেল চ্যানি বিয়ারির উজ্জ্বল মুখ। দ্রুত পরিস্থিতি বিচার করল ও। স্টারের মুখ ফিরিয়ে গাসকে গুলি করার আগে নিজেই গুলি খাবে ও—কিংবা ওয়েনকে গুলি করলেও। স্টারের বাঁট ছেড়ে দিল ও হাত থেকে, ঠকাস করে পায়ের কাছে পড়ল অস্ত্রটা।

'হাত তোলো ওপরের দিকে। উঠে দাঁড়াও।'

গাসের আদেশ পালন করল চ্যানি। গাস এগিয়ে গিয়ে পাঁজরায় পিস্তল ঠেকিয়ে ওর কোমর থেকে হোলস্টার খুলে নিল। দূরে ফেলে দিল ওটা। পিস্তল তাক করে পিছিয়ে এসে কোমর থেকে ছুরি বের করে এরিখের হাতের বাঁধন কেটে দিল। উঠে দাঁড়াল এরিখ; স্টারটা তুলে নিল মেঝে থেকে।

'নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করলে, ল্যামেল,' এতক্ষণে কথা বলল চ্যানি।

জবাবে একদলা থুতু ছড়াল গাস। 'ওকে বাঁধো, এরিখ।'

এরিখ তাকে বাঁধা রশি দিয়েই বাঁধল চ্যানিকে। চ্যানির চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুচকি হেসে ওকে উপেক্ষা করল এরিখ।

আবার থুতু ছড়াল গাস। 'চলো, এরিখ,' বলল ও, 'বাইরে তোমার ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।'

ঘোড়ায় চড়ে ভ্যালি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এরিখ সঙ্গীর অসংখ্য ভাঁজে ভরা কৃশ মুখটার দিকে তাকাল। 'কেন এটা করতে গেলে, গাস?'

হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল গাস। 'ওই বাকোয়াজ ছোঁড়াটা ক্রমশ অতিষ্ঠ করে তুলেছে আমাকে। তাছাড়া মিথ্যে কথা বলে তোমাকে ফাঁসানোর পর থেকে আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ আমার মত বেজন্মা বুড়োদের জন্যে ঘুমটা খুব জরুরী। যা-ই হোক, আমি তোমার সাথেই থাকব, ওয়েন। র‍্যাঞ্চে ফিরছি না আর।'

'চলো,' রাজি হলো এরিখ। 'কিন্তু জানলে কি করে যে, আমি পাইন্স ভ্যালিতে আছি?'

'গুজম্যান র‍্যাঞ্চে গিয়ে গল্প করেছিল।'

'তারপর?'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি স্বর্গের টিকেট পেয়ে গেছ এতক্ষণে!' হাসল গাস শব্দ করে।

আচমকা রাশ টানল এরিখ। 'আমাদের সম্ভবত ওয়েন্ডির কাছে যাওয়া উচিত।'

'না,' মাথা নাড়ল গাস। 'প্রয়োজন নেই। ও সব জানে।'

'তুমি আমাকে সাহায্য করতে আসছ, ও জানত?' এরিখ অবাক হলো।

'হ্যাঁ!' গাসও অবাক হলো। 'ওই তো পাঠাল আমাকে।'

'চলো, গাস। ক্রস অ্যারো থেকে ওই বেজন্মাগুলোকে দূর করে দিই।'

'এখন না, এরিখ,' গাস কোমল কণ্ঠে ওকে বোঝাল। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝি। কিন্তু আগে সময় আসুক। শুনলাম, তুমি নাকি টিকাউকে খুন করেছ। ডগ লেইকার খেপিয়ে তুলেছে ডব্লিউ বারের লোকদের। তোমাকে এই সময় র‍্যাঞ্চে পেলে র‍্যাঞ্চই আক্রমণ করে বসবে ওরা।' একটু থামল গাস। 'সত্যি সত্যি খুন করেছ তুমি ওকে?'

'হ্যাঁ, গাস।' বুড়োর যুক্তি উপলব্ধি করতে পারল এরিখ। শুকনো স্বরে বলল, 'আমি ওকে খুন করতে না পারলে ওই আমাকে খুন করত।'

'আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ওরা করবে না।'

দ্রুতবেগে এগোল ওরা খাড়ি পেরিয়ে দক্ষিণে। এরিখ তার সঙ্গের বন্ধুবৎসল লোকটার দিকে চাইল আবার। ও সময়মত না এলে এতক্ষণে মরে পড়ে থাকত সে, নিজেরই অস্ত্র থেকে বেরোনো গুলিতে কপালে কিংবা বুকে ফুটো নিয়ে।

বারো

রুইন্স ক্যানিয়ন থেকে মাইল কয়েক উত্তরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা ব্রাঞ্চ ক্যানিয়নে গিয়ে পৌঁছল এরিখ আর গাস। গাস কাজের লোক। বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে দু'জনের বাসোপযোগী একটা ঘর বানিয়ে ফেলল ও দু'দিনের মধ্যে। এরিখ একটা বড়সড় হরিণ শিকার করল। দক্ষ হাতে ওটার চামড়া ছাড়িয়ে নিল গাস। প্রচুর মাংসের স্টক হয়ে গেল দু'জনের জন্যে। ভেজে নিল ওরা মাংসটা, নষ্ট হবে না আর। আগামী কয়েক দিন রোস্ট করা ঠাণ্ডা মাংস খেতে মন্দ লাগবে না। ঘরের পাশে সামান্য দূরে একটা অগভীর ঝরনা ওদের পানির প্রয়োজন মেটাবে।

দিনের পর দিন, রাতগুলোয় খুব ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করল। শীত এসে গেছে। এরিখ যত দ্রুত সম্ভব এই ক্লান্তিকর খেলার অবসান ঘটাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ রকম উন্মুক্ত পরিবেশে শীত কাটানো ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে।

তৃতীয় দিন সন্ধেয় আগুনের ধারে বসে ওরা পাইপ ধরাল। বনের মাথায় সরু চাঁদের আভাস; ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গাস বলল, 'শ' শ' গরু স্রেফ ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, এরিখ। তবে তার চেয়ে অদ্ভুত হলো তোমার ব্যাপারটা। আমার বিবেচনায় এখানকার যে কারও চেয়ে সৎ লোক তুমি। আর তোমাকেই কি না বনেবাদাড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তিন-তিনটা খুনের দায় ঘাড়ে নিয়ে। এর মধ্যে দুটো তুমি আদপেই করোনি। আর যেটা করেছ, সেটা স্রেফ আত্মরক্ষার খাতিরে।'

নিভে-যাওয়া পাইপটা ধরিয়ে নিল গাস আগুন থেকে। 'এ-জায়গার ধারাই সম্ভবত এ রকম। রাসলিঙের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে দু'জন সৎ ও পরিশ্রমী লোককে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। এটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে খুব।'

'চ্যানিকে কতটা চেনো তুমি, গাস?' এরিখ প্রশ্ন করল। 'তোমার কি মনে হয় না রাসলিঙের সঙ্গে ওরও যোগসাজস থাকতে পারে? এমনও তো হতে পারে, নিজেদের গরুগুলো ওরা নিজেরাই সরিয়েছে সে-রাতে। নতুন লোকগুলো এতে ওকে সাহায্য করেছে এবং পরে সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকার জন্যে গরুচোরদের ধাওয়া করার নামে ব্লু বার্ডস ঘুরে এসেছে। পারে না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল গাস। 'না, মনে হয় না। এটা বলছি না যে, অন্যত্র সে এ ধরনের কাজে জড়িত ছিল না। তবে আমার জানামতে নয়। কিন্তু এখানে সে একদম পরিষ্কার। ওর উদ্দেশ্য ভিন্ন। এখানে র‍্যাঞ্চটাই ওর টার্গেট, মেয়েটাসহ।'

সামান্য ইতস্তত করল এরিখ। 'তুমি ওকে ভয় পাও, গাস,' শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল ও। 'কেন? কী জানে ও তোমার?'

পাইপের গোড়া দিয়ে নাক চুলকাল বুড়ো কাউবয়। 'গত বছর বিগরক ভ্যালির ওদিকে আমি একটা কাজ করেছিলাম।'

'কি কাজ?'

'শুনলে নিশ্চয়ই খারাপ ভাববে আমাকে?'

'বলে ফেলো একবার চোখ বুজে।' বুড়োকে উৎসাহ যোগাল এরিখ। 'শোনার পর ভাবব কী ভাবা যায়।'

লাজুক হাসল গাস। 'একটা পে-মাস্টার অ্যাম্বুলেন্স লুট করেছিলাম আমি।' চোরাচোখে এরিখের দিকে চাইল ও। এরিখের মুখে কৌতুকের চিহ্ন। হাসছে সে।

'প্রায় দশ হাজার ডলারের মামলা,' শুরু করল বুড়ো। পাত্তা দিচ্ছে না সে আর এরিখের হাসিকে। 'কাজটা ঝোঁকের বশেই করেছিলাম। ওই সময়ে আমার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছিল, টাকা-পয়সার দিক থেকে। তাই একদিন সেলুনে বসে মদ খেতে খেতে প্ল্যানটা করেছিলাম। আসলে তখন পুরোপুরি মাতাল ছিলাম আমি। টাকাটা সহজে হাতিয়ে নিতে পারলেও পরে ট্রুপারদের তাড়া খেয়ে সীমান্তের দিকে পালাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য, সীমান্ত পেরিয়ে যাব। ইতোমধ্যে আহত হয়েছি ট্রুপারদের গুলিতে এবং আমার মধ্যে, যাকে বলে, বিবেকের দংশন শুরু হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে সনোরার কাছে এক ছোট্ট শহরের মার্শালের অফিসে ঢুকে চুপি চুপি টাকাটা রেখে আসি আমি। এরপর ওখানকার ক্যান্টিনায় বিয়ারির সাথে পরিচিত হই। সীমান্ত পেরোতে যাচ্ছি এবং সে জন্যে আমার সাহায্যের দরকার জানতে পেরে ও নিজেই সাহায্যের প্রস্তাব দেয়।'

নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল গাস। থামল ও।

'এরপর?'

কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো। 'সে-রাতে আবার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে প্রচুর বক বক করলাম। মাতাল না হয়ে উপায়ও ছিল না। আসলে আমার সে সময়ের মানসিক অবস্থা তোমাকে বুঝে নিতে হবে। একদিকে নগদ টাকার লোভ, অন্যদিকে বিবেকের দংশন—দুটো মিলে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। যাহোক, মাতাল অবস্থায় চ্যানির সাথে প্রচুর গল্প করি। পেটের কথা সব হড়বড় করে বেরিয়ে পড়েছিল তখন। না-বেরোলেও শান্তি পেতাম না। তুমি জানো, মানুষ যেমন কোন কোন সময় নীরবতা পছন্দ করে, তেমনি একেক সময় কথা বলতে পারলেই বর্তে যায়। আমারও সে-অবস্থা হয়েছিল ওদিন।'

পাইপে টান দিল ও। নিভে গেছে। ছাই ঝেড়ে নতুন তামাক ভরল ওটায়। 'ও-রাতেই টাউন মার্শাল খুন হলো আততায়ীর হাতে। খবর পেয়ে দেখতে যাই আমি। মার্শালের সাথে টাকা-পয়সা ছিল কি না এবং সেগুলো এখন কার হাতে, কিছুই কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। কারণ ওতে নিজেরই ফেঁসে যাবার আশঙ্কা ছিল। আমার কথা কেইবা বিশ্বাস করত? সাধারণ একজন ভবঘুরে কাউহ্যান্ড ছাড়া আর কিছু তো নই আমি।

'যাহোক, চ্যানি আমাকে নিয়ে নিরাপদে সীমান্ত পেরোয়। এরপর থেকে আমার সাথেই থাকে ও। তাকে কয়েকবার এড়াতে গিয়েও পারিনি। সারাক্ষণই ওর নজর থাকত আমার ওপর। এই সময় হঠাৎ ও প্রচুর টাকা খরচ করতে শুরু করে। ছয় মাস পর আমরা আবার সীমান্তের এপারে আসি। এরপরও ও আমাকে ছাড়েনি। আসলে ওর ছোটখাট কাজ-কর্ম করার

জন্যে একজন লোকের দরকার ছিল এবং সেসব ও আমাকে দিয়ে করাত। পালাবার চেষ্টা করলে পে-রোল ডাকাতির কথা জানিয়ে দেবার হুমকি দিত। এরপর আমার আর কিইবা করার থাকত, বাছা?'

মাথা দোলাল এরিখ। শিস দিল ঠোঁট গোল করে। 'ও তো দেখছি তোমার কাঁধে ভালভাবেই চেপে বসেছিল।' মৃদু হাসল ও।

'সেটা সত্যি—আবার ঠিক সত্যিও নয়।' আগুনের কুণ্ড থেকে খুঁচিয়ে ছোট্ট এক টুকরো কয়লা বের করে আনল গাস। চিমটার সাহায্যে তুলে নিয়ে পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে ও এমন ভাব দেখাত, যেন দুনিয়ায় আমিই ওর একমাত্র বন্ধু। কোন কোন সময় আমার উপদেশ শুনত ও, আবার কোন কোন সময় ওর কথাই মানতে হত আমাকে।'

পাইপে টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছাড়ল গাস। 'আসলে সবটাই আমার বোকামি। পে-রোল ডাকাতি থেকে শুরু করে মার্শালের অফিসে গোপনে টাকা রেখে আসা, চ্যানিকে বলা পর্যন্ত। জীবনে অত টাকা আমি দেখিনি এর আগে একত্রে। তাই যখন টাকাটা রোজগার করলাম, বৈধ কিংবা অবৈধ যেভাবেই হোক, টাল সামলে উঠতে পারিনি। সোজা কথায়, পুরো ব্যাপারটাকে আমি লেজে-গোবরে করে ফেলেছিলাম অত্যন্ত হাস্যকর ভাবেই।'

বাধা দিল এরিখ বুড়োকে। 'তুমি কি এখনও বুঝতে পারোনি মার্শালকে খুন করে কে টাকাটা হাতিয়ে নিয়েছিল?'

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে জঙ্গলের দিকে তাকাল গাস, যেন দেখে নিচ্ছে ওখানে আড়ি পেতে কেউ ওর কথা শুনছে কি না। তারপর এরিখের দিকে ফিরে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'মনে হয় পেরেছি।'

'কার কাজ? চাইলে হয়তো তুমি এখন ওটার মীমাংসা করে নিতে পারো।'

গাস সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। গা থেকে খসে-যাওয়া কম্বলখানা টেনে নিয়ে ধীরে-সুস্থে কাঁধে জড়াল সে। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'না।'

'না কেন?' ওর মুখের দিকে ঝুঁকল এরিখ। 'তুমি কিছু একটা লুকোচ্ছ। কী সেটা, গাস? হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ পাইপ টানল গাস। তারপর মুখ তুলল। 'হ্যাঁ, তুমি হয়তো পারবে। চ্যানির বিরুদ্ধে তোমাকে আমার সাহায্য করার অনেক কারণের মধ্যে একটা হলো এই যে, ওর বিরুদ্ধে লড়ার সাহস ও শক্তি দুটোই আছে তোমার, চ্যাপম্যানদের বিরুদ্ধেও।'

'বলে যাও।'

'হুঁ। তারপর, যা বলছিলাম, আমরা মেক্সিকোয় চলে যাই। ওখানে চ্যানি

দারুণ বিলাসী জীবন যাপন করতে শুরু করে। ভাল কাপড়চোপড়, খাওয়া-দাওয়া তো বটেই, তার সাথে প্রচুর আমোদ-প্রমোদেও জড়িয়ে পড়ে ও। ওখানকার সব ব্রাউন সিনোরিটাদের সঙ্গে দারুণ খাতির জমে ওঠে ওর। ওদের নিয়ে প্রচুর হৈ-চৈ করে বেড়াত।

'সবচে' ভাল মদ ছাড়া ছুঁতো না ও, সবচে' সেরা কাবালা ছাড়া চড়তে চাইত না। এমন কি, উঁচু স্টেকের জুয়া নাহলে খেলতও না। অথচ আমার দিন কাটছিল ওর ছিটেফোঁটা দানের ওপর। আমার খারাপ লাগত, রাগারাগি করতাম ওর সাথে, ও পাত্তা দিত না। এ অবস্থায় অনেক বড় বড় শহর ঘুরেছি ওর সাথে। চিহুয়াহুয়া, প্যারাল, টরিয়ন, ডুরাঙ্গো—কোনটা নয়? আমি সব সময় ভেবে অবাক হতাম খরচ করার জন্যে অত টাকা ও পায় কোথায়? অথচ দু'জনের কেউই আমরা কুটোটি নাড়তাম না।'

পাইপ টানতে টানতে চুপচাপ শুনে যেতে লাগল এরিখ। জানে, বুড়োকে কথার নেশায় পেয়ে গেছে, সবটুকু শেষ না-করে থামবে না।

'দিন পাঁচ-ছয়েক আগের কথা,' শুরু করল গাস। 'চ্যানি আমাকে দক্ষিণ থেকে আরও কিছু গরু নিয়ে আসতে বলেছিল। টাকার দরকার ছিল এবং সে তা আগেই ওয়েন্ডির কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিল সম্ভবত। যাবার দিন ওর কাজের তাড়া ছিল নাকি কোথায়, তাই সকালে ঘুম থেকে উঠেই চলে যায় ও। আমাকে বলে গেল প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা যেন আমি ওর ওয়ারব্যাগ থেকেই নিই। টাকার জন্যে ওর ব্যাগ খুললাম আমি। বন্ধ করার সময় ব্যাগের একদম তলায় জিনিসটা দেখলাম। একটা কাগজ, ভাঁজ করা। কৌতূহলী হয়ে ভাঁজ খুলে দেখলাম। অর্ধেকটা ছেঁড়া। এরিখ, তুমি কি জানো কিসের কাগজ ছিল ওটা?'

'কি করে জানব?'

ঝুঁকে এরিখের হাঁটুতে গুঁতো লাগাল বুড়ো। 'ওটা ছিল একটা পেপার বাইন্ডার!' প্রায় চুপে চুপে বলল ও। 'আর্মিরা ব্যবহার করে থাকে বিভিন্ন আউটফিটের টাকা আলাদা আলাদা করে রাখার জন্যে। সি কোম্পানি, থার্ড ক্যাভালরি, ফোর্ট বউই'র ছাপ ছিল ওটায়।'

মাথা দোলাল এরিখ। 'বুঝতে পেরেছি।'

'আমি কিন্তু তখনও বুঝতে পারিনি। অত শীঘ্রিই যদি কিছু বুঝতে পারতাম, তাহলে আর এই বুড়ো বয়সেও ঘোড়ার পিঠকেই বাড়িঘর ভাবতে হয়? তবে এখন বুঝতে পারছি। ভেবে দেখো, চ্যানির সাথে প্রথম যখন আমার দেখা হয়, তখন ও ছিল কপর্দকহীন। আর আমরা সীমান্ত পেরোতে না-পেরোতেই আলাদিনের চেরাগ পেয়ে গেল? মাসের পর মাস বেকার বসে বসে প্রচুর টাকা ওড়াত ও। কোনদিনই জুয়ার টেবিলে জিততে পারেনি ও।'

'অর্থাৎ,' এতক্ষণে কথা বলল এরিখ, 'তুমি বলতে চাইছ মার্শালকে খুন করে টাকাটা চ্যানি বিয়ারি নিজেই হাতিয়ে নেয়, এই তো?'

'ঠিক ধরেছ,' মাথা দোলাল গাস।

চুপচাপ কাটল কিছুক্ষণ এরপর। এরিখ ওই জঘন্য চরিত্রের ছেলেটার কথা ভাবল। গাসের মত একটা ভাল মানুষ বুড়োকে পেয়ে ওই নোংরা খেলা খেলতে পেরেছে ও। একটা মৃত গলিত শেয়ালের নাড়ি-ভুঁড়ির চেয়েও নোংরা ওর মন-মানসিকতা। এখন আবার সেই ঘৃণ্য খেলাটাই খেলতে যাচ্ছে ও ওয়েন্ডির সাথে, ওর একমাত্র সম্বল র‍্যাঞ্চটা হজম করার বদ মতলবে।

গাস ওর পাইপ জ্বালাল। 'এখন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ওর কাছ থেকে কেন পালিয়ে এসেছি আমি? তবে, চ্যানি এটা কোনদিন ভুলবে না। ওকে চিনি আমি—দেখামাত্রই গুলি করে মারবে ও আমাকে।'

'তুমি ফের সীমান্তের দিকে পালালেই পারো। ওখান থেকে···'

'না, এরিখ,' গাস মাথা নাড়ল। 'শোনো, আমি কখনও অত ভাল মানুষ ছিলাম না। কিন্তু ডেভিড ক্লে'র সঙ্গে দক্ষিণে কাজ করার সময় আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করে ও। আমি কখনও চাইব না ওই বকোয়াজ ছেলেটো ক্লে'র মেয়েকে ওর নিজের র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করুক। তুমি চ্যানির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ, চ্যাপম্যান আর বাটলারকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছ, এটা দারুণ পছন্দ হয়েছে আমার। এ জন্যেই তোমার সাথে যোগ দিয়েছি আমি। ওদের শায়েস্তা করার মত সাহস আর বুদ্ধি, আমার বিশ্বাস, তোমার আছে। এটার একটা হেস্তনেস্ত না-হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এমন কি, স্বর্গেও না।'

'নরকে?' এরিখ ফোড়ন কাটল।

'সেক্ষেত্রে নরক-পালকে ধৈর্য ধরতে হবে।' হাসল গাস।

হঠাৎ কানখাড়া করল এরিখ। খুব অস্পষ্ট হলেও, গরুর ডাক শুনতে পেয়েছে ও। উঠে দাঁড়াল সে, গাসকে বলল, 'শোনো!'

গা থেকে কম্বল ফেলে দিল গাস। দাঁড়িয়ে গেল। শুনতে পেয়েছে ও নিজেও। 'গরু!'

'আমার সাথে এসো।'

স্পেন্সারটা তুলে নিল এরিখ; ঢুকে গেল জঙ্গলের ভেতর। ওর পিছু পিছু গাসও। ক্যানিয়নের মুখে চলে এল ওরা, দূরে ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে তাকাল। গাস বলল, 'দক্ষিণ দিক থেকেই আসছে।'

অপূর্ণ চাঁদের মরাটে আলো ক্যানিয়ন জুড়ে। উত্তর থেকে বয়ে-আসা ঠাণ্ডা বাতাস কাপড়চোপড় ভেদ করে হুল ফোটাচ্ছে ওদের শরীরে। দূর থেকে ভেসে-আসা গরুর ডাককে মরাটে চাঁদের আলো আর ঠাণ্ডা বাতাসের

প্রভাবেই যেন অশরীরী প্রেতের কোলাহল বলে মনে হলো এরিখের। এবার নিয়ে ছয়বার শুনেছে ও এরকম গরুর ডাক। ওদিকে, যেদিক থেকে ডাক আসছে, মাইলকে মাইল ঘন জঙ্গল আর পাহাড়-ক্যানিয়ন ছাড়া র‍্যাঞ্চ-ফ্যাঞ্চ কিছুই নেই। তাহলে কোত্থেকে আসে এ ডাক? এরিখ কেঁপে উঠল। ভয়ে না ঠাণ্ডায়, ঠিক বুঝতে পারল না।

ওর বাহু টান দিল গাস। 'ঘোড়া!'

এরিখও দেখল। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা, উঁকি দিল। নিঃসঙ্গ একজন অশ্বারোহী চলে এল ওদের পাশাপাশি। মন্থর গতিতে হাঁটছে ওর ঘোড়া। কান খাড়া করে কিছু শোনার ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে আরোহী।

'গোল্ড বার্জার,' গাস ফিস ফিস করল এরিখের কানে। 'ডব্লিউ বারের পাশেই ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ ওর। ক্রস অ্যারোতে দেখেছিলাম একদিন। হারিয়ে-যাওয়া গরুর খোঁজে এসেছিল। প্রায় বিশটির মত হবে বলেছিল।'

'লোক কেমন?'

'ওয়েন্ডি খাতির-টাতির করেছে দেখলাম। চ্যাপম্যানদের ঘৃণা করে ও। মুখেই আনতে চায় না ওদের নাম, পাছে মুখ তেতো হয়ে যায়।' হাসল গাস নিঃশব্দে।

এরিখ চান্স নিল একটা। 'বার্জার,' ডাকল ও নিচু স্বরে।

বনভূমির ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল বার্জার পলকেই। 'কে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল ও সেখান থেকে।

'ওর সঙ্গে কথা বলো, গাস,' এরিখ বলল।

গাস একটা পাথরের ওপর দাঁড়াল। 'গাস ল্যামেল। ক্রস অ্যারোর লোক। এদিকে চলে আসো।'

'তোমার সাথে আর কে আছে?'

'বন্ধু। এসে যাও।'

ঘোড়া থেকে নেমে কোল্ট বের করে নিল বার্জার। এগিয়ে এল ধীরে ধীরে। কাছে এসে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল এরিখের দিকে। 'ওয়েন! এসব কি, ল্যামেল? জানতে পারি?'

'পারো। কিন্তু তার আগে তোমার ঘোড়া নিয়ে আসো এদিকে। যাচ্ছিলে কোথায়?'

'গরুর খোঁজে। কেন জানি মনে হচ্ছে এদিকেই কোথাও আছে ওগুলো।'

এরিখ র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল। পুরানো শুকনো ক্ষতচিহ্নে ভরা এবড়োখেবড়ো মুখ। ওর মনে পড়ল, কিভাবে ডব্লিউ বারের লোকদের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল লোকটা। ডেভিড ক্লে নাক না-গলালে মারাই

পড়ত।

'এই মাত্র কিছু গরুর ডাক শুনেছি আমরা।' দূরে ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে হাত প্রসারিত করল গাস। 'ওদিক থেকেই এসেছে। তুমি নিশ্চয় ওদিকে যাবার কথা ভাবছ না?'

'দেখি।' বার্জার এরিখের দিকে চাইল। 'সঙ্গী হিসেবে তুমি ভাল লোক বেছে নিয়েছ, একথা বলতে পারছি না ল্যামেল।'

'উঁহুঁ,' ওর সাথে একমত হলো না ল্যামেল। 'তুমি ভুল করছ, গোল্ড। ভাল লোক এরিখ। তুমি ওর ওপর নির্ভর করতে পারো।'

'ও একটা খুনী।' নাক সিঁটকাল র‍্যাঞ্চার। 'তিনটে খুন করেছে পর পর। ওর ওপর নির্ভর করতে বলছ? হাহ্!'

'বার্জারের বিশ্বাস অর্জন করতে কষ্ট হবে। সৎ লোক ও, সরলও। তবে একগুঁয়ে। যেটা বিশ্বাস করে, ওটাকেই সার সত্য ভাবে,' ভাবল এরিখ। আরেকটা চান্স নিল ও। শান্তকণ্ঠে বলল, 'জেমস আমাকে বিশ্বাস করে, বার্জার।'

'তাতে কি?' পাত্তা দিল না র‍্যাঞ্চার। 'ওতে আমার ধারণা পাল্টাবে না।'

'ঠিক আছে।' এরিখ হাসল। 'জো'র সঙ্গে আমি একত্রে কাজ করছিলাম।'

'কী?' অস্ত্র খাপে ঢোকাল বার্জার। 'তাহলে তুমি অ্যাসোসিয়েশনের খবর জানো!'

'হ্যাঁ।'

'জো'র সাথে কাজ করছিলে বলছিলে। জো কোথায় এখন?'

'নেই,' শান্তকণ্ঠে জানাল এরিখ। 'ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে কেউ ওকে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গোল্ড বার্জারের মুখ। 'বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে আমার,' শুকনো কণ্ঠে মন্তব্য করল ও। 'ওর সাড়া-শব্দ না-পেয়ে আমরা আরও অন্য কিছু ভাবতে যাচ্ছিলাম। আবোল তাবোল··· বোঝোই তো।'

'লোকটা সৎ ছিল, বার্জার। সবাইকে নিয়ে শান্তিতে থাকার স্বপ্ন ছিল ওর,' এরিখ বিষণ্ন কণ্ঠে বলল।

'মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না আমি,' গাস নাক গলাল। 'বুঝিয়ে বলবে একটু, এরিখ?'

ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলো এরিখ। 'জেমস ক্র্যামার আর কিছু সৎ র‍্যাঞ্চার মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছে এখানে। জো রীভস স্টক ডিটেকটিভ হিসেবে কাজ করত অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে। জেমসের অনুরোধে আমিও কাজ করতে রাজি হয়েছিলাম। তেমন কিছু অবশ্য জানতে পারিনি আমরা।'

বার্জার ঘুরে দাঁড়াল। শিস দিল সে তীক্ষ্ণ সুরে। 'একা নই আমি। পেছনে সঙ্গী আছে একজন। বিশ্বস্ত।'

বনভূমির ছায়ার ভেতর থেকে আরেকজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এল। কাছে আসতেই কঠিন হয়ে উঠল এরিখের মুখ। রবার্ট বাটলার। বাটলার সম্ভাষণ জানাল ওদের। 'হ্যালো, ওয়েন! গাস!'

দ্রুত পিছিয়ে গেল এরিখ বার্জারের কাছ থেকে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। বার্জার আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। 'রবার্ট এখন অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য। কিছুদিন আগে ওকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। একত্রে কাজ করব আমরা, ওয়েন।'

ঘোড়া থেকে নামল বাটলার। হাত বাড়িয়ে দিল এরিখের দিকে। 'গতস্য শোচনা নাস্তি। গতকাল কি ঘটেছিল, আজ সেটা ভুলে গেছি আমি, এরিখ। তুমিও ভুলে যাও। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, আমার মেজাজ একটু চড়া, মাঝে-মধ্যে ঠিক রাখতে পারি না। তবে এটাও সত্য যে, ওয়েন্ডিকে আমি ভালবাসি। ওরা এখানে আসার পর থেকেই। ঠিক আছে, সেটা সমস্যা হবে না। এদিকের কাজ-কর্ম শেষ হবার পর নিজেদের মধ্যে আপোষেই ঠিক করে নেব আমরা ও কার হবে। রাজি?'

হাত বাড়াল এরিখ, বাটলারের প্রসারিত হাতটা ধরল। চমৎকার পোশাক পরেছে রবার্ট বাটলার, চোখ ফেরানোই দায়। হয়তো ভাল লোকই ও, এরিখ ভাবল, আর ঈশ্বরই জানেন, এই জঘন্য রাসলিঙের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে যত বেশি সম্ভব ভাল এবং বিশ্বস্ত লোকেরই দরকার।

'চলো, কফি খাওয়াব আমি,' প্রস্তাব দিল ও।

এরিখের ক্যাম্পে গেল ওরা সবাই। গাস কফির সরঞ্জাম বের করল। আগুনের কুণ্ডের পাশে গোল হয়ে বসল ওরা। শুকনো কাঠ গুঁজে দিল গাস আগুনে। আগুন ধরে উঠল। কফির পট চড়িয়ে দিল ও পাথরের চুলোয়।

বার্জার সিগার জ্বালাল। 'ঘোড়ার ডিম এ জায়গাটার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না আমি।' ধোঁয়া ছাড়ল ও। 'যতবারই গরুর পেছনে দৌড়েছি, দেখা গেছে, ট্র্যাকসহ গায়েব হয়ে গেছে ওগুলো। রবার্ট বলছে, দক্ষিণে চলে যায়; আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। আমার মনে হয়, ওগুলো ক্যানিয়নের কাছেই আছে কোথাও।'

'তোমার ধারণাই মনে হয় ঠিক।' এরিখ একমত হলো বার্জারের সাথে। 'আমি নিজেও কিছু ট্রেইল করেছি; ঘুরে ফিরে ক্যানিয়নের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে ওগুলো। বাইরে যাবার কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি আমার।'

ওদের ধারণাকে হাত নেড়ে নাকচ করে দিতে চাইল বাটলার। 'হয়তো। কিন্তু কোথায় ওগুলো?'

'বিশাল অঞ্চল এটা,' চারদিকে হাত ঘুরিয়ে আনল গাস। 'অসংখ্য ক্যানিয়ন, প্রচুর চারণভূমি, অজস্র পানির উৎস রয়েছে এখানে। চাইলে তুমি হাজার হাজার গরু লুকিয়ে রাখতে পারবে এ জায়গায়,সবার অলক্ষেই।'

'ডেভিড ক্লেও তাই মনে করত,' বার্জার একমত হলো গাসের সাথে। 'জো রীভসও।'

নিজের পাইপে তামাক ঠাসল এরিখ। 'ওদের দু'জনের ভাগ্যে কি ঘটেছে, আমরা সবাই তা জানি। আমার মনে হয়, তারা ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। সে জন্যে ওদের প্রাণ দিতে হয়েছে,' গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল ও।

'এসবের পেছনে জর্জ চ্যাপম্যানের হাত রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস,' বাটলার বলল। 'একটা নোংরা শুয়োর ওটা, পিচ্ছিল শেয়াল!'

'আমার সন্দেহ আছে,' একটু ইতস্তত করে মত প্রকাশ করল বার্জার। 'প্রচুর খাটছে ও রাসলিঙের বিরুদ্ধে। ওর নিজের গরুও হারাচ্ছে, সম্ভবত সবার চেয়ে বেশি।'

'হাহ্,' হাসল রবার্ট বাটলার। 'ওটা বাইরের রূপ ওর।' নিজের সিদ্ধান্তে অটল সে। 'রাসলিঙ বন্ধ করার নামে সারাক্ষণই বনে-জঙ্গলে ঘোরে ও। কিছু লোক ওর সাথে থাকে আর বাকিরা করে গরু চুরি। নইলে, ভেবে দেখো তো, কি দরকার ওর অত লোকের? ও আসলে ক্ষমতালোভী। খেলছে সাবধানে, সেট-আপও ভাল। প্রচুর লোকজন তার, যে-কোন কাজ করছে ওর স্বার্থে। ওদিকে হল চ্যাপম্যান শেরিফ, দিনকে রাত বানিয়ে দেবে ভাইয়ের জন্যে। ওর নোংরা কাজে যে-ই বাধা দিতে গেছে, তাকেই সরিয়ে দিয়েছে ও। ডেভিড ক্লে'কে, জো রীভসকে এবং এখন ওয়েনকেও। যদিও ওদের দুজনের মত দুর্ভাগ্য হয়নি ওর।'

'আমাকে ও ভাগায়নি,' এরিখ মৃদুস্বরে বলল। 'আমাকে ভাগানোর পেছনে চ্যানি বিয়ারির ভূমিকাই মুখ্য।'

'তাহলে সম্ভবত ওকেও আমাদের সন্দেহের তালিকায় রাখা উচিত,' বার্জার প্রস্তাব করল।

'না,' মাথা নাড়ল গাস। 'ওকে আমি জানি। ওর অন্য ধান্দা।'

কফি নামিয়ে কাপে ঢেলে দিল ও। বাটলার ওর কাপ হাতে নিল। 'বাদ দাও,' বলল সে। 'এখানে হৈ-হল্লা করে কোন মীমাংসায় আসা যাবে না।' চুমুক দিল সে কফিতে। 'দারুণ হাত তোমার, গাস, কফিতে।' প্রশংসা করল সে। 'শোনো। একটা পরিকল্পনা আছে আমার মাথায়। কাজ হবে আশা করি এতে। গাস আর এরিখ ব্লু বার্ডসের আশে পাশে ঘুর ঘুর করবে। এর মধ্যে বার্জার, তুমি জেমসকে বলে অ্যাসোসিয়েশনের মীটিং ডাকাও। সবাই সবার

লোকজন নিয়ে তৈরি থাকবে। ব্লু বার্ডসের দক্ষিণাংশে চৌকি বসাব আমরা আপাতত। এর পরেও যদি গরু খোয়া যায়, তাহলে উত্তরাংশেও বসাব। তারপর গোটা ক্যানিয়ন চষে ফেলব। খোদার কসম, ওখানকার, এমন কি প্রতিটা ঝরাপাতা পর্যন্ত উল্টে পাল্টে দেখব আমরা।'

'ভালই মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা,' বার্জার সমর্থন জানাল কফিতে চুমুক দিতে দিতে।

'খারাপ নয়।' কফি শেষ করে পাইপ ধরাল এরিখ। 'তবে একটা খুঁত আছে, বাটলার, তোমার পরিকল্পনায়।'

'কী রকম?'

'ধরলাম, ক্যানিয়নের উত্তর-দক্ষিণ উভয় মুখ বন্ধ করেই চষতে শুরু করলে তুমি। এ কাজে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে অ্যাসোসিয়েশনভুক্ত প্রত্যেক র‍্যাঞ্চার তাদের লোকজন নিয়ে এল। কিন্তু এতে প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চই বেশ কিছুটা সময়ের জন্যে অরক্ষিত হয়ে পড়বে। এখন রাসলারদের জনবল যদি প্রচুর হয়, তাহলে তারা আরেকটা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি র‍্যাঞ্চ থেকে বাকি গরুগুলোও ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে তারা সে সুযোগে এবং সেগুলো লুকিয়ে রাখার জন্যে ব্লু বার্ডস ছাড়াও আরও অনেক জায়গার খোঁজ জানা থাকবে তাদের।'

'দূর!' হাসল বাটলার। 'অমন জায়গা আর কোথায়? আর যদি থাকেও, থাকুক না। নাহয় তাদের সে সুযোগ দিলামই আমরা। কিন্তু এদিকে যখন ওদের এখনকার আস্তানাটা ভেঙে দেব, উদ্ধার করে ফেলব গরুগুলো, তখন স্বভাবতই ভড়কে যাবে ওরা। হুট করে কোথাও চালান দেবার সাহস করবে না ধরা পড়ার ভয়ে। ইতোমধ্যে ওদের নতুন আস্তানাও ভেঙে দেব আমরা, বাকি গরুগুলোও উদ্ধার করে ফেলব। ঠিক আছে?'

চুপচাপ পাইপ টেনে গেল বার্জার, কোন মন্তব্য করল না। এরিখ কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি আর গাস আমাদের অংশ ঠিকই করব।' অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিল ও।

বার্জার ধূমপান শেষ করে হাত বাড়াল এরিখের দিকে। 'যে কোন ব্যাপারে,' এরিখের চোখে চোখ রাখল সে, 'গোল্ড বার্জারের ওপর নির্ভর করতে পারবে তুমি, ওয়েন।'

ওরা চলে গেলে গাস এরিখকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ, ওয়েন? অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'ভাবছি না শুধু, ভয়ও পাচ্ছি, গাস। আরও অনেক রক্তপাতের ভয়, মৃত্যুর ভয়। যতদিন রাসলারদের উৎখাত করা না-যায় এখান থেকে, ততদিন এখানকার কোন মানুষই নিরাপদ নয়। সে যাক। এ মুহূর্তে আমাদের সর্ব

প্রথম করণীয় হলো পাততাড়ি গুটানো।'

'পাততাড়ি গুটাব কেন?' আমাদের এখানকার ক্যাম্পটা তো বেশ আরামদায়ক।'

'ছিল।' বুড়োর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল এরিখ। 'ততক্ষণ, যতক্ষণ তুমি আর আমি ছাড়া এটার খবর আর কেউ জানত না।...আমি একা খেলতেই পছন্দ করি, গাস। একাই খেলব শেষ পর্যন্ত।'

হাসল গাস। 'আমার কথা কিছু বললে না যে, এরিখ? তুমি এখন আর একা নও।'

থুতু যে ল এরিখ। 'একবারে তোমার আক্কেল খোলেনি, বুড়ো? চ্যানি বিয়ারির মত আমিও যদি চেপে বসি তোমার কাঁধে?'

'খুশি হয়ে বহন করব,' হাসল বুড়ো দাঁত বের করে।

দ্রুত মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্যাম্প ছাড়ল ওরা। এরিখ পশ্চিমে মুখ নিল।

'ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের পথ ওদিকে নয়,' গাস মনে করিয়ে দিতে গেল এরিখকে, 'ওখানেই তো যাচ্ছি আমরা, নাকি?'

'না।' বুড়োর দিকে ঘুরল এরিখ, অর্ধবৃত্তাকারে একটা হাত ঘুরিয়ে এনে বলল, 'এই ক্যানিয়নটা, আমার মনে হয় অনেক বড়। ওদিকে গিয়ে কোথাও ক্যাম্প করব আজ রাতের জন্যে। বক্স না-হলে কাল ভোর হবার আগেই বেরিয়ে যাব ওদিক দিয়ে।'

চুপচাপ এগোল ওরা। নীরব ক্যানিয়ন, সাড়া-শব্দ নেই কোথাও, কেবল ওদের বাহনগুলোর পরিচিত পায়ের শব্দ ছাড়া। দূরে, ক্যানিয়নের কোথাও রাতজাগা নিঃসঙ্গ কয়োটের বিষণ্ন বিলাপ আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসের করুণ অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস মিলে অপূর্ণ চাঁদের ফিকে আলোয় এক অপার্থিব পরিবেশ। এরই মধ্যে এরিখের তীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কানে এসে পৌঁছল দূরাগত গরুর হাঁক। গাস অবশ্য শুনল না। এরিখও জানাল না তা ওকে। থাক না বেচারা নিজের মনে, ভাবল ও।

তেরো

চাঁদ ঠিক মধ্যাকাশে; এরিখ আর গাস ল্যামেল নতুন ক্যাম্পের জায়গা নির্বাচন করে ঘোড়া থেকে নামল। ক্যানিয়নটা পুবদিক হতে ক্রমশ নিচু হয়ে এসেছে এদিকে, সমতলের সঙ্গে মিশে গেছে প্রায়। ওটার ঠিক মধ্যস্থল

থেকে নেমে-আসা একটা মাঝারি আকারের অগভীর ঝরনার পাড়ে ক্যাম্প করার উদ্যোগ নিল ওরা।

ক্যানিয়নটা বক্স নয়। দক্ষিণ দিকে খাড়া দেয়াল, সুচাল উপরিভাগ বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেঙে চুরে প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। ছোট ছোট গাছপালা জন্মেছে ওখানে, লতা-গুল্মে ছেয়ে আছে। তবে জমকাল নয়। অতদূর থেকে এবং চাঁদের অমন ম্লান আলোতেও ওদের শ্রীহীন উষ্কখুষ্ক রূপ এরিখের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। রুক্ষ পাথুরে মাটিতে সামান্য প্রাণরস আহরণ করে কোনমতে পাথরের ফাঁকফোকর থেকে মাথা তুলেছে ওরা জীবনের দিকে।

উত্তর দিকটা খোলা, ক্রমশ ঢালু হতে হতে মিশে গেছে দূরে, উপত্যকা সমতলে। ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চটা ওদিকে, এরিখ যেখানে তাঁবু খাটাচ্ছে, সেখান থেকে প্রায় সোজা অবস্থানে। মাঝখানে বিস্তৃত অঞ্চল এবড়োখেবড়ো, উঁচু-নিচু পাথরে ভরা; কাঁটাঝোপ, লতাপাতা আর মাঝে-মধ্যে লম্বা লম্বা গাছপালার অগভীর জঙ্গলে পূর্ণ।

সুবিধেমতন দুটো গাছ বেছে নিয়ে তেরপল টাঙাতে লেগে গেল গাস। এরিখ পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দক্ষিণ দিকের দেয়ালের মাথায় তাকাল। রুইন্স ক্যানিয়ন ওখান থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে হবে, মনে মনে হিসেব করল সে।

হাত বাড়িয়ে দেয়ালের দিকে নির্দেশ করল এরিখ। 'আমার মনে হয় ওটার ওপারে রুইন্স ক্যানিয়ন পর্যন্ত জায়গাটা মেসা হতে পারে, গাস।'

'হতে পারে।' গাস একটা গাছের নিচের দিকের একটা ডালের সঙ্গে তেরপলের এক মাথার রশি পেঁচিয়ে শক্ত গিঁঠ দিল।

'আমি দেয়ালের মাথায় চড়ার কথা ভাবছি,' এরিখ জানাল ওকে।

'চড়লে হয়তো দেখতে পাবে প্রচুর জমি ওদিকে।' তেরপলের আরেক মাথা আরেকটা গাছের সাথে বাঁধতে বাঁধতে মন্তব্য করল গাস।

'আমিও সে রকম ভাবছি।' ওর দিকে চাইল এরিখ, সকৌতুকে। 'তুমি কি ভাবছ? চড়বে নাকি?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল গাস। 'পাহাড়ী ছাগল হবার কোন ইচ্ছে নেই আমার।'

এরিখ হাসল। 'কাল সকালে ঘুম থেকে উঠলে তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে হয়তো। কি বলো?'

'না,' একমত হলো না গাস। 'সামান্য ঘুমে মত পাল্টায় না আমার।'

এরিখ আর কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ চোখে আরেকবার পর্যবেক্ষণ করল সে দেয়ালের মাথাটা। গাসের তাঁবু খাটানো শেষ হলে কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে

পড়ল ওরা। খুব একটা ভাল ঘুম হলো না এরিখের। ঘুমের ঘোরে কয়েকবার অস্পষ্ট কিছু শব্দ শুনতে পেল ও। কিন্তু অস্পষ্ট হলেও ওগুলো যে গরুর ডাক, তাতে ওর কোন সন্দেহ রইল না আর।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে নাস্তার আয়োজনে লেগে গেল গাস। পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে এরিখ জেমস ক্র্যামারের দোকান থেকে আনা রশিটা বের করল। গাসকে পানির ক্যান্টিনটা ভরে দিতে বলে খাপ থেকে ফিল্ডগ্লাস বের করে কাচগুলো মুছে নিল যত্নের সাথে। গাস ঝরনা থেকে ক্যান্টিন ভরে আনল।

'তুমি দেখছি, আচ্ছা বেপরোয়া লোক!' ক্যান্টিনটা একপাশে রেখে দেয়ালের মাথায় তাকাল ও। 'একটা পিঁপড়াও ওটা বেয়ে উঠতে চাইলে দু'বার ভাববে।'

'হয়তো। তবে আমি পিঁপড়া নই।' ফিল্ডগ্লাসটা খাপে ঢোকাল এরিখ। 'তা ছাড়া, না-উঠে উপায় কী? আমার ধারণা, গরুগুলো ওদিকেই কোথাও লুকোনো আছে। কাল রাতে অন্তত ছ'সাতবার ওদের ডাক শুনেছি। গত রাতের মধ্যে যদি পাখা না-গজিয়ে থাকে, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, এখান থেকে রুইন্স ক্যানিয়নের মধ্যেই কোথাও আছে ওগুলো।'

'তোমার ধারণা সত্যিও হতে পারে।' একটু দ্বিধান্বিত দেখাল গাসকে। 'তবে এসব ক্ষেত্রে মাঝে-মধ্যে ভৌতিক কাণ্ড-টাণ্ডও ঘটে কিছু কিছু।' চোখজোড়া গোল আলুর মত বড় বড় করে তুলল বুড়ো। প্রায় ফিস ফিস করে বলল, 'আমি এমনও শুনেছি, মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর লাল এক বিশাল উট। ওটার পিঠে চেপে বসে আছে একটা কঙ্কাল—হাতে তরোয়াল আর বুকের কাছে ঢাল। কল্পনা করতে পারো?' স্বয়ং মৃত্যুই যেন চেপে বসে আছে রক্তের মত টকটকে লাল রঙের ভয়ালদর্শন এক বিশাল উটের পিঠে!'

'বিচিত্র নয়।' এরিখ হাসল। দেয়ালের ওপর নজর বুলাল সে। 'তবে ওখানে কোন ভৌতিক উট কিংবা গরুর পাল দেখার আশা করছি না আমি। মরুভূমি এখান থেকে বহুদূরে। আমি বরং রক্ত-মাংসের তৈরি গরু দেখার কথাই ভাবছি।'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করল গাস। 'তো আমাকে কি করতে হবে?'

'রকস্প্রিং যেতে হবে, জেমস ক্র্যামারের কাছে। পারবে?'

'ওদিকের পথে অতটা খাড়া দেয়াল নেই!' সখেদে জবাব দিল গাস। এরিখের পাহাড়ে চড়ার পরিকল্পনা পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'বুয়েনো।' রশির বান্ডিল খুলে চেক করতে শুরু করল এরিখ। 'চ্যানি বিয়ারি সম্পর্কে গত রাতে আমাকে যা শুনিয়েছ, সেটা জেমসকেও শোনাবে।

জেমস ওয়েন্ডিকে ওর ব্যাপারে হুঁশিয়ার করুক, এটা আমি চাই। আর···সাবধানে থেকো, গাস।'

'থাকব।'

এরিখ আবার তাকাল দেয়ালের মাথায়। 'আমার যদি কিছু ঘটে, তাহলে টোকারের মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যি কথাটা শুনিয়ে দিয়ো সবাইকে। লিখিতভাবেই। অবশ্য যদি ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে করবে। আর কিছু?'

'হ্যাঁ। জেমসকে জিজ্ঞেস করবে "রাইলি" নামের কোন লোক কিংবা জিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে কি না।'

'রাইলি?' ভ্রূ কুঁচকাল বুড়ো। 'কানা রাইলির কথা বলছ নাকি তুমি?'

চোখ সরু করে ওর দিকে চাইল এরিখ। 'চেনো?'

'চিনতাম।' ঠোঁট ওল্টাল গাস। 'জঘন্য একটা লোক। রাসলার, ঘোড়াচোর···এবং কোনটা ছিল না সে?'

'ছিল না?'

'টাকসনের এক বেশ্যালয়ে মারা যায় বছর দুয়েক আগে। খুন। বিগনোজড মোলি নামের এক বেশ্যার সমালোচনা করেছিল ও রেগেমেগে। বলেছিল শুধু নাকই নয়, মোলির আঙুলগুলোও নাকি পাকা কলার মত বেঢপ মোটা। ধারণা করা হয়···'

'বাদ দাও।' মাথা নাড়ল এরিখ। 'এ রাইলি সে রাইলি নয়।'

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল গাস। এরিখ ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ফিরে এসে,' বলল ও, 'কানা রাইলি আর লম্বানাকী মোলির গল্প শোনাবে আমাকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।' ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল গাস, হাত নাড়ল। 'ফিরে আসব আমি। তুমি ঠিক থেকো।'

এরিখ উঠল। ক্যান্টিনটা কোমরের বেল্টের সাথে ঝুলিয়ে নিয়ে রশির বান্ডিল কাঁধে ফেলে ঝোপঝাড় সরিয়ে এগিয়ে চলল ক্যানিয়ন ওয়ালের দিকে। দেয়ালের ক্লিফ থেকে একটা ফাটল তেরছা হয়ে নেমে এসেছে নিচে দেয়ালের গোড়া পর্যন্ত। ওখানে গিয়ে থামল এরিখ। ফাটলটা পর্যবেক্ষণ করল সতর্কচোখে। গোড়ার দিকটা ততটা খাড়া নয়। একটা ভাঙা পাথরের স্তূপের ওপর চড়ল এরিখ, ধীরে ধীরে পায়ে হেঁটে উঠতে লাগল ওপরের দিকে।

এক নাগাড়ে প্রায় একশো ফুট ওঠার পর ঘাড় ফিরিয়ে নিচে তাকাল সে। গাসকে দেখা যাচ্ছে না এখন, জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে বুড়ো। আরও বিশ ফুটের মত উঠল ও; তারপর বিশ্রাম নিতে বসল একটা ক্ষয়ে-

যাওয়া পাথরের ওপর। কাঁধ থেকে রশিটা নামিয়ে ওটার এক মাথায় ফসকা গেরো দিল ও। তারপর ওপরে দেয়ালের মাথা হতে বেরিয়ে থাকা একটা পাথর লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রশির ফসকা গেরো দেয়া মাথাটা। প্রথমবার আটকাল না। আবার ছুঁড়ল ওটাকে। এবারও ব্যর্থ হলো ও। সময় নিয়ে যত্নের সাথে আবার ছুঁড়ল ও রশি, সফল হলো এবার। পাথরটার সুচাল আগায় রশির গেরো আটকে গেলে টেনে ভিড়িয়ে নিল গেরোটাকে।

বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল ও। ছাড়ল আস্তে আস্তে। মানসিক প্রস্তুতি নিল পাঁচ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে। তারপর থুতু ছিটিয়ে হাতের তালু ভিজিয়ে নিয়ে রশি ধরল শক্তহাতে। ধীরে ধীরে বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে।

খুব বেশি পরিশ্রম করতে হলো না ওকে রশি বেয়ে উঠতে। খাড়া দেয়াল সংলগ্ন হওয়াতে মাঝে-মধ্যে রশি থেকে পা ছাড়িয়ে দেয়ালের খাঁজে পা রাখতে পারল ও। তবু যখন পাথরটার ওপর চড়ে বসল, তখন ওর ঘাম বেরিয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ওপরে তাকাল ও। আরও প্রায় বিশ ফুটের মত উঠতে হবে। তবে রশির প্রয়োজন হবে না আর। মোটামুটি ঢালু পথটা পায়ে হেঁটেই ওঠা যাবে।

পিপাসা অনুভব করল এরিখ। গলা শুকিয়ে গেছে। কোমরে ঝোলানো ক্যান্টিনটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল অসম্মতির ভঙ্গিতে। ওপরে উঠেই খাওয়া যাবে পানি।

'গাস ঠিকই বলেছিল,' নিচের দিকে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবল ও। 'পিঁপড়াকেও দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে এটা বেয়ে উঠতে চাইলে। অথচ দেখো, এ পথ দিয়েই কি না নিচে নামতে হবে আবার। বাপ্‌স্‌!'

প্রায় পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নেবার পর উঠে দাঁড়াল এরিখ। পাথরের মাথা থেকে সাবধানে রশিটা খুলে গুটিয়ে নিল। বাকি পথটুকু ধীরে-সুস্থে বেয়ে চূড়ার মাথায় চড়ল। ক্যান্টিন থেকে পানি খেয়ে নিয়ে সিগার জ্বালাল, দক্ষিণে হাঁটতে শুরু করল এরপর।

মাঝে-মধ্যে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ার কারণে তৈরি খাদগুলো বাদ দিলে পুরো জায়গাটা একটা মেসা। হাঁটুসমান উঁচু ঝোপঝাড়ে পূর্ণ উপরিভাগ; ক্যাটক্ল', ওকোটিলা আর পিটাহায়ার ঝোপ দুলছে বাতাসে। এরিখের সামনে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা উঁচুমত টিলা। ওটা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল ও।

পায়ের কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের মত ভোঁতা একটা শব্দ হতেই সচকিত হলো ও। নিচের দিকে তাকিয়ে শব্দটার উৎস খুঁজে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিকে, খিস্তি করল, পর মুহূর্তেই পিস্তল বের করে উদ্যতফণা ডায়মন্ডব্ল্যাকটার মাথা সই করে ট্রিগার টিপে দিল। বিচূর্ণমস্তক সাপটা লুটিয়ে

পড়ল একপাশে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল এরিখ, ঝোপঝাড় সরিয়ে টিলায় চড়তে শুরু করল। এক সময় টিলার মাথায় উঠে দাঁড়াল ও।

কোমর থেকে ফিল্ডগ্লাসটা হাতে নিল এরিখ, চোখে লাগিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকাল। ওদিকে বিরাট অঞ্চল। মেসাটা ঢালু হতে হতে কোণাকুণিভাবে চলে গেছে রুইন্স ক্যানিয়নের দিকে। রুইন্স ক্যানিয়নের ওদিকে আর কোন ক্যানিয়ন চোখে পড়ল না ওর, অনেকক্ষণ ধরে জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করেও।

চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামিয়ে সিগারেট রোল করল এরিখ। 'এখানেই কোথাও থাকবে গরুগুলো।' নিজেকে শোনাল। 'আমরা যেগুলোর ডাক শুনেছি, গাসের ধারণানুযায়ী, ওগুলো যদি ভূতদের গরু না হয়ে থাকে।'

সিগারেট জ্বালিয়ে বসল সে একটা পাথরে হেলান দিয়ে। টুপির নিচ থেকে চোখ কুঁচকে দূর দিগন্তের দিকে চাইল।

হঠাৎ ঠোঁট থেকে সিগারেট নামাল ও; হ্যাটটা ঠেলে কপাল থেকে পেছনে সরিয়ে দিল। খুব ক্ষীণ একটা ধোঁয়ার রেখা ওর চোখে পড়েছে আকাশের গায়ে। রুইন্স ক্যানিয়নের ওদিকে কোথাও হবে ওটার উৎস, অনুমান করল সে। ফিল্ডগ্লাসটা নিয়ে আবার চোখে লাগাল। হ্যাঁ, ধোঁয়াই বটে। খুব চিকন নাল ধরে উঠছে ওপরের দিকে। অতদূর থেকে খালিচোখে দেখতে পাবার কথা নয়। ও দেখতে পেয়েছে বলতে গেলে নেহাত আকস্মিকভাবেই।

ফিল্ডগ্লাস খাপে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল এরিখ। লতাপাতা আর ঝোপঝাড় সরিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। অসংখ্য ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে টিলার গায়ে। ওগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে গিয়ে রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছে ওকে। সূর্য মাথার ওপর থেকে আগুন ঝরাচ্ছে যেন, ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে ওর পোশাক-আশাক; তবু হেঁটে চলল ও সামনের দিকে।

দুপুরের দিকে এরিখ ঢালের মাথায় গিয়ে পৌঁছল। চমকে উঠে নিচু স্বরে গাল বকল ও নিচের দিকে তাকিয়ে। ওর সামনে, ঢালের নিচে অসংখ্য ছোট-বড় ক্যানিয়ন। এগুলোর অস্তিত্ব টিলার ওপর থেকে দেখে আগে বোঝা যায়নি। দক্ষিণ দিকে কিছুটা দূরে একটা খাড়া পাহাড় দেখতে পেল ও। পাহাড়ের গা থেকে বুড়ো মানুষের দাঁতের মত ছোট-বড় নানা আকারের পাথর ঠেলে বেরিয়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে লাল মাটির ঢাল, তাতে সবুজ গাছপালার সমারোহ। তার মানে, অনুমান করল এরিখ, ওখানে নিশ্চয় পানির উৎস রয়েছে।

ডান দিকে তাকাল ও। অনেক নিচে একটা বিস্তীর্ণ পাথুরে জমি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মরাটে উদ্ভিদের সমাবেশ ওখানে। এরিখ ধোঁয়ার উৎসটা খুঁজল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়েও দেখতে পেল না।

ক্যানিয়নের মেঝে ঢাল থেকে অনেক নিচে। এরিখ বুঝতে পারল, ও যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে গরুর খোঁজ পাবার কোনই আশা নেই। দক্ষিণের দেয়ালটা ওখান থেকে রুইন্স ক্যানিয়নের মধ্যে ব্যারিকেডের মত দাঁড়ানো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে ক্যানিয়নের মেঝেয় গরুর ট্র্যাক খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিল্ডগ্লাস খাপে আটকাল। পিছু ফিরে যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে হাঁটা শুরু করল আবার।

নিজের ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল এরিখ। ক্যাম্পের পাশে গাছের সাথে একটা মেয়ার বাঁধা, ক্রস অ্যারো ব্র্যান্ডের। এরিখের সাড়া পেতে গাস বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। এরিখের দিকে চেয়ে একগাল হাসল বুড়ো। হাঁক ছাড়ল, 'এই যে পাহাড়ী ছাগল!'

'কার ঘোড়া ওটা?'

'তোমার একজন মেহমান এসেছে, অ্যামিগো!'

ওয়েন্ডি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। 'তোমার কাছেই আমাকে আসতে হলো, এরিখ।'

ওর বিষণ্ন কণ্ঠস্বর এরিখকে স্পর্শ করল। হাসল ও। 'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, ম্যাম। কেন এসেছ?'

'গাস যখন জেমসের কাছে যায়, আমি তখন ওখানে ছিলাম,' জবাব দিল ওয়েন্ডি। 'হল চ্যাপম্যান যে তোমাকে মিথ্যে অভিযোগেই গ্রেফতার করেছে, গাস তা জানিয়েছে আমাকে। এরিখ, আমি ভয় পাচ্ছি। চ্যানি বিয়ারি এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ক্রস অ্যারোর মালিক আমি নই, ও-ই। ও আমাকে পীড়াপীড়ি করছে ওকে পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেবার জন্যে। আমি সরাসরি "না" বলাতে মুখ ভার করে আছে এখন সারাক্ষণ। ওর লোকেরা আকারে-ইঙ্গিতে ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত গোলমাল করবে ওরা।'

'আমি আগেই ওর ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম, ওয়েন্ডি।'

ওয়েন্ডি বিব্রত চোখে চাইল ওর দিকে। 'তোমার কথা শোনা উচিত ছিল,' মেনে নিল ও। 'বেশির ভাগ গরুই হারিয়েছি আমি। বিয়ারি আর তার লোকেরা শুয়ে-বসেই দিন কাটাচ্ছে এখন। তাস খেলছে সারাক্ষণ, খামারের জন্যে কুটোটিও নাড়ছে না। রবার্ট বাটলার আমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায়

ওকে ওরা পিস্তলের মুখে ভাগিয়ে দিয়েছে।' এক নাগাড়ে অভিযোগ করল ওয়েন্ডি এরিখের কাছে।

ওর কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনল এরিখ। 'আমরা রাসলিঙের বিরুদ্ধে কাজ করছি,' বলল ও। 'যতদিন না এতে সফল হই, ততদিন ওকে সহ্য করতে হবে, ওয়েন্ডি।'

'ও খুব বিপজ্জনক লোক। আমি র‍্যাঞ্চ থেকে পালিয়ে জেমসের কাছে চলে এসেছি। চ্যানি র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমাকে...' থামল ওয়েন্ডি একটু, '...ও আমাকে তুমি আসার পর থেকেই শুধু বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। আমি কি করব এখন, এরিখ?'

'আপাতত চুপ করে থাকবে। আমাদের এদিকের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত। আর...' একটু ভাবল এরিখ, 'এখানে থাকতে পারবে না তুমি। ক্র্যামারদের সঙ্গে থাকো বরং কিছুদিন।'

ওয়েন্ডি মাথা নাড়ল। 'ওখানেও ধাওয়া করেছে চ্যানি। লোকজনকে বলে বেড়াচ্ছে। আমার সাথে নাকি ওর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। ক্রস অ্যারো নিয়ে ওর কি কি পরিকল্পনা আছে, দু'বেলা তার ফিরিস্তি শোনাচ্ছে সবাইকে। এরিখ, তুমি আর গাস চলে আসার পর হতে একা হয়ে গেছি আমি। আমার পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে।'

গাস এতক্ষণ শুনছিল, এবার নাক গলাল। 'ওকে আমাদের সঙ্গেই থাকতে দাও। সেটাই উচিত।' সুপারিশ করল ও। 'ওই ভোঁদড়টাকে আমি ভাল করেই চিনি। মিস ওয়েন্ডি ওখানে এক মুহূর্তের জন্যেও নিরাপদ নয়, এরিখ।'

ওর দিকে তাকাল এরিখ। 'কী জেনে এসেছ তুমি শহর থেকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অনেক কিছুই। অ্যাসোসিয়েশনের মীটিং হয়ে গেছে। কিছু লোক ক্যানিয়নের দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, আর কিছু ব্লু বার্ডসের উত্তর দিক ব্লক করার জন্যে বার্জারের আদেশের অপেক্ষায় আছে। ওই নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের,' গড়গড় করে খবর বলে গেল গাস। 'তোমার কি অবস্থা? পেয়েছ কিছু?'

ক্লিফের দিকে তাকাল এরিখ। 'আমার ধারণা ছিল এখান থেকে রুইন্স ক্যানিয়ন পর্যন্ত মাঝখানের জায়গাটা একটা মেসা হবে,' বলল সে। 'কিন্তু ধারণা ঠিক হয়নি। মাঝখানেও একটা ক্যানিয়ন রয়েছে, একটু পশ্চিম ঘেঁষে। প্রচুর পানি, আর ঘেসো জমিরও অভাব নেই ক্যানিয়নটায়। গরু-টরু অবশ্য দেখিনি। দূর থেকে ধোঁয়ার আভাস পেয়েছিলাম মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে আর খুঁজে পাইনি। এছাড়া পুব থেকে ক্যানিয়নে ঢোকার কোন পথ দেখতে

পাইনি, সম্ভবত পশ্চিম থেকেও তাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েন্ডি। 'ওই একই রহস্য।'

এরিখ ওর দিকে তাকাল। 'তোমার ফিরে যাওয়াই ভাল, ওয়েন্ডি।'

'ওকে থাকতে বলো, এরিখ।'

ওয়েন্ডি এরিখের দিকে চাইল। আগ্রহ আর আবেদনের চিহ্ন ওর চোখে।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল এরিখ। 'কষ্ট হবে তোমার এখানে। খুব কঠিন আর বিপজ্জনক জীবন এটা।'

'হোক। ওকে থাকতে দাও তুমি।' গাস ওয়েন্ডির পক্ষ নিল। 'রাঁধতে রাঁধতে খাওয়ার অরুচি ধরে গেছে আমার। মেয়েদেরই কাজ ওটা।' হাসল ও।

'ঠিক আছে,' অগত্যা হাল ছেড়ে দিল এরিখ। চোয়াল চুলকাল। 'কিন্তু বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেই রকস্প্রিং চলে যাবে তুমি। ওখানে জেমস তোমার দেখা শোনা করবে।' স্পেন্সারটা হাতে নিল ও। 'আমি একটু ব্লু বার্ডস থেকে ঘুরে আসি।'

গাস ভেতরে ঢুকল। একটা শার্ট, একটা ট্রাউজার এবং একজোড়া বুট নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। নিজের পরনের জরাজীর্ণ পোশাকের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসল ও। 'তোমার অ্যামিগো হিসেবে কেমন দেখাবে আমাকে?' নতুন পোশাকগুলো দোলাল ও এরিখের চোখের সামনে।

'চমৎকার দেখাবে। পরবে নাকি এখন?'

'নাহ্! তুমি ফিরে আসো আগে।'

এরিখ ঘোড়ায় চড়ল। ওয়েন্ডির দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে ঘোড়া ছোটাল ও ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিকে।

ক্যানিয়নে ঢুকে একটা পাথরের সামনে ঘোড়া থামাল এরিখ। ক্যানিয়নের ভেতরে পাহাড় এবং গাছগাছড়ার ছায়া। এরিখ পর্যবেক্ষণের ভঙ্গিতে তাকাল চারদিকে। উত্তর দিকে চোখ পড়তেই সতর্ক হয়ে উঠল ও। ধুলো উড়ছে প্রায় আধ মাইল দূরে। জিস্টারকে নিয়ে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল এরিখ। স্পেন্সারটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওর। ক্রমে কাছে চলে এল শব্দটা। একজন অশ্বারোহীকে বাঁক পেরিয়ে আসতে দেখা গেল একটু পরেই। ও যে পাথরটার আড়ালে লুকিয়েছে, সেটাকে সামান্য দূরে রেখে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল অশ্বারোহী। চিনতে পারল এরিখ লোকটাকে। জর্জ চ্যাপম্যান।

আচমকা ডেকে উঠল জিস্টার। চ্যাপম্যান চকিতে ঘাড় ফেরাল। এরিখকে দেখামাত্র লাগাম ঝাড়া দিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ও। বিদ্যুৎ

গতিতে জঙ্গলের ভেতর গা ঢাকা দিল ওর বিশাল বে ঘোড়াটা।

অপেক্ষা করল এরিখ। তারপর জিস্টারকে দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে সন্তর্পণে জঙ্গলের দিকে এগোল। কিছুদূর যেতেই চ্যাপম্যানের হ্যাট দেখতে পেল ঝোপের আড়ালে। পেছন থেকে ওদিকে এগোল ও পা টিপে টিপে।

'জর্জ,' ডাকল এরিখ। 'ধরা পড়ে গেছ তুমি। বেরিয়ে এসো এবার, ধীরে ধীরে।'

'অবশ্যই,' জর্জ চ্যাপম্যান সাড়া দিল মৃদু কণ্ঠে।

চরকির মত ঘুরে গেল এরিখ। মাত্র দশ ফুট দূরেই চ্যাপম্যানকে দেখল ও। দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী লোকটা ওর পেছনেই। মাথায় হ্যাট নেই, হাতে উদ্যত রাইফেল।

নিজেকে গাল দিল এরিখ। লেজে গোবরে করে ফেলেছে ও ব্যাপারটাকে। অতি পুরানো আর সস্তা একটা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে নির্বোধের মত।

'তোমার হাতে অস্ত্র আছে, ওয়েন। গুলি করার চেষ্টা করো। তাহলে তোমার শরীরে একটা ফুটো করে দেবার ছুতো পেয়ে যাব আমি।'

স্পেন্সার আঁকড়ে ধরল এরিখ। চ্যাপম্যান হাসল। 'সত্যিই!' বলল সে। 'ভাবছ বুঝি আমি হয়তো মিসও করতে পারি? আর তোমার গুলি ফসকাবে না?'

'হ্যাঁ।' এরিখ শান্তস্বরে জবাব দিল। 'তুমি কি ভাবছ? অসম্ভব?'

'তুমি,' ওর চোখে তাকাল চ্যাপম্যান, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারো বটে।'

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। মাপছে পরস্পরকে। দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত চলে গেল। নিস্তব্ধ ক্যানিয়নের ভেতর পাথরের সাথে ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা গেল না কিছুক্ষণ।

'আমি একা,' চ্যাপম্যানই প্রথমে কথা বলল। 'তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

'হ্যাঁ, আমারও আছে,' সায় দিল এরিখ। 'তোমাকে কিছু জিনিস ব্যাখ্যা করতে হবে, চ্যাপম্যান।'

চ্যাপম্যান রাইফেলের নল নিচু করল। হ্যামার নামিয়ে নিল সে। 'তাই? ঠিক আছে। হয়তো পরস্পরকে বুঝতে পারব আমরা এতে।'

'শুরু করো।' স্পেন্সার নামিয়ে নিল এরিখও।

চ্যাপম্যান মেকিংস বের করে সিগারেট রোল করল। এরিখের দিকে বাড়িয়ে দিল মেকিংসটা। 'তুমি নিশ্চয় স্বীকার করো যে,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল ও, 'আমি তোমাকে প্রথম দিনই ঝুলিয়ে দিতে পারতাম।'

'আমাকে ঝুলিয়ে দেবার সঙ্গত কোন কারণ ছিল না তোমার হাতে,' দ্বিমত পোষণ করল এরিখ।

'সেটার দরকারও ছিল না,' হাসল চ্যাপম্যান। 'এখানে বাইরের যে-কোন অপরিচিত লোককেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ডগকে না-থামালে ও সত্যি সত্যিই তোমাকে ঝুলিয়ে দিত। দিত না?'

'দিত,' স্বীকার করল এরিখ।

চ্যাপম্যান সিগারেট জ্বালাল। 'আমি কোনদিনই বিশ্বাস করিনি যে, টোকারকে তুমি গুলি করেছ।'

'কেন?'

'তুমি সে রকমের লোকই নও।'

'তাই?' ব্যঙ্গ করল এরিখ। 'তা জেরি ফক্সের ব্যাপারে কি ভাবছ?'

ওর ব্যঙ্গকে গায়ে না-মেখে চ্যাপম্যান পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ওকে কে খুন করেছে, এরিখ?'

'জো রীভস।'

'হুঁ।' মাথা দোলাল চ্যাপম্যান। 'তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি আমি।'

'সে তোমার দয়া!' আবারও বিদ্রূপ করল এরিখ। 'কিন্তু কেন বলো তো?'

হাসল চ্যাপম্যান। 'সত্যি বলতে কী, আমার ধারণা ছিল, তুমি লোকটা সুবিধের নও। গোলমাল পাকাতে ওস্তাদ,' চ্যাপম্যান বলতে লাগল, 'তুমি জানো, আমি ক্রস অ্যারো র‍্যাঞ্চটা কিনতে চেয়েছিলাম, এখনও চাই। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ওয়েন্ডি বেচতে না-চাইলেও ওকে জোর করে বেচতে বাধ্য করব। মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করার রুচি আমার নেই। তবে বিয়ারির ব্যাপারে আমার বক্তব্য ভিন্ন।'

'সে ব্যাপারে আমার তরফ থেকে বাধা পাবার আশঙ্কা কোরো না তুমি।'

'বিয়ারি বোধ হয় ক্লে'র মেয়েকে বিয়ে করবে।'

'ভুলেও তা ভেব না,' এরিখ কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল।

ডান কানের লতি চুলকাল চ্যাপম্যান। 'অনেকের ধারণা, রাসলিঙের পেছনে আমার হাত আছে। ঘিলুহীন গর্দভের দল সব, না? আমার টাকা আছে, প্রচুর। এই অঞ্চলের সবার সেরা বাথানটা আমার, সবচে' বড় গরুর পালটাও। আসলে সবারই চোখ টাটাচ্ছে এতে, কি বলো?' থামল চ্যাপম্যান।

'যাই হোক,' আবার শুরু করল ও। 'তোমার ব্যাপারে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। তুমি সাহসী, শক্তিমানও। আমার ভাই হল, ডগ লেইকার, ওক টিকাউ—এদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ তুমি। টিকাউ মরেছে তোমার হাতে।

লেইকারকে তুলোধুনো করেছ। সবচে' বড় কথা, ডব্লিউ বারকে ঘাঁটিয়েও এ-অঞ্চলে থাকার সাহস দেখিয়েছ এবং চ্যানি বিয়ারিকেও শত্রু বানিয়ে ফেলেছ।' চ্যাপম্যান চুপ করল।

'যথেষ্ট প্রশংসা করেছ, চ্যাপম্যান। এবার বলো মতলবটা কী।'

তীক্ষ্ণচোখে ওর দিকে চাইল চ্যাপম্যান। 'কিন্তু যে কারণে সত্যি তোমার প্রশংসা পাওয়া উচিত, সেটা এখনও বলা হয়নি।' এরিখের মুখের সামনে হাত নাড়ল ও নিষেধের ভঙ্গিতে। 'না, আমাকে শেষ করতে দাও। সে রাতে যখন আমার লোকেরা তোমাকে রকস্প্রিঙে তাড়া করেছিল, তখন তুমি আমাকে হঠাৎই বাগে পেয়ে গিয়েছিলে। ইচ্ছে করলে সে-মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারতে। সেটাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি তা করোনি। খুলিতে মেরে অজ্ঞান করেছিলে স্রেফ আত্মরক্ষার খাতিরেই।'

এরিখ সিগারেট জ্বালাল, টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে।

'আরেকটা দিকেও তুমি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছ। জেমস ক্র্যামার এখন কিছুটা ঝগড়াটে আর রুক্ষ হয়ে গেছে। ওটা অবশ্য বুড়ো বয়সের দোষে। কিন্তু লোক হিসেবে সৎ ও। ওর সঙ্গে তোমার মাখামাখির দামও আছে। আসলে সেটা দেখেই আমার মনে হয়েছে যে, আমি মনে মনে যে লোকটাকে খুঁজেছি, সে লোক তুমিই। সৎ, নির্ভীক এবং পরিশ্রমী।'

এরিখ বিরক্ত হলো। 'অত তেল মেরো না তো! আদতেই তুমি একটা বুড়ো শেয়াল।' চ্যাপম্যানকে ওর সম্বন্ধে নিজের মতামত জানিয়ে দিল সে।

বিশাল থাবা মেলে ওর নাকের সামনে হাত নাড়ল চ্যাপম্যান। 'মোটেই তা নই, এরিখ। আসলে বড় যন্ত্রণায় আছি আমি এখন। ওই রাসলিঙের মূলোচ্ছেদ করতে গিয়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হয়েছে আমার। নিজের লোক নিয়ে আশ-পাশের সব এলাকা চষে ফেলেছি, লাভ কিছুই হয়নি। হল একটা অকর্মার ধাড়ি। বেশিক্ষণই সে ব্যস্ত নিজের শেরিফগিরির তারকাটিকে ঝকঝকে রাখার কাজে। বাকিটা কাটাচ্ছে রকস্প্রিঙের সুন্দরী মেয়েদের বুকে-পাছায় চোখ বুলিয়ে। আমি তাকে বেতন দিচ্ছি, শেরিফের কাজটাও জুটিয়ে দিয়েছি, অথচ আমার সাহায্যে একটি দিনের জন্যেও ওকে পাইনি।'

'কেন?' এরিখ মন্তব্য করল, 'ডগই তো তোমার সব দেখাশোনা করছে।'

আবার সিগারেট রোল করল চ্যাপম্যান। 'ভাল কথা, ডগ আর ওক যখন তোমাকে ট্রেইল করেছিল,' সিগারেট ধরাল ও, 'কি ঘটেছিল তখন ওখানে?'

'ওটা' এরিখ কাঁধ ঝাঁকাল, 'লেইকারকেই জিজ্ঞেস করো বরং।'

'ওককে তুমিই হত্যা করেছ?'

'করেছি। নয়তো ওই আমাকে হত্যা করত,' কৈফিয়ত দিল এরিখ।

'ভয়ঙ্কর লোক ছিল ও,' কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে চ্যাপম্যান মন্তব্য করল।

এরিখ হাসল। 'আশা করি,' বলল সে, 'এখন থেকে আমার পেছনে লোক লাগাবার বদ অভ্যাস আর থাকবে না তোমার।'

মাথা নাড়ল চ্যাপম্যান। 'তোমার পেছনে কোন লোক লাগাইনি আমি।'

'তাহলে কে লাগিয়েছিল ওদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল চ্যাপম্যান। 'সম্ভবত ওটা ওদের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। আমি শুধু একবারই পাঠিয়েছিলাম, রুইন্স ক্যানিয়নে। পরবর্তীতে ওরা নিজেদের ইচ্ছেতেই গেছে তাহলে।'

এরিখ নিশ্চুপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে বলল, 'তো এখন কি করতে বলো আমাকে? কী আশা করো আমার কাছে?'

'কিছুই না,' চ্যাপম্যান জবাব দিল। 'তুমি তোমার মতই চলবে। তবে এটা জেনে নিতে পারো যে, আরও অনেকের মত আমিও তোমার ওপর নির্ভর করছি। এখানকার জঞ্জাল সাফ করে এই এলাকাকে সৎ লোকদের জন্যে বাসোপযোগী করো তুমি। খোঁজ খবর নাও; রাসলিঙের মূলোচ্ছেদ করো। কথা দিচ্ছি, প্রয়োজনের সময় ডব্লিউ বারের পূর্ণ শক্তিকেই তুমি সাহায্য হিসেবে পাবে। ঠিক আছে?'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না আমি।'

হাতের তালু মেলে ধরল চ্যাপম্যান এরিখের সামনে। 'আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথাটা মনে করো, এরিখ। তোমার তাঁবুতে বসে কি বলেছিলে তুমি? বলোনি তুমি চিকামগায় আহত হয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম—এবং সত্যিই বলেছিলাম।'

'আমিও তা বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ যুদ্ধের সময় কিছুদিন আমিও ছিলাম তোমার ডিভিশনের অধীনে। আমারটার নাম ছিল ওল্ড ফোর্থ আরকানসাস।'

চ্যাপম্যানের বাড়িয়ে-ধরা হাতটা ধরে সজোরে টান দিল এরিখ; উচ্ছ্বসিত সে। 'ফোর্থ আরকানসাস! দারুণ একটা রেজিমেন্ট ছিল ওটা—প্রায় সিক্সথ টেক্সাসের মতই।'

'প্রায়ই?' হাসল চ্যাপম্যান। 'ঠিক আছে। পুরো এক বোতল রেড-আই সামনে নিয়ে এ-ব্যাপারে আলাপ করব একদিন। কি বলো?'

খুশির সাথে সায় দিল এরিখ। 'অবশ্যই। যেদিন তোমার সময় হবে।'

কাজের কথায় এল চ্যাপম্যান। 'আমাকে এখানে কঠোর আর উদ্ধত হতে হয়েছে। অনেকটা দায়ে পড়েই। এখানে একজন লোককে সারাক্ষণই অ্যাপাচি, ঘোড়াচোর, রাসলার আর খারাপ আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে

টিকে থাকতে হয়। এদেশে দুর্বলের জায়গা নেই। কিন্তু ডেভিড ক্লে ফাঁসিতে ঝোলার পর হতেই আমার ভেতরে এক ধরনের পরিবর্তন এসে যায়।'

'কার কাজ, জর্জ? ওটা?'

'কুইন সাবে?' হাত ওল্টাল চ্যাপম্যান। 'তবে,' অদ্ভুত এক কাঠিন্য ফুটে উঠল ওর গলায়, 'যদি তাকে খুঁজে পাই, যেই হোক সে, ওকে আমি কচু-কাটা করব!'

'প্রথম কোপটা আমাকে দিতে দিয়ো,' এরিখ গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

নিজের ঘোড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল চ্যাপম্যান। 'তোমাকে প্রকাশ্যে সাহায্য করা সম্ভব নয়,' বলল সে। 'কেন, তা তুমি জানো। জেমস ক্র্যামার আর ওর অ্যাসোসিয়েশনের কথা আমার জানা আছে। জো যে ওটার হয়ে কাজ করত, সেটাও আমার অজানা ছিল না। কিন্তু ওর মৃত্যুর ব্যাপারে কিছুই করার ছিল না। তবে, তোমাকে বলছি, এই নাটকের শেষ দৃশ্যে যদি বাজি-পটকা ফোটানোর দরকার হয়, তাহলে ডব্লিউ বার তোমাকে তার যোগান দেবে। আমি জর্জ উইলিয়াম চ্যাপম্যান নিজের হাতে গুলি ছুঁড়ব তখন।'

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ল চ্যাপম্যান। ছায়াচ্ছন্ন ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে উত্তরাভিমুখে ঘোড়া হাঁকাল।

এরিখও তার ঘোড়ার কাছে গেল। জিস্টারের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ওর কেশর নেড়ে দিল। 'শোন্, জিস্টার, যতই বুড়ো হচ্ছিস, ততই আক্কেল-বুদ্ধি কমে যাচ্ছে তোর। এই চ্যাপম্যানকে, বুঝলি, এই আরকানসাসের ঘাঘুটাকে আমি সত্যিই বিশ্বাস করে ফেলেছি।'

জিস্টারের পিঠে চড়ে হাইডিং-ক্যানিয়নের দিকে যাত্রা করল ও। সূর্য ডুবে গেছে প্রায়। অন্ধকার জাঁকিয়ে বসার সাথে সাথে ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়েছে ক্যানিয়নের ভেতর। এরিখের মাথার ওপর একটা নিঃসঙ্গ পেঁচা নিঃশব্দে ডানা ঝাপটাল। দূরে ক্যানিয়নের কোথাও নিষ্ফল অভিযোগে হাহাকার করে উঠল এক একাকী কয়োট।

চোদ্দ

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়ন থেকে হালকা ফুরফুরে মন নিয়ে হাইড-আউট ক্যানিয়নে এসে পৌঁছল এরিখ।

অন্ধকার। চাঁদ নেই আকাশে। মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। অন্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল

জিস্টার। এরিখ নাক কুঁচকাল। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। গাস আর ওয়েন্ডি জমিয়ে গল্প করছে সম্ভবত আগুনের পাশে বসে। হাসল ও। ওয়েন্ডি তাহলে খুব একটা ভেঙে পড়েনি। পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে নিজেকে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল জিস্টার। এরিখ এখন ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখা দেখতে পাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। ওদের কথাবার্তা শোনার আশায় কানখাড়া করল ও।

কাছে এসে আচমকা ঘোড়া থামিয়ে নামল ও ওটার পিঠ থেকে। অস্বস্তি বোধ করছে। গাস কিংবা ওয়েন্ডির গলার আওয়াজ শোনা যায়নি এখনও। বড় বেশি নীরব মনে হচ্ছে ক্যাম্পটাকে। এটা অস্বাভাবিক। গাস আর ওয়েন্ডি নিশ্চয় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে না। ও ক্যাম্পের যতটা কাছে এসেছে, সেখান থেকে অবশ্যই ওদের গলার আওয়াজ শুনতে পাবার কথা।

জিস্টারকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঝোপের পাশে একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল ও। বসল উবু হয়ে। ওখান থেকে ক্যাম্পের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। আগুনের পাশে কেউ বসে নেই। ক্যাম্পের ভেতরে নজর দিল ও। ভেতরে আবছা অন্ধকার। দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করল এরিখ। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। আচমকা জোর বাতাস পেয়ে অগ্নিশিখা উজ্জ্বল হলো কিছুটা। ক্যাম্পের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা গেল এবার। কেউ নেই। খালি।

এরিখ উঠে দাঁড়াল। নাম ধরে ডাকল গাস আর ওয়েন্ডিকে। জবাব পেল না।

কাছে কোথাও একটা শব্দ হলো। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। সচকিত হলো এরিখ। একটানে স্টারটা বের করে নিল খাপ থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিকে।

অগ্নিশিখার সাথে গুলির আওয়াজ হলো। এরিখের মাথার এক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হলো একটা গাছে। গড়িয়ে সরে গেল এরিখ জায়গা থেকে। পরপর দুটো গুলি পাঠাল অগ্নিশিখা যেদিকে জ্বলে উঠেছিল সেদিক লক্ষ্য করে। সাথে সাথেই একটা লোকের খিস্তি শোনা গেল। গলার স্বরে বোঝা গেল একাধারে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট হয়েছে স্বরের মালিক। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই সম্ভবত ক্যাম্পের পেছন থেকে আরেকটা পিস্তল গর্জে উঠল মুখ দিয়ে আগুনের হলকা ছড়িয়ে। এরিখ গড়ান দিল, তারপর উবু হয়ে পরপর তিনটে গুলি পাঠাল ক্যাম্পের পেছনে। তিন নম্বর বুলেটটা ফল দিল; ক্যাম্পের পেছনে আত্মগোপনকারী আততায়ী কর্কশ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে দুদ্দাড় করে তার সরে যাবার শব্দ শোনা গেল। এরিখ ছয় নম্বর গুলিটাও পাঠিয়ে দিল লোকটার পেছনে।

ক্রল করল ও। জায়গা বদল করে পাহাড়ের গোড়ার দিকে সরে গিয়ে একটা পাথরের পাশে থামল। দ্রুতহাতে স্টারটা রিলোড করে নিয়ে গলা বাড়িয়ে সামনে তাকাল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। অধৈর্য হলো না এরিখ। শত্রু এখনও চলে যায়নি, নিশ্চিত ও।

পাথরে বুটের ঘষার শব্দ শুনে ক্যানিয়নের মাঝখানে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করল ও। একটা ঘোড়া ডেকে উঠল চিঁ-হিঁ শব্দে। ব্যস্ত হলো না এরিখ। একটু পরেই একটা অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর চোখে। কেউ একজন ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। আগুনের কাছাকাছি হতেই এরিখ চিনতে পারল লোকটাকে। রস ম্যাস্টন। গুলি করল ও। ম্যাস্টন চমকে উঠে খিস্তি করল। পলকে ঘোড়া ফিরিয়ে নিল সে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে। জোরে স্পার দাবাল। ক্যানিয়নের প্রবে -মুখের দিকে ছুট লাগাল ভীত-সন্ত্রস্ত পিন্টোটা। এরিখ উঠে দাঁড়াল। গুলি করল ধাবমান লোকটাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না গুলি। ম্যাস্টন ঘোড়ার পিঠে নড়ে উঠল, দু'বাহু এক সঙ্গে ওপর দিকে তুলল, তারপর গাড়িয়ে পড়ল একদিকে। ওর পিন্টো থামল না। ঝোপঝাড় ভেঙে পালাল গুলিবিদ্ধ মনিবকে ফেলে রেখে। পরক্ষণেই নীরব হয়ে গেল ক্যানিয়ন।

কমপক্ষে দু'জনকে ঘায়েল করা গেছে, অনুমান করল এরিখ। অপেক্ষা করল সে আরও কিছুক্ষণ, এরপর উঠে ক্যাম্পের কাছে চলে এল। একটা ঝোপের পাশে এক লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এরিখ ম্যাচ জ্বালল। মুখ দেখল লোকটার। গুজম্যান। ক্রস অ্যারোর কাউহ্যান্ড।

হঠাৎ কানখাড়া করল ও। ওর নাম ধরে ডাকছে কেউ একজন। পাঁই করে ঘুরল সে একপাক, লুকিয়ে পড়ল ঝোপের ভেতর। আবার শুনতে পেল ও ডাকটা। 'এরিখ।'

বেরিয়ে এল ও ঝোপ থেকে। গাস ল্যামেলের গলা ওটা। গলার স্বর লক্ষ করে যেতেই একটা ঝোপের পাশে পড়ে থাকতে দেখতে পেল ও বুড়োকে। উবু হয়ে পড়ে আছে। দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। এরিখ কোমর থেকে ছুরি বের করে ওকে বন্ধনমুক্ত করল। উঠে ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল বুড়ো গাস।

এরিখ ম্যাচ জ্বালল। ম্যাচের আলোয় গাসের ক্ষতবিক্ষত মুখটা দেখে চমকে উঠল ও। অত্যাচার চলেছে গাসের ওপর। অস্ফুটে গাল বকল ও, তারপর জানতে চাইল, 'ওয়েন্ডি কোথায়?'

'পালিয়েছে,' গাস জানাল। 'চ্যানি আর টম গেছে ওকে ধরার জন্যে।'

বুড়োর হাত ধরে ওকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল এরিখ। আগুনের পাশে বসে

শুকনো কাঠ গুঁজে দিল, তারপর বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শিস দিল। একটু পরেই ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে জিস্টারের ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল।

'ঘণ্টাখানেক আগে এসেছিল ওরা,' মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলল গাস। 'এসেই তোমার খোঁজ করে বিয়ারি। আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুমি সে সময় এসে পড়ো কি না। বিয়ারি টমকে হুকুম দেয় আমাকে বাঁধার জন্যে। টম আমাকে বেঁধে মারধর করতে থাকে। ওয়েন্ডি না-পালালে বিয়ারি অপেক্ষা করত তোমার জন্যে।'

ওর মাথায় হাত বুলাল এরিখ। ওর ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে তাকিয়ে গাল বকল তিক্ত স্বরে। 'বাস্টার্ডস!'

'বাদ দাও,' মাথা ঝাঁকিয়ে এরিখের হাত সরিয়ে দিল গাস। 'ওকে আমি খুন করব এজন্যে।'

'কেমন বোধ করছ এখন?'

থুতু ফেলল গাস। 'অত সহজে কাবু হই না আমি। ওর মত ভোঁদড়কে শায়েস্তা করার ক্ষমতা আমার এখনও আছে।' উত্তেজিত হয়ে উঠল ও।

'শান্ত হও, গাস,' এরিখ মৃদুস্বরে বলল।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল গাস, তাকাল এরিখের দিকে। 'তুমি কজনকে খতম করেছ?'

'দু'জন।'

'বুয়েনো!' হাসল বুড়ো বিকৃত মুখে। 'তোমাকে খতম করার জন্যেই চ্যানি ওদের রেখে গিয়েছিল।'

এরিখ জিস্টারের কাছে গেল। 'বিয়ারির খোঁজে যাচ্ছি আমি।'

'আমাকে ছাড়া?' উঠে দাঁড়াল গাস। 'আমিও যাব।'

'না,' মাথা নাড়ল এরিখ। 'তুমি এখানে থাকো। হয়তো কোন সূত্র পেয়েও যেতে পারো। আমার বিশ্বাস, দু'একদিনের মধ্যেই রাসলারদের খোঁজ পেয়ে যাব আমরা।'

নিবৃত্ত হলো গাস। 'কিন্তু,' বলল সে, 'ওয়েন্ডির কী হবে?'

'বিয়ারির খোঁজ পেলে ওকেও পাওয়া যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ওয়েন্ডির কোন ক্ষতি করতে পারবে না ও।'

'টমকে আমার জন্যে রেখে দিয়ো। ও আমার।'

'ঠিক আছে।' হাসল এরিখ। 'যদি কিছু বেঁচে যায়, তুমিই পাবে। কথা দিচ্ছি।'

হঠাৎ কানখাড়া করল গাস। 'শোনো!'

এরিখও খেয়াল করেছে ততক্ষণে। 'গরু!'

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের দিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে আওয়াজটা। একসাথে অনেকগুলো গরুর খুরের আওয়াজ।

লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ল এরিখ। ঘোড়া ছোটাল অন্ধকার ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে। গাস তাড়াতাড়ি বালি ছিটাল আগুনে।

ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের মুখে আসতেই ধুলোর গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকাল এরিখ। গরুর পাল ক্যানিয়নের দক্ষিণে চলে গেছে প্রায়, তাদের দ্রুত ধাবমান খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। জিস্টারের পেটে স্পার দাবিয়ে ক্যানিয়নে প্রবেশ করল ও। ক্যানিয়নের ভেতরে ধূলির ঝড় বইছে; থামল না এরিখ, সমানে ঘোড়া হাঁকাল দক্ষিণে।

হঠাৎ সামনের অন্ধকার ফুঁড়ে ভূতের মত নিঃশব্দে দু'জন অশ্বারোহীকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরক্ষণেই একটা রাইফেল গর্জে উঠল আলোর ঝলকানিসহ। এরিখ জিস্টারের পেটে হাঁটুর গুঁতো লাগাল। এক পাশে সরে গিয়ে একটা ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল ঘোড়াটা। আরও ক'টা গুলির শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই দুই অশ্বারোহী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আবার ভূতের মতই।

গরুর পাল দৌড়াচ্ছে এখনও, খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে ওদের। ইতোমধ্যে ক্যানিয়নের ভেতরের অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ক্যানিয়নের দেয়ালের ওপর দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। এরিখ বেরিয়ে এল ঝোপ হতে। সামনের দিকে এগোবার নির্দেশ দিল ও জিস্টারকে।

প্রায় আধ মাইল নির্বিঘ্নে এগোল ও, তারপর আবার বাধা দেয়া হলো। আবছা অন্ধকার থেকে পর পর কয়েকটা গুলি ছুটে এল ওর দিকে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ে আত্মরক্ষা করল ও। ওর আশেপাশে পাথরে গুলি বিদ্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে সামনের বাধাদানকারীদের পক্ষ থেকে আর কোন সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল এরিখ। ওর নড়াচড়ার আভাস পেয়ে প্রায় সাথে সাথেই ওর কাছে চলে এল জিস্টার। এরিখ মৃদুস্বরে কথা বলল ঘোড়ার সাথে।

প্রায় আধ ঘণ্টা চুপচাপ অপেক্ষা করে আবার সামনে এগোল ও। ক্যানিয়নের অভ্যন্তরে ধূলির কমতি নেই এখনও। চাঁদের ম্লান আলোয় উড়ন্ত ধূলিকে হালকা কুয়াশার মত দেখাচ্ছে। ঠোঁট চাটতেই জিভে ধূলির স্বাদ পেল এরিখ। কটু গন্ধে ওর নাক কুঁচকে গেছে। কিছুদূর যাওয়ার পর জিস্টারের পিঠ থেকে নেমে পড়ল ও। ঘোড়াটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে চলল।

হাঁটতে হাঁটতে রুইন্স ক্যানিয়নের সামনে চলে এল এরিখ। গরুর খুরের শব্দ এখনও মিলিয়ে যায়নি পুরোপুরি। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের পায়ের ক্ষীণ শব্দ শুনল ও। ধীরে ধীরে এক সময় মিলিয়ে গেল শব্দ। পুরোপুরি নীরবতা নেমে এল ক্যানিয়ন জুড়ে।

চাঁদ আরও ওঠার পর রুইন্স ক্যানিয়নে ঢুকল ও। ধূলির স্তর ভাসছে এখনও বাতাসে। এগিয়ে গেল ও ক্যানিয়নের আরও ভেতরে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলাল পর্যবেক্ষণের ভঙ্গিতে। গরুর কোন চিহ্নই দেখা গেল না কোথাও।

টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে এক হাতে চোয়াল ঘষতে ঘষতে মাথা নাড়ল এরিখ আপনমনে। গাসের কথাগুলো ভাবছে ও। ওর সন্দেহই যেন সত্য। ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে গরুগুলো। ভৌতিক ব্যাপারই বটে। ধীরে ধীরে ফিরতি পথ ধরল ও। বিরক্তিবোধ করছে মনে মনে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে গাসকে পেল না এরিখ। গাসের ঘোড়াটাও নেই। ক্যাম্পে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ও, গাসের জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর বেরিয়ে পড়ল আবার। ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নের উত্তরাংশে চলে এল। চাঁদের আলোয় চারদিক মোটামুটি পরিষ্কার। এরিখ তিনজন ঘোড়সওয়ারকে দেখল। চট্ করে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল ও। তিন ঘোড়সওয়ার কাছে এগিয়ে এল। কথা বলছে তারা নিজেদের মধ্যে।

একজনের উত্তেজিত গলা শুনল এরিখ। 'কোথাও যায়নি। আমি বলছি, ওগুলো এখানেই আছে কোথাও।'

গোল্ড বার্জারের গলা, চিনতে পারল এরিখ। স্পেন্সারটা হাতে নিয়ে ডাকল ওকে, 'গোল্ড।'

বার্জারের হাতে পিস্তল চলে এল সাথে সাথে। 'কে?' গলা উঁচিয়ে হাঁক দিল সে।

'ওয়েন,' এরিখ সাড়া দিল। বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

পিস্তল খাপে ঢোকাল বার্জার। 'ধ্যাৎ! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাদের। এরা···' সঙ্গীদের দিকে তাকাল ও, 'সাইফ ও'হারা আর গ্রেস গুন্থার।'

নড করল এরিখ ওদের উদ্দেশে। দক্ষিণ দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'ওগুলো রুইন্স ক্যানিয়নে ঢুকেছে, তারপর নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছে ভূতের মত। আমিও গিয়েছিলাম পিছু পিছু, ওদের রাইফেলের মুখে টিকতে পারিনি। ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

'উঁহুঁ!' সন্দেহের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল গুন্থার। 'রুইন্সে নয়। ওটা একটা বক্স ক্যানিয়ন। ওদিক দিয়ে বেরোবার পথ নেই।'

'সেটা আমিও জানি,' এরিখ খেঁকিয়ে উঠল প্রায়। 'কিন্তু ওগুলো রুইন্সেই ঢুকেছে এবং ওখান থেকেই হাওয়া হয়ে গেছে।'

থুতু ফেলল বার্জার। 'সেই পুরানো প্যাচাল!' তিক্তস্বরে বলল ও। 'কি করব আমরা এখন?'

'তোমাদের লোকজন কোথায়?' এরিখ জানতে চাইল।

'দক্ষিণে ক্যাম্প করেছে ওরা, দু'দিন আগে থেকে,' জানাল বার্জার।

'সাবাস!' হাসল এরিখ। 'আমি না-আসা পর্যন্ত এদিকে থাকো। আর যদি রুইন্সের দিকে যাও, চোখ-কান খোলা রেখো।'

'তুমি যাবে না আমাদের সাথে?'

'যাব। তার আগে এদিকে একটা কাজ আছে আমার। জরুরী। এটা সেরে নিই আগে। ভাল কথা, গাসকে দেখেছ তোমরা?'

'ক্রীকের কাছে দেখা হয়েছিল। রকস্প্রিং যাচ্ছে বলল,' জবাব দিল বার্জার।

ঘোড়ায় চড়ল এরিখ। 'দেখা হবে আবার,' বলল সে, তারপর স্পার দাবাল জিস্টারের পেটে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রকস্প্রিং রোডে গাসের দেখা পেল এরিখ। ওকে দেখে হাসল বুড়ো একগাল। 'শহর থেকে আসছি। ভাল খবর। বিয়ারি নাগাল পায়নি ওয়েন্ডির। তার আগেই ক্র্যামারের কাছে চলে গেছে ও।'

'বিয়ারি কোথায়?'

'দেখা হয়নি আমার সাথে।'

'ঠিক আছে।' ঘোড়া ফেরাল এরিখ। 'ওয়েন্ডি যখন নিরাপদে আছে, তখন আমরা বার্জারের সাহায্যে যেতে পারি আপাতত। বিয়ারির ব্যবস্থা পরে করলেও চলবে।'

রুইন্স ক্যানিয়ন থেকে আধ মাইল উত্তরে গোল্ড বার্জার আর তার দুই সঙ্গীর দেখা পেল ওরা।

'এরকম আর দেখিনি!' এরিখকে বলল বার্জার অভিযোগের সুরে। 'না গরু, না গরুর পায়ের ছাপ, দুটোই হাওয়া!'

এরিখ মাথা দোলাল সায় দেবার ভঙ্গিতে; কোন মন্তব্য করল না।

'এখন কি করা উচিত আমাদের?' রেগেমেগে জানতে চাইল বিভ্রান্ত র‍্যাঞ্চ মালিক।

এরিখ ক্যানিয়নের পশ্চিম দিকের দেয়ালে তাকাল। চাঁদের আলো পড়েছে দেয়ালে। 'ওদিকে আরেকটা ক্যানিয়ন আছে।'

'তুমি জানো?'

'জেনেছি,' এরিখ জবাব দিল। বার্জারের দিকে ফিরল ও। 'তোমরা

এখানেই থাকো। আমি আর গাস যাচ্ছি ওখানে খোঁজ করার জন্যে।'

'কিন্তু ওখানে গরু ঢোকানোর পথ কোথায়?'

'আছে। কোনদিক দিয়ে তা জানি না। তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে, রুইন্স থেকে গরুগুলো উড়াল দেয় না, মাটি বেয়েই যায়।'

'তাহলে রুইন্সে গিয়ে খোঁজ করলেই হয়,' বলল বার্জারের সঙ্গী ও'হারা। 'গরু তো ওখান দিয়ে যায়, তোমার কথামত। পথ থাকলে ওখান দিয়েই থাকা উচিত।'

'পথ ওখান দিয়েই আছে,' এরিখ চাইল ওর দিকে। 'আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, এই যা। কিন্তু ওখান দিয়ে পথ খুঁজতে গেলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনাও আছে। ফাঁদ পেতে বসে থাকবে ওরা আমাদের জন্যে।'

ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল ও'হারা। কিছু একটা বলতে গেল ও এরিখের কথার প্রতিবাদে, এরিখ বাধা দিল ওকে হাত উঠিয়ে, 'তার চেয়ে আমি কী বলি শোনো। তোমরা ক্যানিয়নের মুখেই থাকো। কড়া নজর রাখো ক্যানিয়ন থেকে কেউ বেরিয়ে আসে কি না। এলে আটকাও। গাস আর আমি যাচ্ছি ওদিকের ক্যানিয়নটা খুঁজে দেখার জন্যে। আমার মনে হয়, চিড়িয়া ওখানেই মিলবে।'

বার্জার জানতে চাইল, 'ঢুকবে কোনদিক দিয়ে?'

'জানি না। তবে জেনে নেব,' জবাব দিল এরিখ।

উঁচু, খাড়া দেয়ালটার দিকে চাইল গাস। শিস দিল ঠোঁট গোল করে। 'বাপস! এটা বেয়ে উঠতে হবে?' কাঁধ ঝাঁকাল ও অনিশ্চিত ভঙ্গিতে। 'কি জানি! হয়তো পেরেও যেতে পারি শেষ পর্যন্ত।'

হাইড-আউট ক্যানিয়নে চলে এল ওরা দু'জন। এরিখ ক্যাম্প থেকে রশি বের করল। এদিকের দেয়ালে চাঁদের আলো পড়েনি। অন্ধকার। এ-অবস্থায় খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে যাওয়াটা বিপজ্জনক, ভাবল ও। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। সেদিনের মত যতটুকু সম্ভব হাতড়ে হাতড়ে পায়ে হেঁটে উঠল ও গাসসহ। তারপর ওপরের বের হয়ে থাকা পাথরটার অবস্থান অনুমান করে রশির মাথা ছুঁড়ে দিল গেরো বেঁধে।

আটবারের বার পাথরের মাথায় আটকে গেল রশির গেরো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এরিখ সশব্দে। পাঁচ-ছয়বার হ্যাঁচকা টান মেরে এবং দু-তিনবার ঝুলে পড়ে নিঃসন্দেহ হলো ও। আটকেছে রশি শক্ত হয়ে। গাসকে অপেক্ষা করতে বলে সাবধানে উঠতে শুরু করল ও রশি বেয়ে। শেষমেষ উঠে বসল পাথরটার ওপর।

এবার গাসের পালা। এরিখ ওকে উৎসাহ যোগানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে এল বুড়ো।

এরিখ সরে গিয়ে ম্যাচের আলো জ্বেলে ওকে সাহায্য করল পাথরে চড়ে বসতে।

উঠে বসল গাস। নিঃশ্বাস ফেলল সশব্দে। 'উরেব্বাপ, মরে গেছি!'

বাকি পথটুকু হেঁটে উঠল ওরা। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকিত মেসা। হাঁটা শুরু করল দ্রুতবেগে। এক সময় মেসার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল দু'জন।

নিচে ক্যানিয়নের দিকে তাকাল ওরা। আলো-আঁধারিতে ভূতুড়ে দেখাচ্ছে জায়গাটাকে; রহস্যময়ও। একটা পাথরের সাথে রশির একমাথা শক্ত গেরো দিয়ে বাঁধল এরিখ। তারপর ছুঁড়ে দিল অন্য মাথা নিচের দিকে।

'নিচে নামবে?' প্রশ্ন করল গাস। ওর গলায় সন্দেহ।

এরিখ মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

'তাহলে আমাকেও দেখছি নামতে হবে।'

এরিখ হাসল। হাতে থুতু ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিল ও। তারপর রশি বেয়ে নামতে লাগল নিচের দিকে। প্রায় অর্ধেক নামার পর দেয়াল থেকে ঠেলে বেরোনো কার্নিসের মত জায়গা পেয়ে পা রাখল ওটায়। নেমে আসতে লাগল গাসও। একটু পরেই এরিখের পাশে এসে দাঁড়াল।

আবার ঝুলে পড়ল এরিখ রশি ধরে। যত নামছে, তত অন্ধকার হয়ে উঠছে জায়গাটা গাছগাছড়ার ছায়ায়। সাবধানে নামছে ও যাতে দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা আলগা কোন পাথরে ধাক্কা খেতে না-হয়। এক সময় নিরাপদে নেমে গেল ক্যানিয়নের মেঝেয়। রশি টেনে গাসকে ইঙ্গিত পাঠাল ও নেমে আসার জন্যে। মিনিট তিন-চারেক লাগল গাসের নামতে। এরিখের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল গাস। শ্বাস টানছে সশব্দে।

এরিখ বসল একটা পাথরের ওপর। চারদিকে চোখ বুলাল। চাঁদের আলো আর ছায়া মিলে অপরূপ দেখাচ্ছে পুরো ক্যানিয়নটাকে। নৈশ বাতাসে ঝোপঝাড়ের পাতা দুলছে। মৃদু শির শির শব্দে মুখর চারদিক।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল গাস। 'শোনো।' এরিখের কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল সে।

ক্যানিয়নের অন্ধকার অংশের কোথাও একটা গরুর ডাক শোনা গেল। উঠে দাঁড়াল এরিখও। কান পাতল। সাড়া-শব্দ নেই আর।

দেয়ালের কোল ঘেঁষে পশ্চিমে হাঁটা শুরু করল ওরা। ওদিক থেকেই এসেছে মনে হয়েছে শব্দটা। মাঝে-মধ্যে বাতাসে ভেসে-আসা আরেকটা শব্দ শুনছে ওরা। কুল কুল করে দ্রুত জল গড়ানোর শব্দ। কাছাকাছি কোথাও ঝরনা আছে, অনুমান করল এরিখ।

মাইলখানেক চলার পর হঠাৎ ঘোঁৎ করে উঠল গাস। দাঁড়িয়ে গেল। আঙুল উঁচিয়ে এরিখের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'দেখো।'

খাঁড়িটা দেখতে পেল এরিখ। খাঁড়ি ছাড়িয়ে আরও খানিকটা দূরে বিরাট

একটা খোলা মাঠের মত জায়গা, গরু চরছে তাতে।

'কম পক্ষে পাঁচ থেকে ছয়শোর মত গরু হবে ওখানে,' বলল এরিখ। গাসের দিকে তাকাল। 'শেষ পর্যন্ত তাহলে পেয়ে গেলাম! কি বলো? নিশ্চয় ভূতদের গরু কিংবা গরুদের ভূত বলে ভাবছ না তুমি?'

'কোনটাই ভাবছি না,' বলল গাস উত্তেজিত স্বরে। 'কিন্তু এখন কী কর্তব্য?'

এরিখ ওর কাঁধে হাত রাখল। মৃদুস্বরে বলল, 'ওদিকে দেখো।'

একটা আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে, গরুগুলো যেখানে চরছে তার খানিকটা পশ্চিমে।

'কী ওটা?'

'আলো। মনে হয় চিমনির মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে।' হাঁটা শুরু করল এরিখ। 'কেউ আগুন জ্বালিয়েছে ওখানে।'

আরেকটু এগোতেই মানুষের গলার আওয়াজ শোনা গেল। গান গাইছে কেউ। ঘোড়ায় চড়ে গরুর পালের পাশে টহল দিচ্ছে।

লুকিয়ে পড়ল ওরা একটা ঝোপের আড়ালে। পা টিপে টিপে একটা প্রশস্ত পাথরের ওপর গিয়ে উঠল। ওখান থেকে উঁকি মারতেই চাঁদের আলোয় একটা ঘর দেখতে পেল। পাহাড়ের ঢালের ওপর পাথরের তৈরি ঘরটা। ঘরের পাশে খাঁড়ি কিছুটা গভীর হয়ে জলাশয়ের আকার ধারণ করেছে।

ঘরের সামনে হিচিং রেইল, চারটে ঘোড়া বাঁধা তাতে। সশব্দে দরজা খুলে কেউ একজন বেরোল ঘর থেকে। ছায়া থেকে চাঁদের আলোয় এসে দাঁড়াল লোকটা। একটু পরেই ওর গলা শোনা গেল। 'আমি রুইন্স থেকে ঘুরে আসব ভাবছি।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল আরেকজন। 'উঁহুঁ। এক্ষুণি নয়,' প্রথম জনকে পরামর্শ দিল ও। 'গেলে হয়তো দেখবে জর্জ ক্ষ্যাপা মোষের মত ঘুরছে ওখানে। ওর চোখে পড়ে গেলে ওখানে তোমার উপস্থিতির কোন কারণ খুঁজে পাবে না ও। তুমিও দেখাতে পারবে না। অতএব ঘাটে এসে তরী ডোবাতে যেয়ো না এখন।'

জবাবে অস্ফুটস্বরে কিছু বলল প্রথম জন। বোঝা গেল না দূর থেকে। আটকে রাখা দম ছাড়ল এরিখ। 'শুনতে পেয়েছ?'

'ক্রাইস্ট!' আঁতকে উঠল বুড়ো গাস। 'ডগ লেইকার আর হল চ্যাপম্যান! ভাবা যায়?'

'শুধু ওরা দু'জন? উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল এরিখ, 'আরও আছে। ওদের দু'জনের বুদ্ধিতে কুলোত না এই কাজ। যাহোক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও,

'জর্জ চ্যাপম্যানকে সন্দেহ করার কিছুই নেই আর।'

'হ্যাঁ। কিন্তু এরপর কি করব আমরা? চলে যাব এখন? পরে লোকজন নিয়ে এসে...'

থামিয়ে দিল এরিখ গাসকে। 'না। যা করার এখনই করতে হবে। ওদের কাজ মনে হচ্ছে শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। গরুগুলো সরিয়ে নেবার মতলব ভাঁজছে ওরা। হয়তো আজ রাত থেকেই শুরু করবে সরানোর কাজ।'

'ওখানে আরও লোক থাকার সম্ভাবনা আছে?' প্রশ্ন করল গাস।

'দেখতে হবে।'

এরিখ গরুর পালের দিকে তাকাল। টহলরত লোকটা পুবদিকে যাচ্ছে এখন। 'তুমি ওকে অনুসরণ করার চেষ্টা করো,' ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বলল ও। 'আমি ঘরটায় উঁকি মারতে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে,' সম্মতি জানাল গাস ঘাড় নেড়ে।

ঝোপঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে সামনে এগোল এরিখ। ঘরটার পেছনে গিয়ে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লাগল। মাঝে-মধ্যে ভেসে আসা ওদের টুকরো-টাকরো কথাবার্তার আওয়াজ শুনল ও কান পেতে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। সতর্ক নয় ওরা মোটেও। কোন রকম ঝামেলা আশা করছে না।

'ডগ লেইকার তাহলে চ্যাপম্যানকেও বোকা বানিয়েছে!' ভাবল ও। 'কিন্তু অবাক কাণ্ড! জর্জ চ্যাপম্যানের ছোট ভাই রকস্প্রিং শহরের শেরিফ হল চ্যাপম্যান ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে? অথচ জর্জের দয়ায় ও শেরিফ; এই এলাকার সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিচিত।'

স্পেন্সারটা শক্তহাতে ধরল এরিখ। ঘরের পেছনে চলে এসেছে ও। দেয়ালসংলগ্ন একটা পাথরে পা রেখে দাঁড়াল। উঁকি দিল ঈষৎ খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর। হল আর ডগকে দেখতে পেল ও। ওর দিকে পিঠ রেখে আলাপ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। ঘরের ভেতর দু'তিনটে কক্ষ। বার্ট আর ডগ যেটায় কথা বলছে, সেটায় ছাড়া অন্য একটা কক্ষেও আলো জ্বলছে।

'ক্যানিয়নের ভেতর আমাদের অনুসরণ করেছিল কে, বুঝতে পেরেছ?'

'না,' ডগ জবাব দিল। 'অন্ধকার ছিল খুব। তবে বেশিদূর আসতে পারেনি। বাক প্রেসি গুলি করে ভাগিয়েছে ব্যাটাকে।'

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল হল। 'ওই ব্যাটা এরিখ কি না কে জানে! ও তো এদিকেই ঘোরাঘুরি করছে। তুমি কি নিশ্চিত যে, আমাদের গরু ঢোকানোর পথটা ও দেখে ফেলেনি?'

'নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লেইকার। 'দেখতে পেলে এতক্ষণে লোকজন নিয়ে এসে হামলা করত।'

'সবচে' ভাল হত ওকে মেরে ফেলতে পারলে,' পাশের কক্ষ থেকে আরেকটা গলা শোনা গেল। ওখান থেকেই আলোচনায় অংশ নিচ্ছে গলার মালিক। 'আর এরিখকে খতম করার জন্যে ডগ দু'বার গিয়েছে ওকসহ, লোকজন নিয়ে। কিছুই করতে পারেনি, ওককে হারানো ছাড়া।'

এরিখ চমকে উঠল রীতিমত। খুব পরিচিত গলা। কিন্তু এই মুহূর্তে চিনতে পারছে না লোকটাকে।

'অত ঘাবড়াবার কী আছে রাইলটন?' ডগ লেইকার আশ্বাস দিল গলার মালিককে। 'দু'বারই নেহাত কপালগুণে বেঁচে গিয়েছে ওয়েন। ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। ওর ব্যবস্থা চ্যানি বিয়ারিই করবে। দেখে নিয়ো তুমি।'

'প্রচুর গরু জমেছে আমাদের। দিন দুয়েক চুপচাপ থেকে পশ্চিমে চালান করে দেব আমরা। কোন অসুবিধে হবে না। ওদিকের ঝামেলা মেটার পর ওয়েনের খবর নেয়া যাবে আবার।' থামল ও একটু। যোগ করল আরেকটা নাম, 'জর্জেরও। অবশ্য যদি হল সেটা সত্যিই চায়।'

হল চ্যাপম্যান হাসল আড়ষ্টভঙ্গিতে। 'কাজটা তোমাদের কাউকেই সারতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।' হাসল ডগও, শব্দ করে। 'হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই। কি বলো?'

রাইলটন! রাইল···রাইলটন! এই নামটাই তাহলে বলতে চেয়েছিল জ্যাক মারা যাবার আগে? লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল এরিখ জানালা দিয়ে আরেকটু ঝুঁকে। পারল না। রাইলটন বেরিয়ে আসেনি নিজের কক্ষ ছেড়ে।

হঠাৎ পা ফসকাল এরিখ। কয়েকটা মরচে ধরা টিনের ক্যান পড়েছিল পাথরটার পাশে। ওগুলোর সাথে পা লেগে গিয়ে জোরে শব্দ হলো। শরীরের ভার সামলাতে গিয়ে হাত থেকে স্পেন্সারটা খসে পড়ল ওর। দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ল অস্ত্রটা।

ওটা কুড়িয়ে নেবার সময় পেল না ও। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো। দুদ্দাড় করে ছুটে আসতে শুরু করল। স্পেন্সারটা কুড়িয়ে নিতে গেলে ধরা পড়ে যাবে এখন ওদের হাতে। অগত্যা ওটার মায়া ত্যাগ করেই দৌড় লাগাল এরিখ। ঢুকে গেল ঝোপের ভেতর।

ঘরের পেছনে চলে এল লোকগুলো। 'কে ওখানে?' নার্ভাসভঙ্গিতে কর্কশ স্বরে জানতে চাইল হল চ্যাপম্যান।

এরিখের স্পেন্সারটা দেখতে পেল ডগ। 'এটা কী?' অস্ত্রটা তুলে নিল ও।

'রাইফেল!' ওর দিকে ঝুঁকল শেরিফ। 'আমাদের লোকদের কারও

হবে।' হাঁফাচ্ছে লোকটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ভয় পেয়েছে ও।

'না।' চ্যাপম্যানের কথায় পাত্তা দিল না লেইকার। 'আমাদের লোকদের কারও কাছে স্পেন্সার নেই। এটা মনে হয় ওই বেজন্মা ওয়েনটার। ওর একটা স্পেন্সার আছে। জানি আমি।'

ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল শেরিফ। 'আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে গণ্ডগোল হবে এখানে। লক্ষণে তাই বলছে,' গজগজ করছে ও।

'বাদ দাও। চলো গরুর কাছে যাই।'

ঘোড়ায় চড়ল ওরা। এরিখ ওদের ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখল। ডগের হাতেই শোভা পাচ্ছে ওর স্পেন্সারটা। তৃতীয় লোকটাকে চিনতে পারার আগেই একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল ওরা।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল এরিখ সাবধানে। ঘরের ভেতরটা এখন ফাঁকা। ভেতরে ঢুকল ও। ফায়ারপ্লেসে গনগন করছে আগুন। হঠাৎ বাইরে গরুর পালের কাছে গুলির শব্দ হলো। দ্রুত বেরিয়ে এল ও ঘর থেকে। দৌড়ে ঝরনার কাছে চলে গেল। জলাশয়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে পুবদিকে তাকাল সে। হাঁটতে শুরু করল আবার। রাইফেলের আওয়াজ হতে লাগল থেমে থেমে। দৌড়াতে শুরু করল এরিখ। গাসকে দেখে ফেলেছে ওরা।

ঝোপের ভেতর কিছু একটা নড়ে উঠতেই চোখের পলকে ডবল অ্যাকশন স্টারটা বের করে নিল ও খাপ থেকে। গাসকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল, ডান হাতে বাম বাহু চেপে ধরেছে ও। এরিখের সামনে এসে থামল বুড়ো। 'ধরা পড়ে গেছিলাম আরেকটু হলেই। পালিয়ে এসেছি। রাইফেলটা পড়ে গেছে এক জায়গায়। কুড়িয়ে নেবার সময় পাইনি। খুঁজছে ওরা আমাকে।' এক নাগাড়ে বলে গেল বুড়ো ফিস ফিস করে।

'আমার স্পেন্সারটাও খোয়া গেছে,' বলল এরিখ। 'কি আর করা! দাঁড়াও এখানে চুপচাপ।'

আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে লোকগুলো ঝোপঝাড়ের ভেতর। এরিখ ওদিকে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল গাসকে, 'কি বুঝলে? পথটা খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'পেয়েছি মনে হচ্ছে। একটা উঁচুমতন জায়গা, গুহার মত ঢুকে গেছে পাহাড়ের ভেতর। একজনকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখেছি। ব্যাটা ঢুকে গেছে ওখান দিয়ে, বেরিয়ে আসতে দেখিনি। আমার মনে হয়,' থেমে শ্বাস টানল গাস, 'রুইন্স ক্যানিয়নে গিয়ে শেষ হয়েছে ওটা।'

'বুঝলাম। কিন্তু রুইন্স ক্যানিয়নের কোনদিক দিয়ে?'

'তা জানি না।' মাথা নাড়ল গাস।

গরুর কাছ থেকে সরে এসে অশ্বারোহীরা এখন ঝোপ ঝাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের হাতেই উদ্যত রাইফেল।

গাস সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার পালাই চলো।' হাত ঘুরিয়ে পেছনে পাহাড়ের একটা জায়গা দেখাল, 'ওখান দিয়েই ঢুকেছে লোকটা। আমরাও যেতে পারব নিশ্চয়ই।'

এরিখ তাকাল ওদিকে। ক্যানিয়ন থেকে একটা ঢাল উঠে গেছে ওপরের দিকে। ঢালের ওপর পাহাড়ের কিছু অংশ অন্ধকার। বিক্ষিপ্ত কিছু গাছপালা জন্মেছে ওখানে। দূর থেকে গাছের ছায়ায় জমকালো দেখাচ্ছে জায়গাটাকে।

গরুর পালের দিকে তাকাল ও আবার। গুলির শব্দে কিছুটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে পালটা। অস্থির হয়ে উঠেছে।

অনুসন্ধানকারীরা কথা বলছে নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ডাকাডাকি করে। উপদ্রবটা পছন্দ হচ্ছে না ওদের। নিজেদের কাজ প্রায় গুটিয়ে এনেছে ওরা, শেষ মুহূর্তে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকা যাবে না, জানে এরিখ। এক সময় না একসময় ধরা পড়ে যাবে ওরা। কিন্তু গাসের প্রস্তাবেও রাজি হলো না ও।

'না,' বলল সে। 'তুমি বরং লুকিয়ে পড়ো কোথাও। খবরদার, গুলি করতে যাবে না কিন্তু; অন্তত তোমার গায়ের ওপর এসে পড়ার আগে।' সতর্ক করে দিল ও বুড়োকে।

'তুমি কি করবে?' জানতে চাইল বুড়ো।

'নরক গুলজার করব,' মৃদু হাসল এরিখ। হাঁটা শুরু করল ও পশ্চিম দিকে।

গরুর পালের পাশ ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ওদের পেছনে চলে এল ও। এদিকের ঘাস শুকনো। ঝন ঝন শব্দ করছে ওর বুটের নিচে দুমড়ে গিয়ে। উবু হয়ে বসল এরিখ একটা শুকনো ঝোপের পাশে। মুখ উঁচু করে আরেকবার দেখে নিল গরুগুলোর অবস্থান। অনুসন্ধানকারীরা পুবদিকে সরে গেছে।

পশ্চিম থেকে বাতাস বইছে। ঠাণ্ডা। শুকনো ঘাস ছিঁড়ে নিল ও কয়েক মুঠো। রাখল ঝোপের পাশে। তারপর ম্যাচ জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল তাতে।

জ্বলে উঠল আগুন। পশ্চিমা বাতাসের ছোঁয়ায় এগোল সামনের দিকে। শুকনো ঝোপটার নাগাল পেতেই দাউ দাউ করে উঠল। দেখতে না-দেখতেই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'ওটা আবার কী?' চেঁচিয়ে উঠল অনুসন্ধানকারীদের একজন।

আগুনের কাছ থেকে দূরে সরে গেল এরিখ। আচমকা গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। বুনো চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে স্টার থেকে গুলি ছুঁড়ল পরপর কয়েকবার। প্রতিধ্বনিত হলো গুলির শব্দ চারদিকের পাহাড়ের সাথে ধাক্কা

খেয়ে।

সামনে চাইল এরিখ। আগুন এখন দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে গেছে ওপরের দিকে। এগিয়ে চলেছে প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে। গরুর পালের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেছে। চিৎকার, গুলির শব্দ আর পটাপট আওয়াজের সাথে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে হকচকিয়ে গেছে জন্তুগুলো পুরোপুরি। পুবদিকে এগোচ্ছে ওরা আস্তে আস্তে।

আচমকা যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল ওগুলোর। লেজ তুলে মাথা নিচু করে দৌড় লাগাল সামনের দিকে। দ্রুত হাতে স্টারটা রিলোড করে নিল এরিখ। পরপর ছয়টা গুলি পাঠিয়ে দিল গরুগুলোর পেছনে।

যেন বিস্ফোরিত হলো পাঁচ-ছয়শো গরু। কঠিন মাটির ওপর বজ্রপাতের শব্দ তুলল ওদের শক্ত খুর। ঝোড়ো গতিতে ছুটল পুবদিকে।

'স্ট্যা-ম-পি-ড!' ভয়ার্ত গলায় হাহাকারের মত শোনাল অশ্বারোহীদের একজনের চিৎকার। পাঁচ থেকে ছয়শো গরু বিরাট এলাকা জুড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটেছে ওদের দিকে। কাছে চলে গেছে প্রায়। হতচকিত ঘোড়ার পেটে উন্মত্তের মত স্পার দাবাল ওরা, গরুগুলো এসে পড়ার আগে ওদের গতিপথ থেকে সরে যাবার জন্যে। কিন্তু গরুর পাল ততক্ষণে তাদের কাছে চলে গেছে। পাশ কাটাবার আশা ত্যাগ করে সামনের পাহাড়ের দিকে ছুটল অশ্বারোহীরা। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ল একটা ভয়ার্ত ঘোড়া। সাথে সাথেই পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল আতঙ্কিত আরোহী। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, তার আগেই গরুগুলো ওর ওপর গিয়ে পড়ল। ওদের খুরের আওয়াজ আর ক্রুদ্ধ গর্জনের নিচে চাপা পড়ে গেল লোকটার অন্তিম আর্তনাদ।

বাকিরা ততক্ষণে আরেকটু সামনে এগিয়ে গেছে। পাহাড়ের একটা অন্ধকার অংশের দিকে ছুটছে ওরা। একটা পাথুরে ঢালের ওপর অংশটা। এরিখ লক্ষ করল, গাস তাকে ওটার কথাই বলেছিল কিছুক্ষণ আগে।

গরুগুলোও ছুটেছে ওটা লক্ষ্য করে। হঠাৎ তিন অশ্বারোহীর একজন মত পাল্টাল। প্রায় গায়ের ওপর এসে-পড়া গরুগুলোর সামনে থেকে সরে যাবার আশায় ডান দিকে মোড় নিতে গেল সে। প্রাণভয়ে ভীত ওর ঘোড়াটা টাল সামলাতে পারল না আচমকা লাগামে টান পড়ায়। দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পর মুহূর্তেই আরোহীসহ চাপা পড়ল গরুর পায়ের নিচে।

ততক্ষণে ঢালের কাছে পৌঁছে গেল বাকি দু'জন। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠতে চাইল ওরা ঢাল বেয়ে। আলগা পাথরে ফসকে গেল ওদের ঘোড়ার পা। আরও একজন ছিটকে পড়ল ঘোড়া থেকে। পাথরে হোঁচট খেয়েছে ওর ঘোড়া। অন্যজন প্রায় শেষ মুহূর্তেই ঝাঁপ দিল ঘোড়ার পিঠ থেকে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে বেরোনো একটা পাথর লক্ষ্য করে। ধরে ফেলল পাথরটা।

ইতোমধ্যে গরুগুলোও এসে উঠেছে ঢালের ওপর। দু'হাতে পাথরটা আঁকড়ে ধরে পা তুলে ফেলল পলাতক। কোনমতে চড়ে বসল, তারপর ওপর থেকে নেমে আসা একটা গাছের ডাল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল পাতার আড়ালে।

পিস্তলে গুলি ভরল এরিখ। এতক্ষণ ধরে যে ভয়াবহ তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেছে, তাতে নিজেই অসুস্থ বোধ করছে এখন। আগুন, ধোঁয়া এবং ধুলো-বালিতে ভরে গেছে ক্যানিয়নের ঠাণ্ডা বাতাস। দম বন্ধ হয়ে এল ওর। কাশতে লাগল খক খক করে দু'হাতে বুক চেপে ধরে। অথচ, জানে ও, এ ছাড়া উপায়ও ছিল না আর। নইলে রাসলারদের হাতে ওরা নিজেরাই মরত। ওদের একজন ছাড়া আর কেউই এখন বেঁচে নেই। নেহাত কপালগুণে বেঁচে গেছে লোকটা এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কবল থেকে।

গাসকে খুঁজে বের করল ও। কুটিরের কাছাকাছি একটা পাথরের ওপর বসে আছে বুড়ো স্তব্ধ হয়ে। এরিখকে দেখেই ককিয়ে উঠল ভাঙা গলায়, 'গড! এরিখ, সত্যিই তুমি নরক গুলজার করে দিয়েছ!'

ওকে নিয়ে কেবিনে ঢুকল এরিখ। 'বসো এখানে,' বলল সে। 'আমি ওই গুহায় ঢুকব। ওদের একজন পালিয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে ওকে।'

মাথা দোলাল গাস। আস্তে আস্তে ধাতস্ত হয়ে উঠছে। 'গরুগুলো গায়েব হয়ে গেল কোথায় আবার?'

'ওগুলোকেও খুঁজব,' বলল এরিখ। গাসের বামবাহু পরীক্ষা করল ও। 'সামান্য ক্ষত। ভয়ের কিছু নেই।' বেরিয়ে পড়ল ও। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল পাহাড়ের সেই অন্ধকার অংশটার দিকে।

পনেরো

এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমিতে জমাট রক্তের পাশে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে লোকটা। এরিখ ঝুঁকল ওর মুখের ওপর। অপরিচিত চেহারা। অবশ্য পরিচিত হলেও অবস্থার তারতম্য ঘটত না খুব একটা। চেনার জো নেই লোকটাকে। শক্ত খুরের আঘাতে মুখের মাংস ছিঁড়ে ফেড়ে গেছে ওর। চোয়াল বেরিয়ে গেছে দাঁত সহ। কপালে বিরাট ক্ষত, রক্তাক্ত।

সোজা হয়ে দাঁড়াল এরিখ। একটু দূরে লোকটার ঘোড়া পড়ে আছে। মালিকের চেয়ে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই ওটাও। সামনে এগোল সে। ডানপাশে একটা ঝোপের নিচে দোমড়ানো হ্যাটটা দেখতে পেয়ে পা বাড়াল ওদিকে। আরেকটু এগোতেই একটা পাথরের পাশে লম্বা হয়ে পড়ে থাকা

লোকটাকে দেখল। লোকটার মুখ ক্ষত-বিক্ষত হলেও একদম চেনার অনুপযোগী নয়। ডগ লেইকার। 'দু'জন গেল।' অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল এরিখ।

তৃতীয় লোকটাকে ঢালের গোড়ায় পাওয়া গেল। বিশাল শরীরটা পড়ে আছে বেঁকে চুরে উপুড় হয়ে। পাশে চাঁদের আলোয় চক চক করছে গোলমতন একটা জিনিস। কুড়িয়ে চোখের সামনে নিয়ে এল এরিখ জিনিসটাকে। দুমড়ে-যাওয়া গোলাকার তারাটির মালিক শেরিফ হল চ্যাপম্যান যে পাশে বাঁকা চোরা অবস্থায় পড়ে-থাকা লোকটাই, বুঝতে পারল ও।

'ভালই হলো, হল,' মৃতদেহটার দিকে ফিরল ও। 'অন্তত ভাইয়ের মুখোমুখি হবার হাত থেকে তো বেঁচে গেলে!'

ঢালের ওপর উঠে গেল এরিখ। পাহাড়ের কালো অংশটার দিকে এগোল। পিস্তল বের করে কক করে নিয়ে অন্ধকারে পা চালাল সন্তর্পণে। কয়েক পা যাবার পর পাহাড়ের গা স্পর্শ করল সামনের দিকে বাড়িয়ে দেওয়া ওর এক হাত। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই অন্ধকারে গুহার মত পথটা নজরে এল। এটা একটা প্রাকৃতিক পথ। নিচের দিকটা সুপ্রশস্ত। তবে ওপর দিকটা এতই সঙ্কীর্ণ যে, অনায়াসে গুহা ভাবা যায়। গুহামুখে দাঁড়াল ও। বাতাস টানল নাকে। ধূলির গন্ধে ভারি বাতাসে বুক ভরে গেল ওর।

বামদিকের দেয়াল ধরে এগোল সে সামনের দিকে। অন্ধকার হলেও অসুবিধে হলো না হাঁটতে। গুহার মেঝে সমতল, এবড়োখেবড়ো নয়। শক্ত পাথরে বাঁধানো মেঝের মতই মসৃণ বলা যায়। প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত হাঁটার পর গুহার শেষ মাথায় এসে গেল ও। হঠাৎ চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল ওর সামনের পথ। গুহা পেরিয়ে গেছে ও। ওর সামনে রুইন্স ক্যানিয়নের প্রাচীন ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। নিচে পুরো ক্যানিয়নটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে মনে হলো।

ক্যানিয়নে নামল এরিখ গুহামুখের ঢালু পথ বেয়ে। চাঁদের আলোয় ধ্বংসপ্রায় ঘরগুলো প্রেতপুরীর মত রহস্যময়। আশেপাশে হাঁটু সমান উঁচু ঝোপঝাড়। ছড়ানো-ছিটানো ছেঁড়াখোঁড়া পাতা দেখে বুঝতে পারল এ-পথ দিয়েই বেরিয়ে গেছে গরুর পাল। মাটি শক্ত, প্রায় পাথুরে হওয়াতে ওদের খুরের ছাপ পড়েনি খুব একটা। ধ্বংসাবশেষটার দিকে তাকাল ও। পশ্চিম দিকে ক্রমশ নিচু হয়ে গেছে ওটা। ওর আস্তানাটা ছিল আরও পশ্চিমে। অবাক হলো এরিখ। অত কাছে থেকেও গরু চলাচলের পথটাও আবিষ্কার করতে পারেনি! অবশ্য অন্যেরাও পারেনি। সবাই জানে এটা একটা বন্ধ ক্যানিয়ন, পথ থাকার কথা নয়। তাছাড়া ধ্বংসাবশেষের পেছনে গুহামুখটা

সহজে কারও চোখে পড়ার কথা নয়। আর পড়লেও এটা এমন ভাবে তৈরি যে, দূর থেকে এর অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না।

কান পাতল ও। ক্যানিয়নের প্রবেশ মুখের কাছ থেকে গরুর ডাক ভেসে আসছে থেকে থেকে। হালকা আওয়াজ। সম্ভবত ওদের মালিকেরা সামলাচ্ছে ওদের। পা বাড়াল এরিখ। পালিয়ে-যাওয়া লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। লোকটা ওর পরিচিত, অন্তত গলার আওয়াজে সেরকম মনে হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আওয়াজের মালিকের চেহারাটা স্মরণ করতে পারছে না। সমস্যা হলো, লোকটাকে কোথায় খুঁজতে হবে বুঝতে পারছে না ও।

কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল এরিখ। হঠাৎ একটা আলগা পাথরে হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারাল। সামনে ঝুঁকে পড়ল ওর শরীর। পড়ে যাবার ঝোঁক সামলাতে গেল ও মাথা নিচু করে এবং এতেই বেঁচে গেল।

ডানদিকের ধ্বংসাবশেষ থেকে আগুনের ঝলক দেখতে পেল এরিখ আড়চোখে। পর মুহূর্তেই ওর মাথায় হ্যাট ছুঁয়ে গেল একটা গুলি। এতক্ষণ যে পতনের ঝোঁককে রোধ করবার চেষ্টা করছিল ও, গুলির শব্দ শোনামাত্র ওটাকেই কাজে লাগাল। ঝাঁপিয়ে পড়ল ও মাটিতে।

পর পর আরও দুটো গুলি এল। গড়ান দিল এরিখ। আগুনের আভায় একটা ঘরের জানালার মত ফোকর দিয়ে গুলি বেরিয়ে আসতে দেখেছে ও। তার মানে লোকটা ধ্বংসাবশেষের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে। পর পর আরও দুটো গড়ান দিয়ে ধ্বংসাবশেষের ভেতরে গলিপথে এসে গেল ও। একটা ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। ঘরটার ছাদের একদিক ধসে পড়েছে। বালি আর পাথরের স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে ঘরের ভেতর। এরিখ স্তূপটার ওপর উঠে বাইরে উঁকি দিল। নিচে একটা ছায়াকে নড়তে দেখে গুলি করল পর পর দু'বার। একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়াটা। এরিখের গুলি বালি খসাল সামনের ঘরটার দেয়াল থেকে।

নেমে এল ও স্তূপ থেকে। বেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকল। দেয়ালের ফোকর দিয়ে তাকাল বাইরে। লোকটাকে দেখা গেল না।

অপেক্ষা করল এরিখ, চুপচাপ। প্রতিপক্ষ থেকেও কোন সাড়া এল না। গুলি বন্ধ হতেই আচমকা নীরবতা নেমে এসেছে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল ও পরিষ্কার।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করে বেরোল ও আবার। পরবর্তী কক্ষটাতে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ চোখের কোণে ধরা পড়ল নড়াচড়াটা। ঝাঁপ দিল সে, সাথে সাথে দুটো গুলি পাঠাল নড়াচড়া লক্ষ্য করে। ওদিক থেকেও ছুটে এল গুলি, ওর পাশে দেয়ালে বিদ্ধ হয়ে বালি আর পাথরের কুচি ছড়াল। উঠে ঘরের ভেতর ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও। একটা প্রাকৃতিক

প্যাসেজওয়েতে গিয়ে পড়ল ধ্বংসাবশেষের পেছনে। মৃদু পায়ে হাঁটতে লাগল ও প্যাসেজওয়ে ধরে, একটা লম্বা ঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর উঁকি দিল গলিপথে।

হঠাৎ সামনের একটা ঘরের অন্ধকার দরজা থেকে আগুনের ঝলক দেখা গেল। এরিখ পেছনে ঝাঁপ দিল। শোয়া অবস্থায় গুলি ছুঁড়ল ঝলক লক্ষ্য করে, গড়ান দিয়ে সরে গিয়ে উঠে দৌড় দিল। লম্বা ঘরটার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। অপেক্ষা করতে লাগল। লোকটাকে প্যাসেজওয়েতে নিয়ে আসতে চাইল মনে-প্রাণে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে উঁকি দিল ও।

বেরিয়ে এল লোকটা প্যাসেজওয়েতে। দেয়ালের সাথে মিশে গিয়ে এগোল সামনের দিকে। একটা হাত সামনে বাড়ানো ওর, পিস্তল ধরা।

দরজার কাছে চলে এল ও পা টিপে টিপে। হাসল এরিখ, মনে মনে। লোকটা আর যা-ই হোক, ভাল যোদ্ধা নয়। শেখার মত অনেক কিছুই বাকি আছে ওর। তবে শেখার সময় আর পাচ্ছে না। পিস্তল তুলল এরিখ, ট্রিগার টানল। ক্লিক শব্দ শুনে চমকে উঠে চাইল পিস্তলের দিকে।

লোকটার কানেও গেছে শব্দটা। বিদ্যুৎবেগে লাফ দিল ও সামনে, ঘরের ভেতর ঢুকল। পেছনে সরে গেল এরিখ। লোকটা পিস্তল উঁচাল। 'এবার? এবার আর তোমার রক্ষা নেই, ওয়েন।'

চিনতে পারল এরিখ এবার লোকটাকে। 'বাটলার?'

হাসল বাটলার শব্দ করে। জবাব দিল না।

'এসব কি, বাটলার?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ। এবার বাকিটা দেখার জন্যে তৈরি হও।'

ঝড়ের গতিতে চিন্তা চলছে এরিখের মাথায়। নিজেকে গাল দিল মনে মনে পিস্তল চেক না করার জন্যে। সামান্য ভুলের জন্যে প্রাণ দিতে যাচ্ছে ও এই আনাড়ি শত্রুর হাতে। কিন্তু এখন সময় দরকার। অন্যমনস্ক করে দিতে হবে বাটলারকে।

'তাহলে রাইলটনটা কে?' জানতে চাইল ও।

'আমিই।' জবাব দিল বাটলার। 'রবার্ট রাইলটন। বাটলার আমার মায়ের দিকের পদবী। ওটাই ব্যবহার করি আমি এদিকে।' পিস্তল নাড়াল ও। 'তৈরি?'

'তাহলে রাসলিঙটা তুমিই চালাচ্ছিলে এতদিন?'

'হুঁ।' স্বীকার করল রাইলটন। 'তুমি আসার আগে কেউ বুঝতে পারেনি।' ক্যানিয়নে প্রবেশ মুখের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল ও। 'বেরোতে গিয়ে ফিরে এসেছি। কারা ওরা?'

'যাদের গরু চুরি করেছিলে, ওরাই। ধরা পড়লে ওরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

'কেন, ওরা ওদের গরু ফিরে পেয়েছে!'

'তা পেয়েছে। কিন্তু তোমার অপরাধের গুরুত্ব তাতে কমবে না।'

ঘরের মাঝখানের খাম্বাটার গায়ে হেলান দিল রাইলটন। 'আমি জানতাম,' বলল সে, 'একদিন তোমার আর আমার মধ্যেই শো ডাউনটা হবে।'

'এবং দেখা যাচ্ছে তুমিই জিতেছ। কিন্তু এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। রাসলিঙের কাজটা কিভাবে চালিয়েছ এতদিন ধরে?'

'সহজ কাজ,' হাসল রাইলটন। 'ডগ আর ওক সাহায্য করত আমাকে। হলকে কবজা করেছিলাম লোভ দেখিয়ে। আমাদের সাহায্য করলে জর্জকে সরিয়ে ওকেই ডব্লিউ বারের মালিক করে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম। আর কী জানতে চাও?'

'ডেভিড ক্লে'কে কে হত্যা করেছিল?'

'আমরাই।'

'তোমরাই?' শিউরে উঠল এরিখ। 'তোমাদের না একত্রে ব্যবসা চালাবার কথা ছিল?'

'ছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। ওকে না-সরালে ধরা পড়ে যেতাম আমরা। বড় বেশি বুদ্ধিমান ছিল ক্লে। চ্যাপম্যানের মত বোকা, অহঙ্কারী নয়।'

'তুমি একটা সাক্ষাৎ শয়তান, রাইলটন!' দাঁতে দাঁত ঘষল এরিখ।

'হয়তো।' আবার হাসল লোকটা। 'জো রীভসেরও সেই একই ব্যাপার। ওকেও না-ঝুলিয়ে উপায় ছিল না। আমি ডগ আর টিকাউ মিলে করেছি কাজটা।'

'তোমাকে আমি খুন করব, রাইলটন।' রাগে বিকৃত শোনাল এরিখের গলা। 'তুমি একটা জঘন্য খুনী। কাপুরুষের মত খুন করেছ দু'জন খাঁটি মানুষকে।'

'কিভাবে?' যেন অবাক হলো রাইলটন। 'তোমার পিস্তলে তো গুলি নেই। আমারটায় আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার হাতে খুন হচ্ছি না আমি। আমি বেঁচেই থাকব। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না আমাকে। ডগ আর হল মারা গেছে, তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না এখন আমার পরিচয়। তোমার ব্যবস্থা করে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব আমি। বিয়ারির বিরুদ্ধে ক্রস অ্যারো দখলের পাঁয়তারার অভিযোগ তুলে সবাইকে খেপিয়ে তুলব। ওকে ভাগিয়ে দিয়ে ওয়েন্ডিকে বিয়ে করলেই ক্রস অ্যারো আমার।'

অন্ধকারে নড়ে চড়ে দাঁড়াল এরিখ। পিস্তল ধরা হাতটা আস্তে আস্তে

পেছনে সরে যাচ্ছে ওর।

'নোড়ো না!' সাবধান করল ওকে রাইলটন। 'গুলি করতে যাচ্ছি আমি। কোথায় তোমার পছন্দ, বলো। পেটে না কপালে…'

বিদ্যুৎ খেলে গেল এরিখের দেহে। খালি পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল ও রাইলটনের মাথা সই করে, সাথে সাথেই ডাইভ দিল ওর দিকে।

ঠকাস করে শব্দ হলো একটা। চেঁচিয়ে উঠে দু'হাতে কপাল চেপে ধরল রাইলটন। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল ওর। পর মুহূর্তেই এরিখের প্রচণ্ড ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। লাফিয়ে উঠল এরিখ ওপরের দিকে, দু'পা একত্র করে পড়ল লোকটার বুকের ওপর। স্পারের খোঁচায় কেঁপে উঠল রাইলটন, ওর গলা চিরে মর্মভেদী আর্তনাদ বেরিয়ে এল। আবার লাফাল এরিখ ওর বুকের ওপর। আবার। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল রাইলটনের গলা, আপাদমস্তক কেঁপে উঠল কয়েকবার। নেতিয়ে পড়ল সে। ওর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল এরিখ। পর পর দু'বার গুলি করল ওর বুকে। তৃতীয়বারের সময় ক্লিক করে উঠল পিস্তল। গুলি ফুরিয়েছে।

টলতে টলতে বেরিয়ে এল ও ধ্বংসাবশেষ থেকে। ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে একজন অশ্বারোহীকে এগিয়ে আসতে দেখে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে। অশ্বারোহী কাছে আসতেই চিনতে পারল। 'বার্জার।' বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। 'আমি ওয়েন।'

'বাঁচালে!' রাইফেলটা নামিয়ে রাখল বার্জার স্ক্যাবার্ডের ওপর। 'এরিখ, সবগুলো গরু ফিরে পেয়েছি আমরা। ডব্লিউ বার, ক্রস অ্যারো, লেজি এফ-সব র‍্যাঞ্চের। গুলির শব্দ শুনলাম এদিকে?'

'শেষটাকে শেষ করেছি।'

'কে, এরিখ?'

'রাইলটন ওরফে রবার্ট বাটলার,' শান্তকণ্ঠে বলল এরিখ।

'রবার্ট বাটলার!'

'হল চ্যাপম্যান, ডগ লেইকারও ছিল দলে। স্ট্যাম্পিডে মারা গেছে ওরা।'

ঘোড়া থেকে নামল বার্জার। সিগারেট রোল করল। এরিখ ওর শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসল। জামার হাতায় মুখ মুছল। 'আমাকে একটা ঘোড়া এনে দাও, গোল্ড।' বার্জারকে অনুরোধ করল ও। 'গাস রয়ে গেছে ওখানে। ওকে নিয়ে আসতে হবে। আহত হয়েছে বেচারা।'

গোল্ড বার্জার ঘোড়ার জন্যে চলে গেল। নিঃশ্বাস ফেলল এরিখ। চন্দ্রালোকিত ক্যানিয়নের বুকে তাকাল। 'শেষ পর্যন্ত বন্ধ হলো এই জঘন্য

গরুচুরি,' ভাবল সে। 'কিন্তু কাজ ফুরোয়নি এখনও। চ্যানি বিয়ারির মুখোমুখি হতে হবে এবার। কাজটা হয়তো সহজ হবে না। তবে যে ভাবেই হোক, এতে জিততেই হবে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে অসহায় মেয়েটার।'

আসলে, এরিখ জানে, ওয়েন্ডির নয় শুধু, ওটা ওর নিজেরও লড়াই।

ষোলো

শেষ রাত। ভোর হবার আর বেশি দেরি নেই। রকস্প্রিং শহর থেকে কিছু দূরে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। শহরের দিকে যাচ্ছে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে।

'তুমি না-এলেই পারতে, গাস। আহত তুমি।'

'আমি ডান হাতেই গুলি চালাই।'

'ভালই বলেছ,' এরিখ হাসল। 'জানলাম, যে-হাতে তোমার গুলি লেগেছে, ওটা বাম হাত। কেমন বোধ করছ এখন?'

'চমৎকার! মনে হচ্ছে অনেক বছর ধরে এত ভাল বোধ করিনি। কেন, জিজ্ঞেস কোরো না। বলতে পারব না।'

'আমি পারব।' ওর মুখের দিকে চাইল এরিখ। 'যে কাজটায় এখন তুমি জড়িয়ে পড়েছ, সেটা একটা ভাল কাজ বলেই।'

'হতে পারে,' হাসল গাস ল্যামেল। 'তবে তুমি আমার অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছ। এরপর থেকে এরকম ভাল কাজ খুঁজে খুঁজেই বেড়াতে হবে।'

'যথেষ্ট পাবে,' ওকে আশ্বাস দিল এরিখ। 'আসলে কী জানো? খারাপ কাজ না-করে থাকতে পারাটাই হচ্ছে ভাল কাজ। আমি জানি তুমি সৎ লোক। সঙ্গদোষেই খারাপ পথে পা বাড়িয়েছিলে।'

'বাদ দাও।' প্রসঙ্গ পাল্টাল গাস। 'তোমার কি মনে হয় যে, চ্যানি শহরেই থাকবে?'

'থাকবে। বাজি ধরতে পারি আমি এ ব্যাপারে। ওয়েন্ডির ধারে-কাছেই থাকতে চাইবে ও এখন।'

'এরিখ, ও খুব চালু। বিদ্যুতের মতই। আমি বলছি না যে, তুমি কিছুমাত্র কম চালু। তবু সাবধান করছি তোমাকে।'

বুড়োর দিকে ফিরল এরিখ। 'ধন্যবাদ, গাস। আমি আশা করি ওর বিরুদ্ধে পিস্তল বের করার দরকারই হবে না।'

'আমিও তা-ই করি। তবে ঝুঁকি নিতে যেয়ো না যেন দয়া করে।'

'আমি আর রক্তপাত চাই না,' বলল এরিখ। 'এ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়েছে। শান্তি চাই এবার।'

'আমিও চাই।' নিজের অভিমতটাও জানাল গাস।

চারদিক ফরসা হয়ে গেছে। রকস্প্রিং শহরের প্রথম বিল্ডিংটা নজরে পড়ল ওদের। আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি নামার পূর্বাভাস। কাঠের পুলে ঘোড়ার খুরের খটা-খট শব্দ তুলে শহরে ঢুকল দুই ঘোড়সওয়ার। বিশালদেহী একজন লোক বেরিয়ে এল সামনের একটা ঘর থেকে। দ্রুত এগিয়ে এল লোকটা ওদের কাছে।

'খবর কী, ওয়েন?' জানতে চাইল বিশালদেহী।

'ভাল, মি. চ্যাপম্যান। সবগুলো গরু উদ্ধার করেছি আমরা রাসলারদের হাত থেকে। বার্জার আর অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের তত্ত্বাবধানে আছে ওগুলো ব্লু বার্ডস ক্যানিয়নে। রাসলারদের সবাই মারা গেছে।'

'সত্যি!' খুশিতে বিশাল শরীর নিয়েও প্রায় নাচের মত একটা ভঙ্গি করে ফেলল চ্যাপম্যান। 'ইস্, আমিও যদি থাকতে পারতাম তখন!'

এরিখ মাথা নাড়ল, গাসের দিকে চাইল ও। 'আমি অত্যন্ত সুখী যে, তুমি ছিলে না,' মন্তব্য করল গাস।

চ্যাপম্যান এরিখের দিকে চাইল। 'কি বলছে ও?'

'তোমার জন্যে একটা খারাপ খবর আছে, জর্জ,' এরিখ সতর্কভাবে বলল। 'অবশ্য যদি তুমি তা মনে করো।'

'কি খবর?'

'রকস্প্রিং শহরের শেরিফ হল চ্যাপম্যান মারা গেছে।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল চ্যাপম্যান। যেন এরিখ কি বলেছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করল।

'কার কাজ?'

এরিখ বিপন্নচোখে গাসের দিকে চাইল। শ্রাগ করল গাস। 'ওকে বলা উচিত, এরিখ।'

ঘোড়া থেকে নেমে সিগারেট রোল করল এরিখ। জর্জকে অফার করল একটা। জর্জ ম্যাচ জ্বেলে সিগারেট ধরাল। 'বলো এবার।'

সংক্ষেপে জানাল এরিখ সবকিছু। দোমড়ানো ব্যাজটা বের করে জর্জের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ব্যাজটা হাতে নিল জর্জ। এরিখ লক্ষ্য করল হাতটা কাঁপছে প্রকাণ্ড মানুষটার। ব্যাজটাকে উল্টে পাল্টে দেখল ও কিছুক্ষণ, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বলল চ্যাপম্যান। 'তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যে

সবকিছু করে থাকেন। লেইকার ভাল ছিল না। আমি জানতাম। রাইলটন, মানে বাটলারও একজন ধূর্ত আর নীচ প্রকৃতির লোক ছিল। কিন্তু হল? ও আমার আপন ভাই। ওর এসবে জড়ানোর কোন দরকার ছিল না। আমাদের দুই ভাইয়ের জন্যে ডব্লিউ বার যথেষ্ট বড় ছিল।' থামল ও। এরিখের দিকে তাকাল। 'ওকে কবর দিয়েছ?'

'মৃতদেহ কবর দেয়াই উচিত,' তিক্ত স্বরে বলল এরিখ। 'নয়তো পরিবেশ দূষিত হয়।'

'ধন্যব'দ।' একটু ইতস্তত করল চ্যাপম্যান। 'একটা কথা—দয়া করে ওর নাম কখনও উচ্চারণ করবে না আমার সামনে। ঠিক আছে?'

মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল এরিখ। 'ঠিক আছে। ওই নামের কেউ কখনও ছিল না রকস্প্রিঙে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল চ্যাপম্যান। 'তোমার সাথে আরও আলাপ আছে, ওয়েন।'

'বলো।'

'বিয়ারি আর ওর মেক্সিকান লোকটা সারারাত শহরে কাটিয়েছে আজ। মতলব ভাল নয় ওদের। ঝামেলা পাকাবার তালে আছে। জেমসের দোকানে গিয়েছিল কালরাতে, ওয়েন্ডিকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নেবার জন্যে। জেমস স্রেফ শটগানের মুখে ভাগিয়ে দিয়েছে। রেগে টং হয়ে আছে ওরা বুড়োর ওপর। ব্যাপারটায় মনে হয় আমাদেরও নাক গলানো উচিত।'

'তুমি এখানে ঘোড়াগুলো নিয়ে অপেক্ষা করো।' গাসের দিকে তাকাল এরিখ। 'জর্জ সাহায্য করবে আমাকে।'

'জর্জের লড়াই নয় এটা,' ঝাঁঝিয়ে উঠল গাস। 'তোমার আর আমার। আমি যাচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল এরিখ। জর্জের দিকে তাকাল। 'কোথায় এখন ওরা?'

'ওয়েস্টার্ন মূনে গেলে পাবে।'

এরিখ পা বাড়াল। 'এসো গাস। জর্জ, ঘোড়াগুলো তোমার জিম্মায় রইল।'

হাঁটতে হাঁটতে স্টারটা বের করে দ্রুত চেক করে নিল এরিখ। লোডেড। খাপে ঢুকিয়ে রাখল আবার অস্ত্রটাকে। সূর্য ওঠেনি এখনও। বাতাস বইছে। মাঝে-মধ্যে দু'এক ফোঁটা করে হালকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ভোরের ফিকে আলোয় নিঃশব্দ পায়ে এগোল ওরা সেলুনের দিকে। সামনে একটা ঘর থেকে আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে বাইরে। সাত সকালে চুলোয় কফি চড়িয়েছে সম্ভবত কোন কফিখোর। রাস্তায় মানুষজন বেরিয়ে আসেনি এখনও। দূরে শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একটা মোরগের ডাক ভেসে

এল।

এরিখ পিছু ফিরে চাইল। ওদের ঘোড়াগুলোর রশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাপম্যান এদিকে ফিরে। এরিখ চাইতেই হাত নাড়ল ও।

সেলুনের কাছে চলে এল ওরা। সতর্ক চোখে তাকাল সেলুনের দরজায়। বন্ধ। ভেতরে লোকজনের খুব একটা সাড়া-শব্দ নেই।

একটা লোক নেমে এল রাস্তায়। এরিখ চিনতে পারল লোকটাকে। ডেপুটি শেরিফ জব রাফ। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' জানতে চাইল ও কর্কশ কণ্ঠে।

'দুটো ভোঁদড়ের নাকে দড়ি পরাতে।' খুব একটা পাত্তা দিল না গাস ডেপুটিকে। 'চেনো নাকি ওদের? চ্যানি বিয়ারি আর টম টিংকার।'

মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল ডেপুটি। 'উঁহুঁ। কোন ঝামেলা চাই না আমি এখানে। হল ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমিই এখানকার প্রধান ল' অফিসার। আমার কথা মানতে হবে তোমাদের।'

'ওর জন্যে তাহলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে,' মন্তব্য করল গাস।

'কি বলছ তুমি?' রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল ডেপুটি জব রাফ।

'হল মারা গেছে, রাফ,' জবাব দিল এরিখ। ওর দু'চোখ সেলুনের দরজায় সেঁটে রয়েছে।

হাড্ডিসার কাঁধদুটো উঁচু করল জব রাফ। 'তাহলে আমিই শেরিফ এখন থেকে।' শেরিফোচিত গাম্ভীর্য নিয়ে আসার চেষ্টা করল ও গলায়। 'বেরিয়ে যাও তোমরা দু'জন শহর থেকে। এক্ষুণি।'

'সরে দাঁড়াও, রাফ। জরুরী কাজ রয়েছে আমাদের।' এরিখ শান্ত স্বরে বলল।

প্রত্যুত্তরে লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে এরিখের বুকে টোকা লাগাল রাফ। 'শহরে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার দায়ে তোমাদের গ্রেফতার করব আমি।'

ডান হাতের উল্টো পিঠের একটা চড় লাগাল এরিখ জব রাফের গালে। চেঁচিয়ে উঠে গালে হাত দিল রাফ। পর মুহূর্তে বুকে মাঝারি সাইজের একটা ঘুসি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ল রাস্তায়। ওকে পাশ কাটিয়ে সেলুনের দিকে এগোল ওরা।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল এরিখ। ধীরে ধীরে সেলুনের দরজা খুলে একজন হালকা পাতলা সুদর্শন লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে অনিংয়ের নিচে দাঁড়াল। লোকটা চ্যানি বিয়ারি। শান্ত কিন্তু স্মার্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে সে। কোমরের দু'দিকে দুটো পিস্তল বাঁধা। কোমরের কাছেই ঝুলছে ওর হাত। ওকে দেখে এরিখ আর গাস

দাঁড়িয়ে পড়তেই কাছের একটা খুঁটিতে হেলান দিল ও। হাসল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। 'দু'জন মিশনারি দেখছি!'

'তোমাকে সুপথে ফেরানোর জন্যেই এসেছি, বাছা।' বিদ্রূপ করল গাসও।

পকেট থেকে একটা তৈরি সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঝোলাল বিয়ারি। ম্যাচে কাঠি ঠুকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠির ওপর দিয়ে চাইল ওদের দিকে।

'কিভাবে চাও?' ঠোঁটের একপাশ থেকে কায়দা করে অন্য পাশে নিয়ে গেল ও সিগারেটটাকে। 'একসঙ্গে, না একজন একজন করে?'

এরিখ রাস্তায় চোখ বুলাল। টিংকারকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'তোমাকে একটা সুযোগ দেব, চ্যানি। ভাগো, যেদিকে ইচ্ছে ভাগো এখান থেকে। এক্ষুণি।'

বিয়ারি হাসল। 'খুব শক্ত লোক, না?'

আচমকা গাল বকে উঠে এরিখকে ঠেলা দিল গাস। পর মুহূর্তে পিস্তল তুলল ও। এরিখের মাথার এক পাশে জ্বালা ধরিয়ে ছুটে গেল একটা গুলি। গাসের পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল সাথে সাথে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইল এরিখ। সেলুনের পাশ ঘেঁষে যে গলিটা, সেটার মুখে টিংকারকে দেখতে পেল ও। টলমল করে কয়েক পা সামনে হাঁটল টিংকার বুকে হাত চেপে, তারপর লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়।

'কোন কাজই ঠিক মত সারতে পারত না লোকটা।' শেষ হয়ে-যাওয়া সিগারেটের গোড়াটুকু ছুঁড়ে দিল বিয়ারি মৃতলোকটার দিকে। পর মুহূর্তেই গোখরো সাপের মত দু'হাতে ছোবল বসাল ও নিজের দুই কোমরে। দুটো পিস্তল উঠে এল দু'হাতে। এক সঙ্গে দু'জনকেই কাভার করল পিস্তল দুটো।

'মাথার ওপর হাত তোলো দু'জনে,' হুকুম দিল ও। 'নইলে দু'জনকেই ফুটো করে দেব। গরু চুরির অভিযোগ আছে তোমাদের বিরুদ্ধে।'

হাত তোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না এরিখের মধ্যে। ইতোমধ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে একজন দু'জন করে কিছু লোক। উত্তেজনাকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে দেখে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গেছে তারা।

'কই, হাত তুলতে বললাম না? কথা না শুনলে গুলি করব!' তাগাদা দিল চ্যানি বিয়ারি।

এরিখ হাসল। 'তুমি কিন্তু আমাকে পিস্তল ড্র করতে বলোনি, বাছা। সবাই দেখেছে আমি কোন রকম অ্যাকশনে যাইনি। ও,' রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতলোকটাকে দেখাল সে, 'চোরের মত গুলি করতে গিয়ে গাসের হাতে মরেছে। তুমি আমাকে গুলি করে বাঁচতে পারবে না। নিরস্ত্র লোকের ওপর

গুলি চালালে খুনের অভিযোগে তোমাকে গ্রেফতার করবে জব রাফ।'

'ওকে থোড়াই কেয়ার করি আমি।' থুতু ফেলল চ্যানি। 'ওর মত পাঁচজনকে একা মোকাবেলা করতে পারি আমি।'

'ভাল কথা।' হাসল এরিখ। 'আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু গরু চুরির কথা কি যেন বললে?'

'হুঁ।' উজ্জ্বল মুখে সমবেত লোকদের দিকে চাইল চ্যানি। ওয়েন্ডির ওপর চোখ পড়ল ওর। জেমস ক্র্যামারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর দু'চোখে স্পষ্ট উদ্বেগ। নিজের বোকামিটা বুঝতে পারল চ্যানি। ওয়েনকে ড্র করতে বলা উচিত ছিল। অবশ্য আশা ছিল ওর মুভমেন্ট দেখেই পিস্তল বের করবে এরিখ। বুঝতে পারেনি, ও এতটা ভীতু লোক।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে চাইল চ্যানি সবার দিকে। বক্তৃতার সুরে শুরু করল, 'ভাইসব, রকস্প্রিং শহরের আশেপাশের র‍্যাঞ্চগুলো থেকে এতদিন ধরে যেসব গরু চুরি হচ্ছিল, তার মূলে এ লোকটাই। ও একটা গরু চোর। স্বীকার করেছে ও আমার কাছে পাইনস ভ্যালিতে। পরে ও ওখান থেকে পালিয়ে যায়। এখন ধরা পড়েছে আবার। আপনারা কেউ একটা দড়ি নিয়ে আসুন। ঝুলিয়ে দিই ওকে।'

অস্ফুট গুঞ্জন শুরু হলো লোকজনের মধ্যে। এরা প্রায় সবাই দোকানদার। রাসলিঙের ব্যাপারটা তাদের জন্যে সরাসরি ক্ষতিকারক না-হলেও পরোক্ষভাবে অবশ্য হুমকি স্বরূপ। কারণ রকস্প্রিং মূলত একটা কাউটাউন। র‍্যাঞ্চাররা ক্ষতিগ্রস্ত হলে রকস্প্রিংও তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা হারাবে। কেউ কেউ সমর্থন করল বিয়ারিকে। একজন বলে উঠল, 'তাহলে ঝুলিয়ে দেয়াই উচিত। ওটাই গরু চোরের উপযুক্ত সাজা।'

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল জর্জ চ্যাপম্যান। 'কিন্তু আমার পাওয়া তথ্যের সঙ্গে তোমারটা মিলছে না, বিয়ারি। এরিখ গরুচোর নয়, বরং গরুচোরদের আখড়া ভেঙে দিয়েছে ও গতরাতে। রবার্ট বাটলার আর ডগ লেইকারসহ কয়েকজন মিলেই এতদিন ধরে রাসলিঙ চালাচ্ছিল।'

চ্যাপম্যানকে পাত্তা দিল না বিয়ারি। ভেংচি কেটে বলল, 'ভুল তথ্য পেয়েছ তুমি। আর যদি সত্যি বলে দাবি করতে চাও, তাহলে তুমি নিজেও ফেঁসে যাচ্ছ এতে। কারণ সবাই জানে লেইকার তোমারই লোক।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ও র‍্যাঞ্চমালিকের দিকে।

আচমকা কথা বলে উঠল জেমস ক্র্যামার। 'আমার হাতে এটা একটা ডবল ব্যারেল শটগান, চ্যানি। এর গুলিতে কি হয়, জানো নিশ্চয়।'

তাকাল চ্যানি ওর দিকে। বুড়ো দোকানদার কখন যে আগের অবস্থান ছেড়ে ওর পাশে চলে এসেছে, লক্ষ্য করেনি ও কথার ঝোঁকে। খেঁকিয়ে উঠল

চ্যানি, 'তোমার লড়াই নয় এটা, ক্র্যামার। অহেতুক নাক গলাতে আসছ কেন?'

'তা ঠিক।' ওর সাথে একমত পোষণ করল জেমস ক্র্যামার। 'তবে তোমার বিরুদ্ধে একজন লোককে পেছন থেকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ আনছি আমি।'

'মিথ্যে কথা। আমি কাউকে খুন করিনি। কেউ সাক্ষ্য দিতে পারবে না।'

'গাস পারবে,' জবাব দিল ক্র্যামার। 'প্রকৃত ব্যাপার হলো টোকারকে তুমিই খুন করেছ। পরে হলের কাছে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে এরিখকে ফাঁসিয়েছ। গাস এটাও বলবে যে, তুমি ওকে ভয় দেখিয়ে সে-সময় মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছিলে।' ল্যামেলের দিকে চাইল ক্র্যামার। 'কি গাস, বলবে না?'

'নিশ্চয়ই বলব। খুঁটিনাটি সবকিছুই।'

পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার উপক্রম হলো চ্যানি বিয়ারির। মরিয়া হয়ে বলল, 'ডগ লেইকারও ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ও...'

কথা শেষ করতে দিল না ওকে ক্র্যামার। 'এরিখের সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল ডগের। সবাই জানে, রকস্প্রিং শহরের রাস্তায় ধোলাই খেয়েছিল ও এরিখের হাতে, বাহাদুরি ফলাতে গিয়ে। তুমি পেছন থেকে বিনা উস্কানিতে গুলি চালানোর ফলে ওর জন্যে এরিখের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর মত একটা সুযোগ জুটে যায়। তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ওর কোন লাভ হত না। বরং তোমার অনুকূলে সাক্ষ্য দিলেই ব্যাপারটা এরিখের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে এবং তার প্রতি ওর ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়। তাছাড়াও ডগের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই এখন আর আদালতে। আদালতও জানবে আমাদের মত যে, ও একজন গরুচোর। ক্লিয়ার?'

আবার গুঞ্জন উঠল সমবেত লোকদের মধ্যে। তবে এবার যে ওর অনুকূলে নয়, চ্যানি তা বুঝতে পারল। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর সুদর্শন মুখখানা।

'তোমার বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ আছে,' খেই ধরল ক্র্যামার। 'একজন অসহায় মহিলাকে তার র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করেছ তুমি। মিস ওয়েন্ডি সেটার সাক্ষী। তুমি ওকে ওর র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করেছ।'

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল চ্যানি। 'আমি ওকে উচ্ছেদ করিনি। আমি ওকে...'

'জোর করে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, এই তো? ও রাজি হয়নি এবং সে জন্যে তুমি ওকে হুমকি দিয়েছ।'

হেসে উঠল কেউ একজন। মুহূর্তেই সংক্রমিত হলো তা সবার মধ্যে। ঝুলে পড়ল চ্যানির কাঁধ। জেমস ক্র্যামারের উদ্যত শটগানের মুখে ভুলেও

ভাবল না সে পিস্তল চালানোর কথা। দুটো পিস্তলই সে খাপে ঢোকাল। বলল, 'ঠিক আছে, দোষ স্বীকার করছি আমি। ওয়েন্ডির সাথে ব্যাপারটা মিটমাট করে নেব আজই। আর···টোকারের গুলিবিদ্ধ হবার ব্যাপারটা নেহাত ভুল বোঝাবুঝি। ওর সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না আমার। আমি চলে যাব এ-অঞ্চল ছেড়ে, কথা দিচ্ছি।'

এবার শেষ পেরেকটা ঠুকল বুড়ো গাস। 'কিন্তু সনোরার কাছে একটা শহরের মার্শালকে গোপনে হত্যা করার ব্যাপারটাও কি ভুল বোঝাবুঝি ছিল, বাছা? ওটা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে চাও তুমি?' টাকা-পয়সার ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেল বুড়ো।

কথা সরল না চ্যানির মুখ দিয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ও কিছুক্ষণ গাসের দিকে। আচমকা ভাঙা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমাকে প্রথমেই খুন করা উচিত ছিল আমার, পাজি বুড়ো কোথাকার! তুমিই সব গণ্ডগোলের মূল।' দু'হাতে মুখ ঢাকল দোপিস্তলবাজ।

'রাফ।' দরাজ গলায় হাঁক দিল জর্জ চ্যাপম্যান। 'আমার ভাই হল একজন রাসলার ছিল। স্ট্যাম্পিডে মারা গেছে ও। নতুন শেরিফ নিযুক্ত করার আগে পর্যন্ত তুমি ওর স্থলাভিষিক্ত, এখন থেকেই।' বিয়ারির দিকে আঙুল উঁচাল ও, 'দেখি কেমন দ্রুত জেলখানায় ঢোকাতে পারো ওকে। প্রথমেই ওর গানবেল্ট খুলে নাও।'

নতুন করে গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। মুখে শেরিফোচিত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে করতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল ডেপুটি শেরিফ জব রাফ।

সতেরো

জেমস ক্র্যামারের দোকানে ওরা চারজন। জেমস আর ওয়েন্ডিকে রাসলারদের আখড়া ভেঙে দেয়া থেকে শুরু করে রবার্ট বাটলারকে খুন করা পর্যন্ত ঘটনাগুলো সংক্ষেপে শুনিয়েছে এরিখ। অবাক হয়ে লক্ষ করেছে, অতগুলো খুন-জখমের কথা শোনার সময় ওয়েন্ডির মুখের রেখায় সামান্যতম কুঞ্চনও জাগেনি। আশ্বস্ত হলো সে। মেয়েটা বাস্তবতাকে বুঝতে শুরু করেছে তাহলে। উদ্যতফণা বিষধর সাপকে খুন করা কোনমতেই অপরাধ নয়। কিছু কিছু মানুষ আছে সাপের চেয়ে ভয়ানক। ওদের ব্যাপারে সে একই কথা খাটে, ভাবল এরিখ মনে মনে।

ওয়েন্ডির দিকে চাইল সে। মেয়েটি লক্ষ করছে ওকে। 'আমার দায়িত্ব শেষ, ম্যাম,' বলল সে। 'আস্তে আস্তে লোক যোগাড় করে নিতে পারবে তুমি। এবার তাহলে আমি বিদায় নিতে পারি?'

ওর চোখে চোখে তাকিয়ে রইল ওয়েন্ডি। শান্ত, গম্ভীর ওর ধূসর দু'চোখ। 'কোথায় যাবে, এরিখ?' মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল এরিখ। 'তা কি করে বলি এখন?' জবাব দিল, 'আমার তো যাবার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই।' হাসল সে সামান্য। 'জানোই তো একজন ভবঘুরে আমি, আশ্রয়হীন।'

হাসল ওয়েন্ডিও, একটু ইতস্তত করল। 'আশ্রয় হিসেবে ক্রস অ্যারো কেমন হবে বলে মনে হয় তোমার?'

থমকে গেল এরিখ। এতদিন এটাই চেয়েছে সে মনে মনে। কিন্তু আজ··· কোথায় যেন একটা বাধা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। তারপর চাইল ওয়েন্ডির চোখে। 'নাহ্। আমি বরং···'

'চলে যাবে?' মুখ শুকিয়ে গেছে ওয়েন্ডির।

'আমার চলে যাওয়াই উচিত। আমি কারও বোঝা হতে চাই না। আমি···আরে, ওয়েন্ডি, তুমি কাঁদছ কেন···প্লীজ, ওয়েন্ডি···'

দুই হাতের পোঁছায় চোখের পানি মুছল ওয়েন্ডি, দু'পা এগিয়ে এল সামনে। 'আমি যদি তোমাকে যেতে না দিই?'

এরিখের দুই হাত ধরল দুই বুড়ো। 'আর আমরাও যদি না ছাড়ি?'

থতমত খেয়ে গেল এরিখ। ওর কাঁধে হাত রাখল ওয়েন্ডি। 'তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম বলে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি—ক্ষমা চাই, এরিখ। আর কোনদিন এমন ভুল হবে না, কথা দিচ্ছি···'

এরিখ অনুভব করল, সেই বাধাটা আর নেই।

* * * *

আশ্রয়

ভোরের দিকে এরিখের তাঁবুর ক্যানভাসে ধীর লয়ে ড্রাম বাজিয়েছে বৃষ্টির ফোঁটা। পাতলা হয়ে এসেছে ঘুম।

আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল সে। তাঁবুর বাইরে ঝোপের ভেতর অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ ধরা পড়েছে ওর কানে। অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে মাথা বের করল এরিখ। 'অস্ত্র ফেলে দাও!' গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'চার-চারটে অস্ত্র তোমার দিকে তাক করা।'

এই হলো গল্পের শুরু।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০